উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শনিবার ৫.০০ টাকা 18 November 2023 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

আটের পাতায়

তরুণ আয়ুর্বেদিক প্রডাক্টস্
হাই পাওয়ার স্ক্যাবিগন®
মলম ও লোশন
CONTACT - 9438045440
দাদ, হাজা, চুলকানি ও গোড়ালি ফাটার মলম

# টিকিটের জন্য হাহাকার

## অশ্বীন না সিরাজ, ফাইনালে টিম নিয়ে দোলাচলে ভারত

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

**আহমেদাবাদ, ১৭ নভেম্বর :** এক মাসের মধ্যে আমূল বদল!

সবরমতী রিভারফ্রন্ট এলাকাটা একই রকম রয়েছে। গান্ধি আশ্রম রোডেও সারাদিনই মানুষের আনাগোনা অব্যাহত। সঙ্গে শহরজুড়ে শুধুই একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনাল নিয়ে চর্চা।

অপেক্ষা আর কয়েক ঘণ্টার। তারপই রবিবার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ ফাইনাল। যে ম্যাচকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই আসমুদ্রহিমাচল থেকে মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করেছেন আহমেদাবাদে। কিন্তু ক্রিকেটপ্রেমীরা পৌঁছে গেলেও টিকিট কই?

মোদি স্টেডিয়ামের আসন সংখ্যা দেশের মধ্যে তো বটেই, ক্রিকেট দুনিয়ার মধ্যেও সবচেয়ে বেশি। এক লক্ষ তিরিশ হাজার আসন সংখ্যার স্টেডিয়ামে টিকিটের চাহিদা এক কোটি তিরিশ লক্ষের মতোই। নিট ফল, শহরজুড়ে টিকিটের হাহাকার। তুঙ্গে কালোবাজারিও। তিন হাজারের টিকিট চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজারেও কিনে নিতে রাজি বহু ক্রিকেটপ্রেমী।

ঠিক এক মাস আগেও আহমেদাবাদে এমনই ছবি ছিল। ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল গণহিস্টিরিয়ার পরিবেশ। অক্টোবরের সঙ্গে চলতি নভেম্বর মাসের ফারাক একটাই, আবহাওয়া। রোহিত শর্মা বনাম বাবর আজমদের যুদ্ধের সময় ছিল তুমুল গরম। তুলনায় এখন আহমেদাবাদের পরিবেশ বেশ মনোরম। সকাল-সন্ধ্যার দিকে হালকা ঠান্ডার আমেজ রয়েছে। যদিও মোদি স্টেডিয়ামে দুপুরের দিকে ঢুকলে মনে হবে উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যে আপনি প্রবেশ করলেন। সৌজন্যে টিম ইন্ডিয়া। ঠিক দুপুর ৩.২০ নাগাদ ভারতীয় দলের টিম বাস ঢুকল মোদি স্টেডিয়ামে। বাস থেকে নেমেই অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও কোচ রাহুল দ্রাবিড় হনহন করে হাঁটা দিলেন বাইশ গজের দিকে। পিচ তখন চট দিয়ে ঢাকা। সেই চট সরালেন রোহিত নিজেই। ঝুঁকে পড়লেন বাইশ গজের উপর। খুঁটিয়ে দেখলেন পিচ। তারপরই বাইশ গজের ধারে কোচ দ্রাবিড়ের সঙ্গে গম্ভীর আলোচনায় ডুবে গেলেন তিনি। অন্তত দশ মিনিট ধরে চলল সেই আলোচনা।

সামান্য সময় পর সেই আলোচনার আরও একটি দিক দেখা গেল। মোদি স্টেডিয়ামের ঠিক পিছনে নেট প্র্যাকটিসের জায়গা। রবিচন্দ্রন অশ্বীন সেখানে অনুশীলনের শুরু থেকেই বল করছিলেন। কোচ দ্রাবিড় ও অধিনায়ক রোহিত নেটে ঢুকে অশ্বীনকে আলাদা করে ডেকে নিলেন। টিম ইন্ডিয়ার ত্রয়ীর আলোচনা শুরু হল। কিছু পরে সেই আলোচনার শেষে অশ্বীনকে হঠাৎই বেশ চনমনে দেখাচ্ছিল। ভারতীয় দলের ঐচ্ছিক অনুশীলনে হাজির ঈশান কিষান, রবীন্দ্র জাদেজা, রোহিতদের অনেকটা সময় বল করার পর নেটের ধারে গিয়ে বসে পড়লেন। টেনে নিলেন ক্রিকেট কিট ব্যাগ। আর সেই ব্যাগ থেকে ব্যাট-প্যাড-গ্লাভস বের করে পরে নিলেন। ব্যাট হাতে দ্রুত হাজির হলেন ভারতীয় দলের নেটে। সতীর্থ প্রসিধ কৃষ্ণা ও স্থানীয় কয়েকজন নেট বোলার নাগাড়ে বল করে গেলেন অশ্বীনকে।

৮ অক্টোবর চেন্নাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছিল টিম ইন্ডিয়া। ঘরের মাঠে সেই ম্যাচে খেলেছিলেন অশ্বীনও। তারপর থেকে আর কোনও ম্যাচে অশ্বীনকে ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে দেখা যায়নি। রোহিত-দ্রাবিড়ের পিচ দর্শন, পরে অশ্বীনের সঙ্গে আলোচনা। আর সবশেষে ভারতীয় দলের নেটে অশ্বীনের ব্যাটিং নিয়ে তাই জোর চর্চা শুরু হয়েছে। ফাইনালে অজিদের বিরুদ্ধে অভিজ্ঞ অশ্বীনকে কি শেষপর্যন্ত দেখা যাবে? ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, অশ্বীনকে প্রথম একাদশে রাখা নিয়ে আলোচনা চলছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। কারণ, কোচ দ্রাবিড় তাঁর দলের উইনিং কম্বিনেশন ভাঙতে রাজি নন। তাছাড়া অশ্বীন খেললে কাকে বসানো হবে, তা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা।

মনে করা হচ্ছে, মহম্মদ সিরাজকে বসানো হতে পারে। তাই অশ্বীন না সিরাজ, ফাইনালের আগে আচমকাই প্রথম একাদশের কম্বিনেশনের দোলাচলে টিম ইন্ডিয়া। রাতের দিকে বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় দলের প্রাক্তন স্পিনার এরাপল্লি প্রসন্নর সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদের তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনিও ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অশ্বীনকে প্রথম একাদশে রাখার জন্য সওয়াল করলেন। কিন্তু একইসঙ্গে প্রসন্ন জানিয়ে দিলেন, কোচ দ্রাবিড় দলের উইনিং কম্বিনেশন ভাঙতে পছন্দ করেন না।

এরপর বারোর পাতায়

বিশ্বকাপ যেন ফসকে না যায়। ক্যাচ প্র্যাকটিসে মন দিয়েছেন রোহিত। শুক্রবার আহমেদাবাদে।

**ভারত**

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক) শুভমান গিল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, লোকেশ রাহুল (উইকেটকিপার), সূর্যকুমার যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সামি, জসপ্রীত বুমরাহ

**সম্ভাব্য বদল**

মহম্মদ সিরাজের পরিবর্তে রবিচন্দ্রন অশ্বীন

**অস্ট্রেলিয়া**

ট্রাভিস হেড, ডেভিড ওয়ার্নার, মিচেল মার্শ, স্টিভেন স্মিথ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, জোশ ইনগ্লিস (উইকেটকিপার), মার্কাস স্টোয়িনিস, প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), মিচেল স্টার্ক, অ্যাডাম জাম্পা, জোশ হ্যাজেলউড

**সম্ভাব্য বদল**

মার্নাস লাবুশেনের পরিবর্তে মার্কাস স্টোয়িনিস

# ২৬ হাজার বিমানভাড়া দিয়ে ফাইনাল দেখতে

শমিদীপ দত্ত

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** বাগডোগরা থেকে আহমেদাবাদ বিমানভাড়া সাধারণত ১০ হাজার টাকার মধ্যেই থাকে। বিশ্বকাপ ফাইনালের সুবাদে সেই ভাড়া শুক্রবার প্রায় ২৬ হাজার টাকায় পৌঁছে যায়। কিন্তু তাতে কী! তেরঙার টান যে বড় বালাই। সেই টানেই শিলিগুড়ির বেশ কয়েকজন এই টাকাতেই আহমেদাবাদগামী বিমানে চাপলেন। শনিবারের ভাড়া আরও বেশি। প্রায় ২৯ হাজার টাকা। রোহিত শর্মাদের হাতে বিশ্বকাপ দেখবেন বলে অনেকেই ২৬ হাজার দিয়ে আহমেদাবাদ চলে গেলেন শুক্রবার। রবিবার মেগা ফাইনাল। তার আগেই শিলিগুড়িতে ক্রিকেট জ্বরের পারদ চড়েছে। জায়েন্ট স্ক্রিন, প্রোজেক্টর লাগানো চলছে। তাসাপার্টি, আতশবাজি সব রেডি। স্রেফ ভারতের বিশ্বকাপ জেতার অপেক্ষা।

ফাইনালে বিরাটদের খেলা নিজের চোখে দেখবেন বলে শহরের বিদ্যাসাগরপল্লির মায়াঙ্ক কেডিয়া, খালপাড়ার নবীন ডালমিয়াদের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু টিকিট মিলবে কি না তা নিয়ে মনে বড়সড়ো সংশয়ও ছিল। তবে অনলাইনে টিকিট বুকিং ওপেন হতেই তাঁদের ভাগ্য খোলে। আর তারপরই মনোজ কেডিয়াদের মতো অনেকের মাঠে নেমে পড়া। পেশায় ব্যবসায়ী মনোজ বলছিলেন, 'আমাদের দলে ১০ জন রয়েছেন। খেলা দেখতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য শনিবার আমাদের আটজন সরাসরি আহমেদাবাদগামী বিমানে চাপছি।' মনোজদের দলের দুজন অবশ্য শুক্রবারই ওয়ান-স্টপ ফ্লাইটে সরাসরি বিমানে আহমেদাবাদে উড়ে যান। সেই দলের দুজনের একজন অবশ্য মায়াঙ্ক নিজেই। যুবকের কথায়, 'বাগডোগরা থেকে প্রথমে চেন্নাই যাই। সেখান থেকে আহমেদাবাদগামী বিমানে উঠি। পেছনের সিটে রবি শাস্ত্রী বসে ছিলেন। কয়েক ঘণ্টা বাদেই ফাইনাল। উত্তেজনায় আমরা রীতিমতো ফুটছি।'

আহমেদাবাদের বিমানভাড়া বর্তমানে সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের নাগালের বাইরে। এই পরিস্থিতিতে সৌগত চট্টোপাধ্যায় শুক্রবার ট্রেনে চাপলেন। গন্তব্য পাটনা। বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত এই যুবক বললেন, 'পাটনা থেকে বিমানে আহমেবাদাবাদে যাব। এতে কিছুটা হলেও পকেট বাঁচবে।' অনলাইনে ফাইনালের টিকিট মেলেনি। দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা সৌগত অবশ্য আত্মবিশ্বাসী, 'অত বড় স্টেডিয়ামে কি আমার মতো একজনের জায়গা হবে না? ওখানে গেলে একটা না একটা টিকিট ঠিকই পাব, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।' মূলত সৌগতদের এই উচ্ছ্বাসের জন্যই বিমানভাড়ার এভাবে চড়চড়িয়ে ওপরে ওঠা। শনিবার আহমেদাবাদগামী বিমানের ভাড়া ২৯ হাজার টাকা। অথচ সেদিন কলকাতা থেকে ২৮ হাজার টাকায় সরাসরি ফ্রান্সে যাওয়া যাবে। টিকিট বুকিং ব্যবসায়ী মনোজিৎ বিশ্বাস বলছিলেন, 'বাগডোগরা থেকে আহমেদাবাদগামী বিমানভাড়া সাধারণত ১০ হাজার টাকার মধ্যেই থাকে। কিন্তু ক্রিকেট-জ্বরের জেরে একধাক্কায় সেই ভাড়া অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে।'

এরপর বারোর পাতায়

আপনি কি সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত?
আজই পরামর্শ করুন
আমাদের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে
নিউলাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার
IVF IUI•ICSI
সেবক রোড, শিলিগুড়ি
✆740 740 0333

সাদা চোখে
সাদা কথায়

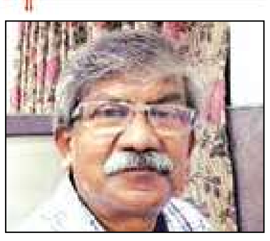

## কালো চুলের নেতা অনেক, কিন্তু চলার পথটা অজানা

গৌতম সরকার

দলের যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছিল, আবদুল রেজ্জাক মোল্লার তখন পরিচিত লব্জ ছিল, কালো চুলের মাথা চাই। সাদা চুলে দল বাঁচানো যাবে না। ঠোঁটকাটা রেজ্জাক তখনও সিপিএমে। ক্ষমতা কম ভোগ করেননি জীবনে। গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রিত্ব সামলেছেন। দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন। সরকার থেকে দল ছিটকে যেতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো নেতারা ছিলেন তাঁর নিশানায়। তাঁর সংলাপ 'হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে আসে' ফিল্মি ডায়ালগকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

কালো চুলের জোগান শুরু হওয়ার আগেই তিনি সিপিএম ছাড়লেন। যাদের দীর্ঘদিন শাপশাপান্ত করতেন, সেই তৃণমূলে নাম লেখালেন। তাঁর এলাকায় তৃণমূলে তখন কালো চুলের দাপাদাপি। আরাবুল ইসলাম, শওকত মোল্লা। তাঁরা রেজ্জাককে একচুল জায়গা ছাড়তে নারাজ। তৃণমূল সরকারে মন্ত্রিত্ব পেলেও তাই এলাকার সংগঠনে তিনি ব্রাত্য হয়ে রইলেন। দলের কাছে আরাবুল তখন তাজা নেতা। কম যান না শওকতও। রেজ্জাকের সাধের কালো চুলই তাঁর পথের কাঁটা হয়ে গেল।

তাজা রক্ত সবাই চায়। নতুন রক্তের খোঁজ চলে সব দলে। যে কোনও সংগঠনেও। যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষা ধার করা মন্ত্র, 'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা/ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ/আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য নবীন-প্রবীণের যুগলবন্দির পক্ষপাতী। মহিলাদেরও এগিয়ে রাখেন।

এরপর বারোর পাতায়

বেআইনিভাবে জমি বিক্রি

## আদালতের নির্দেশে ধৃত ব্যবসায়ী

জ্যোতি সরকার ও রাহুল মজুমদার

**জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** প্রথমে বেআইনিভাবে জমি বিক্রি ও পরে আদালতের কাছে তথ্য গোপন করায় বিচারপতিদের নির্দেশে হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ চত্বর থেকে শুক্রবার এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হল। সজ্জন আগরওয়াল নামে ওই ব্যক্তি শিলিগুড়ির বাসিন্দা। জালিয়াতির আরেক পান্ডা সুকদেব নিভ্রুতি যাদবকে গ্রেপ্তার করতে আদালতের নির্দেশে রাজগঞ্জ থানার বিশেষ তদন্তকারী দল মহারাষ্ট্রে যাচ্ছে। অন্যদিকে, এই ঘটনায় আদালতের কাছে তথ্য গোপনের অভিযোগে ঘটনার তদন্তকারী আধিকারিক রাজগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার সুব্রত গুণের বিরুদ্ধে আদালত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। অভিযোগ, সুব্রত গুরুত্বপূর্ণ এই মামলার নথি আদালতের কাছে পেশ করেননি। এডিজি নর্থবেঙ্গলকে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজগঞ্জ থানার আইসি পঙ্কজ সরকারের বক্তব্য, 'আদালতের নির্দেশমতো অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' তিনি এর বেশি কিছু বলতে চাননি।

হাইকোর্টকে বিভ্রান্ত করায় সার্কিট বেঞ্চের ডিভিশন বেঞ্চ সজ্জন ও তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপে রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ দিয়েছে। শুক্রবার সার্কিট বেঞ্চে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সাব্বার রোশেদি'র ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দেয়। পাশাপাশি, অভিযুক্তদের জামিন বাতিল করে দেওয়া হয়। আদালত সূত্রে খবর, আদালত চত্বরে অশ্লীল মন্তব্য করার জন্যে সজ্জনের বিরুদ্ধে আলাদা একটি মামলা দায়ের করা হচ্ছে।

ওই ব্যবসায়ী শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নেহরু রোডের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে খবর, তিনি জমির দালালি করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, রাজগঞ্জের হাতি মোড় সংলগ্ন এলাকায় কলকাতা নিবাসী প্রিয়ব্রত ঘোষের জমি রয়েছে। ২০১৬ সালে প্রিয়ব্রত সুকদেব নিভ্রুতি যাদব নামে এক ব্যক্তিকে জমির পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেন। অভিযোগ, ওই ব্যক্তি নিজেকে রাজগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা বলে পরিচয় দিয়ে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নেন। কিন্তু পরে প্রিয়ব্রত জানতে পারেন সুকদেব প্রকৃতপক্ষে মহারাষ্ট্র নিবাসী। একথা জানতে পারার পরই ২০১৭ সালে তিনি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বাতিল করেন। কিন্তু অভিযোগ, এই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেখিয়েই ওই ব্যক্তি আড়াই কোটি টাকার বিনিময়ে জমিটি বিক্রি করে দেন।

এরপর বারোর পাতায়

**অভিযুক্ত পুলিশ**

- বেআইনিভাবে জমি বিক্রি ও আদালতের কাছে তথ্য গোপন করায় ধৃত শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী
- শুক্রবার বিচারপতিদের নির্দেশে হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ চত্বর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার
- জালিয়াতির আরেক পান্ডাকে গ্রেপ্তার করতে হাইকোর্টের নির্দেশে পুলিশ মহারাষ্ট্রে যাচ্ছে
- আদালতের কাছে তথ্য গোপনের অভিযোগে এক পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

## রূপান্তরকামীরা সেনায়, চিন্তা করছে কেন্দ্র

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

**নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর :** অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে স্থান পেতে পারেন রূপান্তরকামীরাও। এই সম্ভাবনা নিয়ে ইতিমধ্যেই চিন্তাভাবনা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে এব্যাপারে এখনও কোনও স্পষ্ট দিশা ঠিক করা যায়নি। তাঁদের কীভাবে বাহিনীতে যুক্ত করা হবে, কোন ভূমিকায় রাখা হবে, এসব নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

বর্তমানে দেশের সশস্ত্রবাহিনীতে কোনও রূপান্তরকামী কর্মী নেই। তবে, গত ৩ অগাস্ট রাজ্যসভায় রিপোর্ট জমা দিয়েছে কর্মীবর্গ, আইন ও বিচারবিভাগীয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। সেখানে দেশের সশস্ত্রবাহিনীতে রূপান্তরকামীদের জন্য সংরক্ষণের কথা বিবেচনা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

সরকারি সূত্রের খবর, অগাস্ট মাসে প্রতিরক্ষামন্ত্রকের এক শীর্ষ বৈঠকের পর এবিষয়ে পদক্ষেপ শুরু হয়। একটি যৌথ স্টাডি গ্রুপ তৈরি করে প্রিন্সিপাল পার্সোনেল অফিসার্স কমিটি। সেই স্টাডি গ্রুপের প্রধান পদে বসানো হয় বাহিনীর মেডিকেল বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিককে। সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হলে রূপান্তরকামীদের সুরক্ষা সহ অধিকার সংক্রান্ত যে আইন রয়েছে, তা কীভাবে কার্যকর করা যাবে, তা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে সেই স্টাডি গ্রুপকে।

এই প্রিন্সিপাল পার্সোনেল অফিসার্স কমিটিতে রয়েছেন তিন বাহিনীর শীর্ষকর্তারা। সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল ব্রাঞ্চের তরফে রূপান্তরকামীদের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে ডিরেক্টরেটগুলির থেকে মতামত চাওয়া হয়েছে। তাঁদের কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, কী ভূমিকা থাকবে সব কিছু নিয়ে মতামত চাওয়া হয়েছে তাদের থেকে।

সবাই না হলেও একাধিক ডিরেক্টরেট ইতিমধ্যেই তাদের মতামত দিয়েছে। সূত্রের খবর, তাদের রিপোর্টে রূপান্তরকামীদের কোনও অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি জানানো হয়েছে। বরং এক্ষেত্রে বাহিনীর আধিকারিকদের কঠোর প্রশিক্ষণ এবং নিয়ম পালনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

জটিলতা আরও আছে। রূপান্তরকামীদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করলে তাঁদের বাড়ি এবং

এরপর বারোর পাতায়

পঞ্চায়েত ভোট

## নিহতদের পরিবারকে চাকরি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** পঞ্চায়েত ভোটে রাজনৈতিক হিংসার বলি হওয়া নিহতদের পরিবারের সদস্যদের চাকরি দেওয়ার বিষয়ে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিল। শুক্রবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে প্রস্তাব দেন। মন্ত্রীসভার সকল সদস্য সেই প্রস্তাবে সায় দেন।

গত পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্যে একের পর এক হিংসাত্মক ঘটনায় গোটা রাজ্য তোলপাড় হয়েছিল। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস নিহতদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এ নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছিল। রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘোষণার পর থেকে ভোটের দিন পর্যন্ত ৩৫ জন রাজনৈতিক হিংসার বলি হন। ভোটকর্মীরাও হামলার শিকার হয়েছিলেন। নবান্ন সূত্রে খবর, পঞ্চায়েত ভোটে রাজনৈতিক হিংসায় নিহতদের পরিবারের একজনকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে। চলতি মাসেই এই নিয়ে প্রশাসনিক প্রস্তুতি শুরু করতে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ও স্বরাষ্ট্রসচিব বিপি গোপালিকাকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। এই সঙ্গে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় মমতা প্রশাসনকে কড়া হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আসন্ন ছটপুজো ও জগদ্ধাত্রীপুজোয় যাতে রাজ্যের কোথাও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার মন্ত্রীদের জেলায় থাকতে মন্ত্রীসভার বৈঠকে মমতা নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই ছটপুজো হয়। হুগলির চন্দননগর, মানকুণ্ডু, ভদ্রেশ্বর ও নদিয়ার কৃষ্ণনগরে লক্ষ লক্ষ মানুষ জগদ্ধাত্রীপুজোয় মাতেন। পুজোর দশমী পর্যন্ত জেলার মন্ত্রী ও বিধায়কদের সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকতে বলা হয়েছে। রবিবার ছটপুজো পড়ায় সেই দিনের ছুটি সোমবার অর্থাৎ ২০ নভেম্বর দেওয়া হয়েছে। তাই সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে খুশির হাওয়া রয়েছে। হুগলি জেলার চন্দননগরের বিধায়ক রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে মুখ্যমন্ত্রী দশমী পর্যন্ত নিজের কেন্দ্রে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

এরপর বারোর পাতায়

একটি উদ্যোগ
Apollo DIAGNOSTICS & Horlicks Women's PLUS
প্রায় 90% মহিলার মধ্যেহ ভিটামিন ডি'র ঘাটতি দেখা যায়. এর ফলে হাড়ের ঘনত্ব (বোন্ ডেন্সিটি) ক'মে যেতে পারে
ভিটামিন ডি পরীক্ষা করান
₹1850 মাত্র টা.₹199-এ
যেকোনো অ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক্স পেশেন্ট কেয়ার সেন্টারে বা অ্যাপোলো ক্লিনিকে চ'লে আসুন আর এই পরীক্ষা করিয়ে নিন।
আরো জানতে হ'লে ফোন করুন 040 4444 2424
NEW
Horlicks Women's PLUS
BONE
Apollo 24|7
Offer valid from 15th Nov 2023 to 31st Dec 2023.

উৎসবের মেজাজে! ছট উপলক্ষ্যে ঘরে ফেরা। শুক্রবার পাটনা স্টেশনে। -পিটিআই

# ভবঘুরেদের ফেরানোই ব্রত তারাশংকরের

বাপ্পা মালি

**মালদা, ১৭ নভেম্বর :** কখনও কলকাতা, কখনও বিহার, কখনও বা উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের কোনও নাম না জানা গ্রামে পৌঁছে যান তিনি। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ভবঘুরেদের বাড়ি ফেরান। ইতিমধ্যে ২০০ জন ভবঘুরেকে উদ্ধার করে ঘরে ফিরিয়েছেন বছর সাতাশের যুবক তারাশংকর রায়। এই কাজে সাহায্য করেছে তাঁর টিমের সদস্যরাও।

হবিবপুর ব্লকের শিরশি গ্রামের তারাশংকর ছোট থেকেই বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। বাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে তিনজনের সংসার। শারীরিকভাবে বাবা অসুস্থ হওয়ায় সম্পূর্ণ সংসারের দায়িত্ব নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন তিনি। গোটা পরিবার সামলে মাঝেমধ্যেই খোঁজখবর নিয়ে নেমে পড়ে নাম না জানা বাড়ি ঘরহীন কিছু অসহায় মুখের উদ্ধারের কাজে। তৈরি করে ফেলেছেন একটি টিম।

তারাশংকরের টিমের কাজ কী ? সমগ্র টিম খোঁজখবর নিয়ে ভবঘুরেদের উদ্ধার করে তুলে দেয় পরিবারের হাতে। পরিবারের খোঁজখবর না মিললে কোনও হোম বা বৃদ্ধাশ্রমে রাখার ব্যবস্থা করে। কখনও কখনও সেই সুযোগটুকুও মেলে না, এই অসহায় মানুষগুলোকে নিয়ে পড়তে হয় বিপদে। তাই সেইসব ভবঘুরেদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য তারাশংকর ভাবনাচিন্তা করেছেন আইহোর শ্রীরামপুরের কাছে একটি হোম তৈরির।

তারাশংকর জানালেন, 'রাজ্যের মধ্যে তো বটেই এছাড়াও উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, মুম্বই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভবঘুরেদের উদ্ধার করেছি। অধিকাংশক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, কেউ পরিস্থিতির শিকার, কেউবা পারিবারিকভাবে নিগৃহীত হয়ে ভবঘুরে হয়েছেন। অনেকেই আমরা পরিবারের হাতে পৌঁছে দিতে পেরেছি, অনেককেই পারিনি, তখন তাঁদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। ভবিষ্যতে এদের জন্য একটা হোমের চিন্তাভাবনা চলছে।'

বাবা উমাশঙ্কর রায়ের কথায়, 'ছেলে ২০১৬ সাল থেকে মানুষের জন্য কাজ করছে। অত্যন্ত আনন্দ হয়, যখন দেখি ও সঠিক কাজ করছে। আবার মাঝেমধ্যে চিন্তাও করি, বাইরে যাচ্ছে কে কখন এদের আক্রমণ করে, ভয় লাগে, দুশ্চিন্তা হয় ছেলেকে নিয়ে। কিন্তু সামাজিকতার কাজে ওই এগিয়ে যাক, সকলের মঙ্গলে আসুক এটাই চাইব।'

কিন্তু কীভাবে চলে এই কাজ, এবিষয়ে তারাশংকরের সহকর্মী রকেট মণ্ডল জানায়, 'আমরা একসঙ্গে একটা টিম কাজ করি। বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের কাছে ফোন আসে। তখন তারাশংকর দার কথামতো আমরা সেখানে পৌঁছাই, তাঁদের উদ্ধার করি। সেক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় মানুষ আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। বহুবার বিভিন্ন জায়গায় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, যাঁদের উদ্ধার করতে গিয়েছি, তাঁরা আমাদের আক্রমণ করেছে। কিন্তু আমরা তবুও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, কখনই হাল ছাড়ি না।'

## আশ্রয়হীনদের জন্য হোম তৈরির ভাবনা যুবকের

এক ভবঘুরের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছেন তারাশংকর রায়।

# তাঁত চালিয়ে ফের মিস্টার দিনহাটা

প্রসেনজিৎ সাহা

**দিনহাটা, ১৭ নভেম্বর ঃ** বাবা-মা সহ তিন ভাইয়ের সংসার চালাতে তাঁত চালান ছোট আটিয়াবাড়ির লিটন বর্মন। আর এই তাঁত চালিয়ে দ্বিতীয়বার মিস্টার দিনহাটা খেতাব জিতলেন লিটন বর্মন। দিনহাটা মহামায়াপাট ব্যায়াম বিদ্যালয় পরিচালিত ৬২তম দ্য গ্রেটেস্ট শো'র পঞ্চম দিনের বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতায় ৬৫ কেজি ঊর্ধ্ব বিভাগে চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য চ্যাম্পিয়নস হয়ে মিস্টার দিনহাটা খেতাব জেতেন তিনি।

খেতাব জয়ী লিটন বর্মন।

বৃহস্পতিবার রাতে বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতার সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী সহ অন্যরা।

এদিনের ৬২তম দ্য গ্রেটেস্ট শো'র অনুষ্ঠানের পঞ্চম দিনের বডি বিল্ডিং- এর প্রথম গ্রুপে রনি দাস, বিপ্লব রায় ও মোহিনুল হক যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হন। দ্বিতীয় বিভাগে মন্নু হরিজন, অজয় দাস ও অমর বিশ্বাস যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন। তৃতীয় বিভাগে লিটন বর্মন, সুজিত বর্মন, রাহুল মিয়াঁ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন।

দএরপর চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য চ্যাম্পিয়ন্স লড়াইয়ে সবাইকে হারিয়ে লিটন বর্মন টানা দ্বিতীয়বার মিস্টার দিনহাটা খেতাব ধরে রাখেন। পাওয়ার লিফটিংয়ে স্ট্রং ম্যান অফ দিনহাটা হন সুজন বর্মন, ওয়েটলিফটিংয়ে স্ট্রংগেস্ট ম্যান অফ কোচবিহার হন সৌমেন বর্মন। এছাড়াও যোগাসনে সেরার সেরা হয়ে যোগসম্রাট হন শিবরূপ তালুকদার ও যোগসম্রাজ্ঞী হন অদ্রিজা রায়।

মহামায়াপাট ব্যায়াম বিদ্যালয়ের সচিব বিভুরঞ্জন সাহা বলেন, 'দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা লিটন অভাবের তাড়নায় গত দশ বছর থেকে সাহেবগঞ্জ রোডের এক তাঁতকলে তাঁতের কাজ করছেন। সেই কাজের ফাঁকে পাওয়া অবসর সময়ে শরীরচর্চা করতে আসেন বিদ্যালয়ে। গত তিন বছর থেকে লিটন এই প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।'

তবে বিভুরঞ্জন জানান, এই খেতাব জিতলেও লিটনের লক্ষ্য মিঃ ইন্ডিয়া খেতাব জয়। তাই এর জন্য যেরকম খাদ্যাভ্যাস প্রয়োজন, তার জোগান দেওয়া তাঁর পক্ষে সত্যিই অসুবিধের। তাই কেউ সহযোগিতা করলে অবশ্যই লিটন তার পরবর্তী লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন।

খেতাব জয়ের পর লিটন জানান, তিনি এখানেই থামতে রাজি নন, তাঁর লক্ষ্য মিঃ ইন্ডিয়া। তাই এর জন্য তিনি কঠোর অনুশীলন চালিয়ে যেতে চান। অনুষ্ঠান শেষে এদিন মিস্টার ইন্ডিয়া সঞ্জীব দাসের দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শনী হয়।

## কন্যার অন্নপ্রাশনে গাছের চারা বিলি

**সবং, ১৭ নভেম্বর ঃ** পরিবেশ নিয়ে বাড়ছে সচেতনতা। তাই বদলে যাওয়া বাংলায় ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করেছে সামাজিক অনুষ্ঠানের চরিত্রও। রক্তদান, গাছের চারা বিলির মতো নানা সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড মিশে যাচ্ছে বিয়েবাড়ি, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন পালনের অনুষ্ঠানে। পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ের দম্পতি দেবব্রত সাহু এবং তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণা এমনই এক নজির তৈরি করলেন। তাঁদের শিশুকন্যা দৃষ্ণার অন্নপ্রাশনে আমন্ত্রিতদের হাতে তুলে দিলেন একটি করে চারাগাছ। সাহু দম্পতির এই কাজ বাহবা পাচ্ছে সমাজের সর্বস্তরে।

সমাজ এবং প্রকৃতির মেলবন্ধনের উদ্দেশ্যেই তাঁদের এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমী দেবব্রত। তিনি বলেন, 'দৃষ্ণার অন্নপ্রাশনে আমন্ত্রিত সাড়ে চারশোর বেশি মানুষে হাতে একটি করে সফেদা গাছের চারা তুলে দিয়েছি আমরা।' এর জন্য খরচ হয়েছে প্রায় ৩০ হাজার টাকা। পরিবেশ রক্ষার তাগিদে সাহু দম্পতি যে কাজ করলেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।'

### সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৬১৫০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৬১৮০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৫৮৭৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ৭৩৭৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ৭৩৮৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে একমুঠো ধান কেটে বাড়ির পথে চাষি। শুক্রবার নলহাটির নবগ্রামে। -তথাগত চক্রবর্তী

# পরিবেশ রক্ষায় নদী আগলে ৫০০ দিন

**বসনিয়া, ১৭ নভেম্বর ঃ** একদিন, দু'দিন নয়, একেবারে ৫০০ দিন। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি যে, এই বিপুলা পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম এক কোণে নদী রক্ষায় এমন অসম্ভব কাজটিই করে দেখিয়েছেন একজন চল্লিশ বছর বয়সি মহিলা। তিনি গোল্ডম্যান এনভায়রনমেন্টাল প্রাইজ বিজেতা মাইদা বিলাল। বসনিয়ার এই মহিলা ও তাঁর সহযোদ্ধারা সবসুদ্ধ ৫০৩ দিন একটি নদীকে আগলে রেখে বসেছিলেন। যাতে সেখানে জলবিদ্যুৎকেন্দ্র হয়।

ব্যাপারটা তাহলে খোলসা করেই বলা যাক। বসনিয়া অ্যান্ড হারজেগোভিনা দেশটির অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে। এই অঞ্চলকে একত্রে বলা হয় 'বলকান অঞ্চল।' ক্রোয়েশিয়ারই অতি নিকট প্রতিবেশী এই বসনিয়া অ্যান্ড হারজেগোভিনা। নদী-জঙ্গলে ঘেরা এই দেশেরই এক ছোট্ট, অখ্যাত, গ্রাম্য নদীকে নিয়ে আমাদের এই গল্প। নদীর নাম ক্রুশচিশা। মধ্য বসনিয়ার ক্রুশচিশা পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে এই নদী গিয়ে মিশেছে লাসভা নদীতে। পর্বতের নামেই নাম হয়েছে নদীর। ইউরোপের শেষ তিনটি অবাধ প্রবাহিত নদী বা ফ্রি ফ্লোয়িং রিভারের মধ্যে অন্যতম এই ক্রুশচিশা। ফ্রি ফ্লোয়িং রিভার মানে, যে নদীর ওপর বসেনি কোনও বাঁধ, কিংবা তৈরি হয়নি কোনওরকম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প।

বসনিয়ার শাসনব্যবস্থার আইনি ফাঁক গলে প্রায়শই শুরু হয় অবৈধ নির্মাণ, রক্ত ঝরে প্রকৃতির নিজস্ব শরীরে। এই যেমন ক্রুশচিশা নদীর কথাই বলা যাক। শান্ত এই প্রবাহিনীর ওপরেও হঠাৎ জারি হল বাঁধ তৈরির আদেশ। দুটি বড় বাঁধ, একটি ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। অদ্ভুতভাবে এই পুরো অনুমতিটাই জোগাড় করা হয়েছিল বেআইনি উপায়ে। একটু আগে যেসব নদী-পাগল মানুষের কথা বলছিলাম, মাইদা বিলাল তাঁদেরই একজন। তাঁর গ্রামের নামও ক্রুশচিশা। এত সহজে যন্ত্রসভ্যতার গ্রাসে হারিয়ে যাবে শৈশবের স্মৃতি? ধ্বংস হয়ে যাবে এত প্রাচীন গাছের সারি? মানুষের অর্থলোভের শিকার হবে পাথরের খাঁজে খেলা করা ছোট ছোট মাছ?

না, মাইদা এত সহজে ছেড়ে দিলেন না। ২০১৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হল তাঁদের লড়াই। সবাইকে নিয়ে জোট বাঁধলেন মাইদা। নদীতে যাতে বাঁধ নির্মাণ না হয়, তার জন্য নদী পাহারা দেওয়া শুরু করলেন। ৫০৩ দিনের অবস্থানে পিছু হটলেন বাঁধ নির্মাণকারীরা। নদী থাকল মুক্ত।


ডব্লিউএসপি সিস্টেম, ইএমইউ/এমইএমইউ ট্র্যাকশন মোটর ইত্যাদির জন্য রিভাইজড ওয়্যারিং

নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং.: এনবি২৩৩৬২৭, তারিখ ১৫-১১-২০২৩। আইটেমের বর্ণনা: পিনিয়ন সহ ইএমইউ/এমইএমইউ ট্র্যাকশন মোটর টাইপ ৪৮-৪৫-৬, মেধা পার্ট নং: এসপিটিএসএ ০০৭ ১৩৩ আর ০৩১ -পি, প্রস্তুতকারক : মেধা [ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির সময় থেকে ৩০ মাস]। পিএল কোড (গ্রুপ): ৩১৭৫১৬৯০৬২৩; পরিমাণ: ৪ টি। বায়না মূল্য ...

www.ireps.gov.in

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়


# কেরলের পর কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে 'খেরোয়াল'

সজল দে

**মেখলিগঞ্জ, ১৭ নভেম্বর :** ঘরের ছেলের তৈরি সিনেমা এবার স্থান পেল কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও। এছাড়া রাজস্থানেও প্রদর্শিত হবে সিনেমাটি। এর আগে এটি কেরল চলচ্চিত্র উৎসব মাতিয়েছিল। এই নিয়ে টানা তিনটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে স্থান পেল উত্তম কামতির 'খেরোয়াল'। এই খবরে মেখলিগঞ্জজুড়ে খুশির পরিবেশ। কেরল যখন অতীত তখন নতুন করে খুশির খবর ৫ থেকে ১২ ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত ২৯তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'কম্পিটিশন অন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ মুভি' বিভাগে স্থান পেয়েছে উত্তমের খেরোয়াল। এমনকি আগামী বছরের জানুয়ারিতে রাজস্থানের জয়পুরে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও মনোনীত হয়েছে সিনেমাটি। পরপর তিনটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁর ছবি স্থান পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত উত্তম।

এর আগে কেরলের তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজ্য চলচ্চিত্র অ্যাকাডেমি আয়োজিত ২৮তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব কেরলে অনুষ্ঠিত হয় 'খেরোয়াল'। ওই উৎসবে 'ইন্ডিয়ান সিনেমা নাউ' বিভাগে দেশের মাত্র সাতটি সিনেমা প্রদর্শনের জন্য মনোনীত হয়েছিল। যার মধ্যে ছিল মেখলিগঞ্জের ছেলে উত্তম কামাতি পরিচালিত 'খেরোয়াল' ছবিটিও। উত্তম জানান, খেরোয়াল মূলত সাঁওতালি সিনেমা। এই সিনেমাটি ৮ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত চলচ্চিত্র উৎসব চলাকালীন ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত চলেছে।

মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের অধিকারীপাড়ার বাসিন্দা উত্তমের মা গৃহবধূ আর বাবা কমল কামাতি সরকারি চাকরিজীবী। এরকম পরিবারে বেড়ে ওঠা উত্তম কামাতি বাঁধাধরা ছকে না চলে নিজের সৃষ্টিশীল ভাবনাগুলো মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান। আর একাজে তাঁর হাতিয়ার সিনেমা। টেলিফোনে এক সাক্ষাৎকারে উত্তম কামাতি জানান, মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর দিনহাটা কলেজ থেকে তিনি স্নাতক হন। আঁকা ছেড়ে ফোটোগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা। ক্যামেরা যেন কথা বলে তাঁর সঙ্গে। প্রকৃতির বিভিন্ন ছবি তুলে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সম্মান তাঁর ঝুলিতে। চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, লন্ডন ও নিউইয়র্কের ফোটোগ্রাফি এগজিবিশনে তাঁর ছবি স্থান পেয়েছে। ২০১০ সালে টেলিভিশনে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ শুরু। তারপর একাধিক ছোট-বড় ছবিতে কাজ। তিস্তা ও হোপ নামে তাঁর তৈরি দুটো শর্ট ফিল্ম সাড়া ফেলে দেয়। নিজের বেড়ে ওঠা শহর মেখলিগঞ্জে শুটিং করা তিস্তা শর্ট ফিল্মটি শহরবাসীকে দেখানোর জন্য তিনি কথা ও গান ভবনে ব্যবস্থা করেছিলেন। ছবিটি সাড়া ফেলে দেয় শহরবাসীর মনে। আর হোপ শর্ট ফিল্মটি তো জার্মানি ও মেক্সিকোতে পুরস্কৃত হয়। শর্ট ফিল্মে সাফল্যের পরেই তিনি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি তৈরির কাজে হাত দেন। কেন সিনেমার তৈরির কাজে এলেন? উত্তরে উত্তম বলেন, 'সিনেমা এমন জায়গা যেখানে সমস্ত ভাবনাকে একত্রিত করা যায়। এই ভালো লাগা থেকেই সিনেমা তৈরির কাজে হাত দেওয়া।' অন্যদিকে, উত্তমের সাফল্যের হ্যাটট্রিকে খুশি তাঁর ছোটবেলার বন্ধু তন্ময় চক্রবর্তী থেকে দেবার্ঘ্য বিশ্বাসের মতো অনেকেই। ঘরের ছেলের আরও সাফল্য চাইছেন শহরবাসীও।

খেরোয়াল ছবির পোস্টার।

# অক্সফোর্ড পাশ যুবকের পোশাকের কারখানা

**ঢাকা, ১৭ নভেম্বর ঃ** সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের লাইভে এসে পণ্য বিক্রি নতুন কিছু নয়। কিন্তু আশিক খানকে এই কাজের জন্য কটু কথা শুনতে হয়। কারণ, তিনি যুক্তরাজ্যের পৃথিবী বিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে এসেছেন। 'অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করে ফেসবুক লাইভে কাপড় বিক্রি করে!' আশপাশের অনেকের বিদ্রূপ কথাই শুনতে হয়েছিল আশিককে। কিন্তু জেদ আর অধ্যবসায়কে হাতিয়ার করে লড়াই চালিয়ে যান তিনি। আজ তিনি সফল শিল্পপতি। তাঁর অধীনে ৩০০ কর্মী কাজ করেন। অনলাইনে যেমন আছে তাঁর উদ্যোগ, তেমনি আছে ছয়টি দোকান। আর আছে একটি তৈরি পোশাক কারখানাও। আশিক কথায়, 'আমার মা-ই আমার অনুপ্রেরণা। তাঁকে দেখে ব্যবসার অনেক কিছু শিখেছি।'


এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়া পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ



সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
মাথাভাঙ্গা ব্রাঞ্চ, পোঃঅঃ-মাথাভাঙ্গা
জেলা-কোচবিহার, পিন-৭৩৬১৪৬, পশ্চিমবঙ্গ

ইমেল : bmcooc0130@centralbank.co.in

পরিশিষ্ট-IV-এ [রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ...

| ব্রাঞ্চ/অ্যাকাউন্টের নাম/ঋণগ্রহীতা ও গ্যারান্টারদের নাম ও ঠিকানা | সম্পত্তির বিবরণ | ১৩(২) তারিখ বকেয়া পাওনা ১৩(৪) তারিখ | সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি জমার শেষ তারিখ | ই-অকশনের তারিখ ও সময় |
|---|---|---|---|---|
| মেসার্স আয়ুশি ... ব্রাঞ্চ : মাথাভাঙ্গা | [illegible] | ০১.১২.২০১৮ ... ২০.০৩.২০১৯ | [illegible] | ২৮.১২.২০২৩ |

সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীন রুল ৮(৬) এর অধীন বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের সেল নোটিশ

তারিখ : ১৮.১১.২০২৩
স্থান : মাথাভাঙ্গা

অনুমোদিত আধিকারিক
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া



### কর্মখালি

লিমিটেড কোম্পানিতে জেলাভিত্তিক সার্ভের কাজের জন্য ছেলে ও মেয়ে প্রয়োজন। স্থায়ী চাকুরি। নির্দিষ্ট বেতন। যোগাযোগ + WhatsApp : 8981960381. (K)

H.S. 'Field Officer-Despatch-N-Marketing'. H.Q.-Siliguri, Salary-12,500/-+Allowances+Incentives. WhatsApp Your CV at-9434401212 (Shantech) (C/108073)

শিলিগুড়িতে সিটি সেন্টারের পাশে Uttarayan Housing Society-তে সিকিউরিটি গার্ড চাই। থাকার সুব্যবস্থা আছে। বেতন-১০,৫০০ (১২ ঘণ্টা) টাকা। Ph-9674333228/8918844728. (K)

Walk-in Interview on 20-11-23 at 10 AM to 12 noon for a post of Female Office Asstt. Salary Rs. 6500/-. Principal, Siliguri Path Bhawan, Hakimpara, Siliguri. (C/112758)

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont :- (M) 96476-10774. (C/108216)

শিলিগুড়ির আশেপাশে ফ্যাক্টরিতে কাজ করার জন্য সিকিউরিটি সুপারভাইজার চাই। বেতন : 11,000/- টাকা, থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আছে। +OT. (M) 86950-90771, 90464-27575, 94346-03126. (C/108221)

Urgent Required Experience Staff (Male/Female) for Medicine Shop. Contact :- Ayushman Medico, Ganga Nagar, Siliguri. M :- 9832402052. (C/108224)

### অ্যাফিডেভিট

আমার জমির ডিড বুক নং 13777 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 27.9.23 সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবা Chandan Sahani এবং Chandra Sahani এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। -জগমোহন সাহানী, নতুনপাড়া, দেবীবাড়ি, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/107345)

গত 16-11-2023, নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sarneswar Roy, Mr. Sarneswar Roy এবং Sbarmeshbar Ray এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম-চান্দামারী, পোঃ পুটিমারী-ফুলেশ্বরী, থানা-কোতোয়ালি, জেলা-কোচবিহার। (C/107344)

### জ্যোতিষ

জ্যোতিষী, তন্ত্রগুরু আচার্য গর্গরাজ শাস্ত্রী এ মাসে ১৬ হইতে ১৮ তারিখ কোচবিহারে হোটেল ইলোরা। 74300-56093. (C/108211)

### হারানো/প্রাপ্তি

The original deed bearing no.-I 5382 for the year 1986 registered in the office of the A.D.S.R. Siliguri, was lost from my possession when I was coming from the BL & LRO Office, Matigara on 03/11/2023. If anyone finds it please contact me on my Mobile No. 8918210877. (C/112756)

রাজ জ্যোতিষীর সন্ধান
শিলিগুড়িতেই

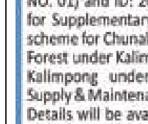

যে কোনও কঠিন সমস্যার সমাধানের সঠিক উপায় বলে দেন
ডঃ শিব শংকর শাস্ত্রী
অগ্রিম বুকিং বাঞ্ছনীয় (তন্ত্র সাধক)
নিজস্ব চেম্বার
গ্রিন ভ্যালি, সেভক রোড, শিলিগুড়ি
9002004418 / 9434043593

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE (1st Call)
e-Tender is invited by the Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Div, P.H.E. Dte., Kalimpong on behalf of Governor of West Bengal vide e-NIT No. eT/11/EE/NKWSMD OF 2023-24. (SL. NO. 01) and ID: 2023_PHED_602902_1 for Supplementary Piped water supply scheme for Chunabatti Bazar D.I.F & Lish Forest under Kalimpong-I Block District-Kalimpong under Neorakhola Water Supply & Maintenance Division PHE Dte. Details will be available in the website: wbtenders.gov.in The Last date for submission of tender is 29.11.2023 at 2.00 P.M. Sd/- for Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E. Dte. ICA-T23354(4)/2023


সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

**যৌন নিগ্রহের অভিযোগ**

# স্টেশন সুপারের জামিন খারিজ

**জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** পকসো আইনে অভিযুক্ত নিউ কোচবিহার স্টেশনের সুপারিন্টেন্ডেন্টের জামিনের আদেশ বাতিল করল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। শুক্রবার হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে এই রায় দিয়েছেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং মহম্মদ সাব্বার রশিদি। অভিযুক্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট শৈলেশ কুমারকে সাতদিনের মধ্যে কোচবিহার পকসো আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আত্মসমর্পণ না করলে পুলিশকে বিধি অনুসারে পদক্ষেপ করতে হবে।

স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার সৈকত চট্টোপাধ্যায় জানান, ২০২২ সালের ২৫ জুলাই দিল্লি থেকে ট্রেনে চেপে কানপুরে আসছিল ১৫ বছরের এক কিশোরী। কিন্তু ট্রেনে ওই কিশোরী ঘুমিয়ে পড়ে। নিউ কোচবিহার স্টেশনে আসার পর সে বুঝতে পারে নির্দিষ্ট স্টেশনে নামতে পারেনি। সেখানে নামার পর কিশোরী স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট শৈলেশের সঙ্গে দেখা করে। অভিযোগ, শৈলেশ কিশোরীর আধার কার্ড কেড়ে নেয়। পরে স্টেশনের নয় নম্বর লাইনে ফাঁকা ইঞ্জিনে কিশোরীকে তুলে যৌন নিগ্রহ করে। দুই আরপিএফ জওয়ান ওই জায়গায় চলে আসায় শৈলেশ পালিয়ে যায়।

পরে কিশোরী নিউ কোচবিহার জিআরপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পকসো আইনের ১০ ও ১২ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের হয়। ২৬ জুলাই শৈলেশ গ্রেপ্তার হয়। কোচবিহার পকসো আদালতে তাকে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া হয়। পরে রাজ্য সরকারের তরফে ওই জামিনের বিরোধিতা করে আবেদন করা হয়। কিন্তু পকসো আদালত জামিনের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে। এরপর রাজ্যের তরফে এই নিয়ে হাইকোর্টে আবেদন করা হয়।

সরকারি আইনজীবী জানান, কিশোরীর বয়ান ১৬৪ ধারায় রেকর্ড করা হয়েছে। ১৬১ ধারায় দুজন আরপিএফ জওয়ানের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে। কিশোরীর মেডিকেল রিপোর্ট রয়েছে। ডাক্তার তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, ধর্ষণের অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেস ডায়ারি না দেখে অভিযুক্তকে কীভাবে জামিন দেওয়া হল বলে প্রশ্ন তোলেন সরকারি আইনজীবী। এই মামলায় সহকারী সরকারি আইনজীবী ছিলেন বিশ্বরূপ রায়। শৈলেশের আইনজীবী সুদীপ গুহ জামিনের আদেশ বহাল রাখার জন্য সওয়াল করেন। উভয়পক্ষের সওয়াল শোনার পর ডিভিশন বেঞ্চ জামিনের আদেশ বাতিল করে দেয়।

# আগেও নেপাল হয়ে ভারতে আসেন শায়েস্তা

**কার্তিক দাস**

**খড়িবাড়ি, ১৭ নভেম্বর :** ছেলের বিচ্ছেদে অবসাদগ্রস্ত পাকিস্তানের শায়েস্তা হানিফ। লাগাতার সিআইডি সহ একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিশের জেরায় ক্লান্ত তিনি। শুক্রবার তাঁকে জেরা করেন সিআইডি ও রাজ্য গোয়েন্দাদের আধিকারিকরা। পাশাপাশি চলছে পুলিশি জেরাও। জেরায় উঠে আসছে তিনি পানিট্যাঙ্কি রুট হয়ে একাধিকবার অবৈধভাবে প্রবেশ করেছেন। সৌদি আরবের জেড্ডায় বিমানে ফেরার টিকিট থাকলেও এবার কিন্তু ভারতেই পাকাপাকিভাবে থাকতে চেয়েছিলেন শায়েস্তা ওরফে গৌরী। সোদপুরের দিদিও বোন গৌরীকে নিয়ে আক্ষেপ করেন।

অসমের শিলচরের প্রয়াত সুরেশ দে'র ছোট মেয়ে গৌরী। তারা নয় বোন ও এক ভাই। সোদপুরের এঞ্জেলেসনগরে তাঁর দিদি শীলার বিয়ে হয়। বিয়ের পর গৌরী বেশ কিছুদিন দিদির বাড়িতে ছিলেন। এরপর কর্মসূত্রে মুম্বই যান। সেখানে পাকিস্তানের স্বর্ণ কারিগর মহম্মদ হানিফের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এরপর প্রেম এবং ১৯৭৯ সালে উভয়ের বিয়ে হয়। বিয়ের পর হানিফ তাঁকে পাকিস্তানের করাচি নিয়ে যান। ভারতের গৌরী ধর্মান্তরিত হয়ে হন পাকিস্তানের শায়েস্তা। ১৯৮০ সালে ওই দম্পতি কর্মসূত্রে সৌদি আরবের জেড্ডায় চলে যায়। জেড্ডায় হানিফ একটি স্বর্ণ কোম্পানিতে কাজ করেন। শায়েস্তার শারীরিক সমস্যার জন্য কয়েক বছরের চেষ্টায় জীবনের শেষলগ্নে তিনি একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন যার নাম আরিয়ান। বর্তমানে তার বয়স ১১। তবে এরই মাঝে শায়েস্তা ও হানিফের সম্পর্কে ফাটল ধরে। তাঁর কিছু হলে আরিয়ানকে দেখবে কে? এই চিন্তাই শায়েস্তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। শায়েস্তা ভারতের ভিসা না পেয়ে নেপালের টুরিস্ট ই-ভিসা করে গত ৮ নভেম্বর ছেলে আরিয়ানকে নিয়ে বিমানে দিল্লি হয়ে কাঠমান্ডু আসেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পর গত বুধবার কাঁকরভিটা থেকে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি মেচি সেতু দিয়ে হেঁটে শায়েস্তা ও আরিয়ান ভারতে প্রবেশ করার সময় এসএসবি জওয়ানরা তাঁদের আটক করে। ভারতের ঢোকার ভিসা না থাকায় পুলিশ পাকিস্তানি মা ও ছেলেকে গ্রেপ্তার করে বৃহস্পতিবার আদালতে পাঠায়। নাবালক আরিয়ানকে শিলিগুড়ির একটি হোমে রাখা হয়েছে। শায়েস্তাকে তদন্তের স্বার্থে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

**অনুপ্রবেশ কাণ্ড**

- শায়েস্তাকে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ আদালতের
- পানিট্যাঙ্কি রুট হয়ে ভারতে প্রবেশ
- ইচ্ছা ছিল পাকাপাকিভাবে ভারতে থাকার

জানা যায়, শায়েস্তা নেপাল হয়ে এর আগেও ভারতে এসেছিলেন। ৭ ডিসেম্বর শায়েস্তা ও আরিয়ানের বিমানে কাঠমান্ডু থেকে মুম্বই হয়ে জেড্ডায় ফিরে যাওয়ার টিকিটও কাটা ছিল। কিন্তু তিনি ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভারতেই পাকাপাকিভাবে থাকতে চাইছিলেন। এদিকে সোদপুরের এঞ্জেলেসনগরে তাঁর দিদি শিলা রায়ের বাড়িতে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, 'গৌরী আমার ছোট বোন। বহুদিন নিরুদ্দেশ।' শিলাদেবীর ছেলে সঞ্জয় রায় বলেন, 'আমার যখন ৭ বছর বয়স তখন মাসি গৌরী দে এখানে থাকতেন। পরে কাজের সন্ধানে মুম্বই গিয়ে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। বর্তমানে কোনও যোগাযোগ নেই।' এই শায়েস্তা ওই গৌরী কি না তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিয়ের পর গৌরীদেবী সোদপুরের তাঁদের বাড়ি কোনওদিন আসেননি বলে সঞ্জয়বাবু দাবি করেন। পাকিস্তানি মা-ছেলে গ্রেপ্তারের বিষয়টি পুলিশের তরফে ফরেন কনসুলেট দপ্তরে জানানো হয়েছে। এদিকে মিলিটারি গোয়েন্দারাও পাকিস্তানি মহিলার বিষয়ে খোঁজখবর শুরু করেছে বলে জানা যায়। গোয়েন্দারা শায়েস্তার জবানবন্দির বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে জঙ্গি যোগের বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাইছেন।

# চালু হচ্ছে ২০ আসনের বিমান, আশ্বাস রবির

**গৌরহরি দাস**

**কোচবিহার, ১৭ নভেম্বর :** দীর্ঘ টালবাহানার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের উদ্যোগে চলতি বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে কোচবিহার-কলকাতা রুটে ৯ আসনের বিমান পরিষেবা চালু হয়। যা এখন পর্যন্ত নিয়মিতই চলছে। এবার ফ্লাই বিগ নামে একটি কোম্পানি কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে নতুন করে ২০ আসনের আরও একটি বিমান চালাবে। যদিও ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সামনে লোকসভা ভোটের জন্য তৃণমূলের তরফে প্রচারের চেষ্টা চলছে।

> আগেই ফ্লাই বিগ কোম্পানির সঙ্গে কথা বলা হয়েছিল। তারা গতমাসে কোচবিহারে এসে ভিজিট ও সমীক্ষা করে গিয়েছে। আশা করছি ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসের মধ্যে ২০ আসনের বিমান কোচবিহার-কলকাতা যাতায়াত করবে।
>
> – **রবীন্দ্রনাথ ঘোষ**, *চেয়ারম্যান, কোচবিহার পুরসভা*

এদিন রবি ঘোষ বলেন, 'অনেক আগে থেকে ফ্লাই বিগ কোম্পানির সঙ্গে কথা বলা হয়েছিল। তারা গতমাসে কোচবিহারে এসে ভিজিট করার পাশাপাশি সমীক্ষাও করে গিয়েছে। আশা করছি ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসের মধ্যে ২০ আসনের বিমান কোচবিহার-কলকাতার মধ্যে যাতায়াত করবে।' তিনি জানান, ৯ আসনের একটা বিমান কোচবিহার-কলকাতার মধ্যে চলাচল করছে। কিন্তু কোচবিহারে যা চাহিদা রয়েছে তাতে এতে পূরণ হচ্ছে না। ফলে এটা হলে কোচবিহার-কলকাতার মধ্যে দুটি বিমান চলাচল করলে কোচবিহারবাসীর সুবিধা হবে। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটক আসবেন। এতে পর্যটন বিকাশেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় রাজার শহর কোচবিহারে বিমানবন্দর থেকে নতুন করে এই বিমানটি চালু হলে কোচবিহারে পর্যটনের আরও বিকাশ ঘটবে। পাশাপাশি কোচবিহারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

এ বিষয়ে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কোচবিহার বিমানবন্দরের আধিকারিক মনোজ সরকার বলেন, 'এ ব্যাপারে কোনও আপডেট অফিশিয়ালি এখনও আমাদের কাছে নেই। তবে বিষয়টি আমি শুনেছি। হয়তো হতে পারে। এখনও আপডেট নিতে পারিনি। কোম্পানির কেউ এখনও আসেনি।'

# ভূত তাড়ানো উৎসব পালনে সাড়া নেই

**শ্রীবাস মণ্ডল**

**ফুলবাড়ি, ১৭ নভেম্বর :** গ্রামাঞ্চলে এখন আর আগের মতো ভূত তাড়ানো উৎসবে জোর নেই। কিছু বাড়িতে শুধু নিয়ম রক্ষার জন্য ভূত তাড়ানো উৎসব পালন করা হয়। 'ইচার মুইরা, বৈচার মুইরা। ভূত যায়রে দক্ষিণ মুইরা। ভালা আসে, ভুইল্যা যায়। মশামাছি দূর হয়। লক্ষ্মী আসে অলক্ষ্মী যায়।' প্রচলিত এই মন্ত্র উচ্চারণের পাশাপাশি কুলো বাজানোর শব্দে একসময় কার্তিক মাসের সংক্রান্তির সন্ধ্যা মুখরিত হয়ে উঠত। কিন্তু এখন আর সেরকম ছবি চোখে পড়ে না। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গ্রামবাংলার সংস্কৃতির অনেক কিছুই এখন বিলুপ্তের পথে। অনেকের আশঙ্কা, কিছু বছর পরে হয়তো গ্রামবাংলার ভূত তাড়ানো উৎসবও বিলুপ্তের তালিকায় নাম লেখাবে।

নমশূদ্র সহ বেশ কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে যুগ যুগ ধরে কার্তিক সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ভূত তাড়ানো উৎসব। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারি ও ফুলবাড়ির বিভিন্ন স্থানে শুক্রবার সন্ধ্যায় ভূত তাড়ানো উৎসব চোখে পড়েছে। ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা মতে, এই উৎসবের কথা উল্লেখ না থাকলেও মনের বিশ্বাসে যুগ যুগ ধরে গ্রামাঞ্চলে নমশূদ্র সহ বেশ কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে। তবে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই উৎসবে এখন অনেকটা ভাটা পড়ে গিয়েছে। অনেক বাড়িতে এখন এই উৎসব পালন করা হয় না। এই উৎসবে পরিবারের ছোট-বড় সকলেই অংশ নেয়।

দরিবশ ফুলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা তথা কবি বিপদভঞ্জন বিশ্বাস বলেন, 'গোটা কার্তিক মাস ব্রত পালন করে সারা বছরের সব ভুলকে কার্তিক সংক্রান্তির দিন তাড়ানো হয়।' সেই ভুলকে বোঝাতে ভূতের কুশপুতুল বানানো হয় পাটকাঠি দিয়ে। কচুপাতায় চিংড়ি, খলিসা মাছ, মশা, মাছি, মুড়িভাজার বালি, ধানের তুষ, বাসি ছাই কচুর পাতায় বেঁধে ভূতের মুণ্ডুহীন কুশপুতুলের গয়না তৈরি করা হয়। সন্ধ্যায় মুণ্ডুহীন কুশপুতুলে আগুন ধরিয়ে কুলো বাজিয়ে উচ্চঃস্বরে প্রচলিত মন্ত্র উচ্চারণ করে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে দৌড়ে ভূত তাড়ানো হয়। তিনি বলেন, 'মানুষের বিশ্বাস, এই উৎসব পালন করলে বাড়ির অশুভ শক্তি, মশামাছি ইত্যাদি দূর হয়। তাই যুগ যুগ ধরে কার্তিক সংক্রান্তির দিন এই উৎসব পালন হয়ে আসছে।'

*ভূতের কুশপুতুল পোড়াচ্ছে ছোটরা। শুক্রবার সন্ধ্যায় দরিবস ফুলবাড়িতে।*

তবে তাঁর আক্ষেপ, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই উৎসব থেকে মানুষ দূরে চলে যাচ্ছে। তাই এই উৎসব আর আগের মতো দেখা যায় না।

## ছটের উপচার দান

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৯ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ছটব্রতীদের ছটের উপচার দেওয়া হল। এছাড়া ৯ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের তরফেও ছটব্রতীদের উপচার দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

# জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রশাসন

## উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জের

**মহম্মদ হাসিম**

**নকশালবাড়ি, ১৭ নভেম্বর :** জমি দখলের খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হতেই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের নতুন ভবন তৈরির সিদ্ধান্ত বদল করা হল। শুক্রবার পঞ্চায়েত সমিতির অফিস খুলতেই সভাপতি আনন্দ ঘোষ বুধকরণজোতে যান। তিনি গোটা এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, যাঁরা জমি দখল করেছেন তাঁদের কেউই এলাকায় ছিলেন না। দ্রুত খোঁজ নিয়ে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষও জমি দখলের বিষয়ে খোঁজখবর নেন।

তিনি বলেন, 'সরকারি জমি দখল বরদাস্ত করা যাবে না। বেআইনিভাবে যাঁরা সরকারি জমিতে টিনের শেড বানিয়েছেন সেটা ভাঙতে হবে। আমি নকশালবাড়ি বিএলএলআরও-কে ঘটনার তদন্ত করতে বলেছি।'

এদিকে, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকেও বুধকরণজোতে গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয় সরানো হবে না বলে চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষকে পরিষ্কার জানানো হয়েছে, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও সদস্যই কার্যালয় সরাতে চাইছেন না। আনন্দবাবু জানান, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত রেজোলিউশন নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চিঠিও দিয়েছে তারা। তাই নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির আওতায় জমিটি রয়েছে। অন্যদিকে, যেখানে দোতলা ভবন রয়েছে সেটাও সাত মাসের মাথায় এক মহিলার নামে পাট্টা করা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠছে যেখানে ভূমিহীনদের পাট্টা দেওয়া হয়, সেখানে একজন প্রভাবশালী মহিলাকে সাত মাসের মাথায় কীভাবে পাট্টা ইস্যু করা হল।

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় সরানো নিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যরা কেউই একমত নন। তাই সভাপতিকে চিঠি দিয়ে আমরা জমি ফেরত দিয়েছি।' যদিও নকশালবাড়ির বিএলএলআরও বিপ্লব হালদার বলেন, 'বুধকরণজোতে সরকারি জমি রয়েছে, আমরা পরিদর্শন করে সেখানে বোর্ডও ঝুলিয়েছিলাম। কারা দখল করেছে, কাদের নামে পাট্টা হয়েছে, অফিস ছুটি শেষ হলেই তদন্ত করে দেখা হবে।'

> **সরকারি জমি দখল বরদাস্ত করা যাবে না। বেআইনিভাবে যাঁরা সরকারি জমিতে টিনের শেড বানিয়েছেন সেটা ভাঙতে হবে। আমি নকশালবাড়ি বিএলএলআরও-কে ঘটনার তদন্ত করতে বলেছি।**
>
> –অরুণ ঘোষ
> *সভাধিপতি, মহকুমা পরিষদ*

*পাখির চোখে শিলিগুড়ি। শহরের বুক চিরে ছুটে চলেছে ট্রেন। শুক্রবার শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনের কাছে ছবিটি তুলেছেন শান্তনু ভট্টাচার্য।*

## শর্টসার্কিটে নষ্ট টিভি, ফ্যান

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** এলাকায় গাছ কাটতে গিয়ে বিপত্তি। শর্টসার্কিটের জেরে শুক্রবার একাধিক বাড়ির টিভি, ফ্যান নষ্ট হওয়ায় অভিযোগের আঙুল উঠল রাজ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের বিরুদ্ধে। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিনগর এলাকায়। উত্তেজিত জনতা বিদ্যুৎ দপ্তরের গাড়ি আটকে দীর্ঘসময় বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ দাবি করেন।

শুক্রবার ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিনগরের আনন্দপল্লি এলাকায় রাস্তার গাছ কাটতে যায় বিদ্যুৎ দপ্তরের একটি গাড়ি। অভিযোগ, সেই সময় কর্মীদের গাফিলতিতেই ঘটে শর্টসার্কিট। ঘটনায় এলাকার অনেকের ঘরের টিভি, ফ্রিজ, কম্পিউটার সহ বিভিন্ন সামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়। স্থানীয় বিপুল সরকার, বণিক বর্মন, নিতাই ধরের মতো অনেকেই ঘটনার প্রতিবাদে বিদ্যুৎ দপ্তরের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান। সমীর সরকার বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ দপ্তরের ভুলে হয়েছে। আমরা বাসিন্দারা মিলে দপ্তরের ডাবগ্রামের অফিসে গিয়ে লিখিতভাবে বিষয়টা জানিয়েছি। যদিও কোনও আশ্বাস পাওয়া যায়নি।'

লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরই দপ্তরের এক আধিকারিক এলাকায় গিয়ে বিষয় নিয়ে খোঁজ শুরু করেন। হলে পালটা আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শান্তিনগরের বাসিন্দারা।

## বড়োমার প্রতিমা নিরঞ্জন

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** অবশেষে শিলিগুড়ি পুরনিগম থেকে জলের গাড়ি নিয়ে সেই জল দিয়েই বড়োমার প্রতিমা নিরঞ্জন করা হল। শুক্রবার প্রতিমার চারদিক ঢাকা দিয়ে নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হয়। হায়দরপাড়ার মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে এবারই প্রথম শিলিগুড়িতে নৈহাটির বড়োমার আদলে ২১ ফুটের প্রতিমা তৈরি হয়েছিল। এত বড় প্রতিমা নদীতে নিয়ে গিয়ে বিসর্জন দেওয়া অসম্ভব। সেই জন্য উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে দমকল বিভাগের কাছে জল দিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু অনুমতি না মেলায় শুক্রবার পুরনিগমের দুটি জলের ট্যাংক নিয়ে গিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হয়। এদিন দর্শনার্থীদের জন্য প্রতিমা নিরঞ্জন দেখার ব্যবস্থা না থাকলেও সেখানে প্রচুর মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন।

## বিজয়া সম্মিলনি

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** শুক্রবার দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের ওবিসি সেলের তরফে বিজয়া সম্মিলনির আয়োজন করা হল। এদিন সন্ধ্যায় জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা কংগ্রেস সভাপতি শংকর মালাকার, জীবন মজুমদার, কল্যাণ ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

## নভেম্বর বিপ্লব

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** শুক্রবার এসইউসিআই (দার্জিলিং জেলা) কমিটির তরফে নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদযাপন করা হল। এই উপলক্ষ্যে কোর্ট মোড়ে আয়োজিত পথসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক গৌতম ভট্টাচার্য, জয় লোধ, তন্ময় দত্ত প্রমুখ।

*ফাঁসিদেওয়ায় ছটঘাট তৈরি। শুক্রবার। ছবি : সৌরভ রায়*

# ছটপুজোয় উৎসবের আমেজ সীমান্তে

**ফাঁসিদেওয়া, ১৭ নভেম্বর :** ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এবং বাংলা-বিহারের সীমানায় ছটপুজোকে কেন্দ্র করে ফাঁসিদেওয়ায় উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তবে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মহানন্দা নদীতে এবছর জল না থাকায় সমস্যায় পড়েছেন ভক্তরা। ফাঁসিদেওয়া পুরোনো হাটখোলা এলাকা দিয়ে বয়ে চলা নদীতে দুই দেশের মানুষ ছটপুজো করেন। মহানন্দা ব্যারেজে জল ছাড়া না হলে কীভাবে পুজো হবে তা নিয়ে কপালে দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছে আয়োজক কমিটির।

ফাঁসিদেওয়া ছটপুজো কমিটির সম্পাদক সতীশকুমার গুপ্তা, সভাপতি মণীশ প্রসাদ, কোষাধ্যক্ষ তাপস দাসের কথায়, আমরা ঘাট তৈরির কাজ শুরু করেছি। তবে, নদীতে জল না থাকলে পুজো করা যাবে না। এমন সমস্যায় আগে পড়তে হয়নি। প্রশাসনের কাছে সমস্যা মেটাতে পুজোর দিন ব্যারেজে জল ছাড়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাসের কথায়, 'আগামীকালই মহানন্দা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব। জল ছাড়া সম্ভব না হলে বিকল্প ভাবা হবে।'

গত কয়েক বছর থেকে বাংলাদেশের কাশিমগঞ্জ এলাকার কিছু মানুষ এই নদীর ওই পাড়ে পুজো করছেন। এই দৃশ্য দেখতে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ ছটপুজোর সময় ফাঁসিদেওয়াতে ভিড় করেন। তবে, নদীতে জল না থাকায় ছট উৎসবের মরশুমেও মন ভার ছটব্রতীদের। বিএসএফ জওয়ানদের কড়া পাহারায় চলছে ছটঘাট তৈরির কাজ। অন্যদিকে, বিধাননগরের মালাগাছে চেঙ্গা নদীতে বাংলা-বিহার সীমানার দুই রাজ্যের মানুষ পুজো করে আসছেন। এবছর সেখানে এ রাজ্যের পুলিশের পাশাপাশি বিহার পুলিশও নিরাপত্তার জন্য মোতায়ন থাকছে।

ইতিমধ্যেই, ব্লক প্রশাসনের তরফে ছটঘাট পরিদর্শন করা হয়েছে। দুই রাজ্যের প্রশাসনিক আধিকারিকদের মধ্যে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। মূলত, সীমান্ত এলাকার এই সমস্ত ছটঘাটে অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে ইতিমধ্যেই বিশেষ নজরদারি রাখা হচ্ছে। পুজোর আগে দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার পরিদর্শনে আসতে পারেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর মিলেছে। বিধাননগর এবং ঘোষপুকুরে চেঙ্গা নদী ছাড়াও লিউসিপাকরিতে লেধাইমারি নদীতে ছটঘাট তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে।

সব জায়গাতেই এবছর ধুমধাম করে ছটপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। তবে, বিধাননগরে আন্তঃরাজ্য সীমান্তে ছটপুজো নিয়ে বিহারের প্রশাসনের বৈঠক কবে হবে তা এখনও নিশ্চিত নয়। ফাঁসিদেওয়ার রাজেশ ডোমের কথায়, 'দুই বাংলার মানুষ মহানন্দা নদীতে ছটপুজো করেন। এই দৃশ্য গোটা বছরের সেরা মুহূর্ত হয়ে থাকে। এখন আমরা জলের অপেক্ষায় রয়েছি।' বিধাননগরের রাহুল শা'র মন্তব্য, প্রতিবছরই পুজো হয়। আমাদের রাজ্যের পুলিশের পাশাপাশি, বিহারের পুলিশ প্রশাসন থাকবে। আশা করছি সমস্যা ছাড়াই পুজো মিটবে।

## ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার ১

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৫০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সমেত একজনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) এবং শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি সংলগ্ন পিঅ্যান্ডটি গলিতে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত রেজ্জাক হোসেন ইসলামপুরের বাসিন্দা বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। ধৃতের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশের কাছে খবর ছিল, এক ব্যক্তি ইসলামপুর থেকে মাদক ডেলিভারি দিতে বাইক নিয়ে শিলিগুড়ির দিকে আসছে। খবর পেয়ে এসওজির একটি দল অভিযুক্তর গতিবিধির ওপর নজর রাখে। এসওজি জানতে পারে, অভিযুক্ত জলপাই মোড়ের কাছে রয়েছে। এরপরই শিলিগুড়ি থানাকে সঙ্গে নিয়ে ওই এলাকায় হানা দেয় পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে হাতেনাতে ধরে অভিযুক্তকে।

## আয়াপ্পা মন্দিরে মণ্ডলাপুজো

**বাগডোগরা, ১৭ নভেম্বর :** বাগডোগরা আয়াপ্পা মন্দিরে মণ্ডলাপুজো শুরু হল শুক্রবার থেকে। দক্ষিণ ভারতীয়দের আরাধ্য দেবতা আয়াপ্পার পুজোকে কেন্দ্র করে বিশাল আয়োজন করা হয়েছে। মন্দির কমিটির সভাপতি বি মনোহরণ জানান, আজ থেকে মণ্ডলাপুজো শুরু হয়েছে। চলবে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ৭ জানুয়ারি আনন্দম। মকর সংক্রান্তির পুজো হবে ১৫ জানুয়ারি।

## বাউল উৎসব

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** কালীপুজো উপলক্ষ্যে বিধাননগরে ছয়দিনব্যাপী বাউল উৎসব শুরু হয়েছে। বিধাননগর যুব সংঘের উদ্যোগে হাইস্কুল ময়দানে আয়োজিত এই বাউল উৎসবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের লোকশিল্পীরা অংশ নিয়েছেন। বিধাননগর ছাড়াও ফাঁসিদেওয়া, ঘোষপুকুর, চোপড়ার পাশাপাশি বিহার থেকেও প্রতিদিন প্রচুর মানুষ এই বাউলগান শুনতে আসছেন।

## জগদ্ধাত্রীপুজো

**বাগডোগরা, ১৭ নভেম্বর :** ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত বাগডোগরা হিন্দু মিলন মন্দিরে জগদ্ধাত্রীপুজো এবং বার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। আশ্রমের মহারাজ স্বামী বিজিতাত্মানন্দজি জানান, ১৯ থেকে ২১ নভেম্বর জগদ্ধাত্রীপুজো হবে।

## ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত

**ফাঁসিদেওয়া, ১৭ নভেম্বর :** নদী থেকে বালি পাচারের সময় ২টি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। শুক্রবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর জগন্নাথপুর এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পুলিশ ট্র্যাক্টর দুটি আটক করে। পুলিশকে দেখে চালক পালিয়ে যায়।

# নকশালবাড়িতে বন্ধ ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণের কাজ

## একদিনে আক্রান্ত ৩ জন

**মহম্মদ হাসিম**

**নকশালবাড়ি, ১৭ নভেম্বর :** একদিনে তিনজন ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস মিলল নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিনগরে। একই এলাকায় তিনজন ডেঙ্গি আক্রান্তের খবর ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে।

ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণের জন্য নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে পাঁচ সদস্যের ভেক্টর কন্ট্রোল টিম রয়েছে। তাঁদের মধ্যে দুজন কর্মী বাড়ি বাড়ি স্প্রে করেন। বাকি তিনজন প্রতিটি সংসদে নিকাশিনালা পরিষ্কার করেন। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে যে, গত তিন মাস ধরে ভেক্টর কন্ট্রোল টিমের সদস্যদের মজুরি আটকে রেখেছে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। এঁদের মধ্যে তিনজন টাকা না পেয়ে কাজ ছেড়ে কেরলে পাড়ি দিয়েছেন।

তিন মাস ধরে মজুরি পাচ্ছেন না নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই কর্মীরা। তাই পেটের টানে নিকাশিনালার কাজ বন্ধ রেখে কেরলে পাড়ি দিয়েছেন সঞ্জু ওরাওঁদের মতো সেইসব কর্মীদের একাংশ। তাঁরা কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় এলাকায় আবর্জনা জমে থাকছে। গত সপ্তাহখানেক ধরে নিকাশিনালার আবর্জনা জমে এলাকাজুড়ে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। অভিযোগ, কর্মী না থাকায় নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ এলাকায় নিকাশিনালার আবর্জনা, নোংরা জল পরিষ্কার করা হচ্ছে না। যার ফলে বিভিন্ন এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। বাড়ছে মশামাছির উপদ্রব। রথখোলা এলাকায় রাস্তার উপর আবর্জনা জমে রয়েছে।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য পরিমল মজুমদারের অভিযোগ, 'বেশ কয়েকদিন ধরে সাফাইকর্মীরা কাজে আসছেন না। ফলে আবর্জনা রাস্তার উপর জমে রয়েছে। তা থেকে এমন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে যে বাসিন্দারা যাতায়াত করতে পারছেন না।' পরিমলের দাবি, 'আমি উপপ্রধানকে আবর্জনা পরিষ্কারের দাবি জানিয়েছি। তা সত্ত্বেও কেউ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অন্যান্য সংসদেও একই পরিস্থিতি।'

এব্যাপারে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষের অভিযোগ, 'ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণের কাজের ৫০ শতাংশ টাকা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ দেয়। সেই টাকা এখনও আসেনি। টাকা এলেই কর্মীদের দেওয়া হবে।'

এদিকে, যাঁরা বেতন পাচ্ছেন না, তাঁদেরই একজন সঞ্জু ওরাওঁ বলেন, 'প্রধান, উপপ্রধানকে বহুবার জানানো সত্ত্বেও টাকা পাইনি। তাই সংসার চালাতে কাজ বন্ধ রেখে কেরলে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে চলে এসেছি।'

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামীণ সম্পদকর্মীরা শুক্রবার ডেঙ্গি আক্রান্তদের বাড়িতে যান। এদিন এলাকার বাসিন্দাদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। প্রায় ৩৫ জন বাসিন্দার রক্তের নমুনা নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পতঙ্গ রোগ নিয়ন্ত্রণকারী দলের সুপারভাইজার সুকুমার সিংহ জানান, 'আমরা বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছি। সমস্ত রিপোর্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা করা হচ্ছে। কিন্তু যাঁরা জমা জল বের করে ডেঙ্গি মশার লার্ভা ধ্বংস করেন তাঁদেরই মজুরি আটকে দেওয়া হয়েছে। ফলে সমস্ত এলাকায় নিকাশিনালা সাফাইয়ের কাজ বন্ধ হয়ে পড়েছে।'

*ডেঙ্গি ধরা পড়তেই টুকরিয়া মোড়ে বাসিন্দাদের রক্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে।*

# স্কুল পরিদর্শক দপ্তর ঘিরে জঞ্জালের পাহাড়

**চোপড়া, ১৭ নভেম্বর :** ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজার এলাকার চোপড়া সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) দপ্তর। অফিসের সদর দরজা ঘেঁষে আবর্জনার স্তূপ জমতে থাকায় রীতিমতো দুর্গন্ধে অফিসকর্মী ও শিক্ষকদের নাকে রুমাল দিয়ে অফিসে যাতায়াত করতে হচ্ছে। বাজার এলাকার আবর্জনা আপাতত অফিসের সামনেই ঢালা হচ্ছে। কিন্তু কেন? স্থানীয় ব্যাবসায়ীদের একাংশের যুক্তি, অফিসের পাশের ওই অংশে বর্ষার জল পড়ে গর্ত তৈরি হয়েছে। গর্ত ভরাট করতেই সবাই সেখানেই আবর্জনা ফেলতে শুরু করেছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসনের এ বিষয়ে কোনওরকম ভ্রূক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

অন্যদিকে, চলতি বছরের শুরুতে সীমানা প্রাচীরের কাজ শুরু হয়। তিন দিক দিয়ে সীমানা প্রাচীরের কাজ শেষ হলেও অফিসের ডান পাশের প্রাচীরের কাজ অধরাই রয়ে গিয়েছে। অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, জমিজটে একপাশের প্রাচীরের কাজ আটকে পড়েছে। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে শিক্ষা দপ্তর থেকে তিন লক্ষ টাকা সীমানা প্রাচীরের জন্য বরাদ্দ হয়। চোপড়া বিডিও অফিসের মাধ্যমে চারপাশে সীমানা প্রাচীরের কাজও শুরু হয়। তিনদিক দিয়ে ঘেরা পড়লেও জমিজটে একপাশের কাজ করা যাচ্ছে না।

চোপড়া সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) বরুণ শিকদার অবশ্য বলেন, 'সদর গেটের পাশে আবর্জনা ঘিরে সমস্যা তৈরি হয়েছে। বিষয়টি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের নজরে আনা হচ্ছে। একপাশের জমিজটের জন্য সীমানা প্রাচীরের কাজ আটকে পড়েছে। বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে।'

## যুব মোর্চার সভায় ফ্রন্ট নেতৃত্ব

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা পাহাড়ে একক শক্তিতে লড়াইয়ের ক্ষমতা হারিয়েছে। এবার দলের যুব সংগঠন জনমুক্তি যুব মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবসে ইউনাইটেড ফ্রন্টের অধীনে থাকা দলের নেতৃত্বকেও ডেকে পাঠানো হল। শনিবার কালিম্পংয়ে মোর্চার এই সভায় ফোরামের সদস্যরাও উপস্থিত থাকবেন।

বিমল গুরুং, রোশন গিরিরা ২০০৭ সালের ৭ অক্টোবর গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নামে নতুন দল তৈরি করেছিলেন। সেই বছরের ১৮ নভেম্বর দলের যুব সংগঠন পথ চলা শুরু করেছিল। শনিবার কালিম্পংয়ের মাড়োয়ারি ভবনে দলের যুব সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান হচ্ছে। সেখানে যুব সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটিরও পুনর্গঠন করা হবে। এই সভায় মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং সহ দলের প্রথম সারির সব নেতা-নেত্রীই উপস্থিত থাকবেন। পাশাপাশি ওই সভাতেই সদ্যগঠিত ইউনাইটেড ফ্রন্ট ফর সেপারেট স্টেটের প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও সংগঠনকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সূত্রের খবর, ফ্রন্টের ১২ জনের একটি প্রতিনিধিদল শুক্রবারই কালিম্পং পৌঁছে গিয়েছে। শনিবার সকালে আরও নেতা-কর্মী কালিম্পং যাবেন।

প্রশ্ন উঠেছে, যুব মোর্চার সভায় হঠাৎ ইউনাইটেড ফ্রন্টের নেতাদের কেন আমন্ত্রণ জানানো হল? বিষয়টি নিয়ে মোর্চার কেউ মুখ খুলতে চাননি। তবে, এখন থেকে ফ্রন্টগতভাবেই পৃথক উত্তরবঙ্গ রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। শনিবারের সভা থেকেও আগামী বেশ কিছু কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে খবর।

## গোরু উদ্ধার

**ফাঁসিদেওয়া, ১৭ নভেম্বর :** গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অসমে পাচারের আগে ১০৮টি গোরু উদ্ধার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। ঘটনায় ২ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত সখপত আলম (২৪) এবং আবু সামা (২৪) উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। আরও দুজন পুলিশকে দেখে পালিয়ে যায়। শুক্রবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন মুরালীগঞ্জ এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে ৩টি লরি আটক করে। তল্লাশি চালাতেই গোরু উদ্ধার হয়। চালকদের কাছে লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ কোনও নথি ছিল না। পুলিশ গোরুবোঝাই লরি সহ চালকদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা অসমে গোরু পাচারের কথা স্বীকার করেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। এরপরই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে। উদ্ধার হওয়া গোরু খোঁয়াড়ে পাঠানোর পাশাপাশি পাচারে ব্যবহৃত লরিগুলি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। এদিন ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। এই পাচারচক্রে আর কারা জড়িত তা জানতে তদন্ত করা হচ্ছে বলে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের ওসি অনুপকুমার বৈদ্য মন্তব্য করেছেন।

## রাস্তার কাজ শুরু

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** বারবার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর টনক নড়ল প্রশাসনের। শুক্রবার ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পুঁটিমারির অর্ধসমাপ্ত রাস্তার কাজে হাত দিল ঠিকাদারি সংস্থা। যদিও কাজের মান নিয়ে এদিনও প্রশ্ন তুলে সরব হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

চলতি বছরের ৩০ এপ্রিল জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের তরফে ওই রাস্তার উদ্বোধন হয়েছিল। যদিও নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও রাস্তা তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়নি এখনও। এই নিয়ে অসন্তোষ ছিল বাসিন্দাদের মনে। এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবরও প্রকাশিত হয়েছিল। ঠিকাদারি সংস্থার তরফে বাপন নাগ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'বৃষ্টি ও পুজোর মরশুম চলে আসায় কাজে কিছুটা দেরি হয়েছে। তবে কাজের মানে কোনও খামতি নেই।' একই কথা বলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ দেবাশিস প্রামাণিক।

# হাতির পিঠে বসা জোড়া কার্তিকের পুজো আলিপুরদুয়ারে

*ডাঙ্গাপাড়ায় কার্তিকপুজো।*

**পল্লব ঘোষ**

**আলিপুরদুয়ার, ১৭ নভেম্বর :** শহর এলাকায় সেভাবে কার্তিকপুজো দেখা যায় না। তবে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের ডাঙ্গাপাড়ায় দুই-তিনটি বাড়িতে এখনও পরম্পরা মেনে কার্তিকপুজোয় শামিল হন মহিলারা।

এদিন সেখানে গিয়ে দেখা গেল, নৃপেন দাস, কল্পনা দেবনাথের বাড়িতে কার্তিকপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। বাড়ির মহিলারা পুজোর সামগ্রী আয়োজনে ব্যস্ত। নৃপেন দাস বলেন, 'পারিবারিক পরম্পরা অনুযায়ী ৭০-৮০ বছর ধরে বাড়িতে কার্তিকপুজো চলে আসছে। মায়ের কাছ থেকে আমার স্ত্রী পুজোর ভার পেয়েছিলেন। কয়েক বছর আগে আমার স্ত্রী প্রয়াত হন। কিন্তু তিনি মৃত্যুর আগে ছেলে ও বৌকে পুজোর দায়িত্ব দিয়ে যান।'

নৃপেনবাবু জানান, তাঁর স্ত্রী মারা যাওয়ার আগে মানত করেছিলেন, তাঁর ছেলে ও মেয়ের ঘরে যদি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে হাতির পিঠে বসে থাকা জোড়া কার্তিক ঠাকুরের পুজো করবেন। সেই অনুযায়ী এবছর তাঁরা জোড়া কার্তিক ঠাকুরের পুজো করছেন। নৃপেনবাবুর পুত্রবধূ নন্দিনী দাস বলেন, 'কার্তিকপুজোর জন্য বৃহস্পতিবার রাত থেকে উপোস করেছি। এদিন সকাল থেকেই পুজোর জন্য জোড়া কলসি রং দিয়ে তৈরি করা, ফল সাজানো সহ বিভিন্ন কাজ করা হচ্ছে। পাড়ার প্রায় ২০-২৫ জন মহিলা উপোস করে রয়েছেন। তাঁরা এদিন সন্ধের সময় নিজেদের বাড়ি থেকে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে আসবেন। পরের দিন ভোরবেলা সেই প্রদীপ নিয়ে বাড়িতে যাবেন।'

কল্পনা দেবনাথের বাড়িতে জোড়া কার্তিক মূর্তি দিয়ে পুজো না হলেও ময়ূরের পিঠে বসে থাকা কার্তিক ঠাকুরের মূর্তি দিয়েই পুজো হয়ে আসছে।

# ছটপুজোয় ভিনরাজ্যে চালান, রেকর্ড দরে আনারস

**রণজিৎ ঘোষ**

**বিধাননগর, ১৭ নভেম্বর :** সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে বিধাননগরের আনারস ৩২ টাকা কেজিতে বিক্রি হল। ছটপুজোর বাজারে এবার আনারসের চাহিদা এতটাই বেশি যে কৃষকরা পর্যাপ্ত জোগান দিতে পারছেন না। অভাবনীয় দাম পেয়ে আনারসচাষি থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, প্রত্যেকেই খুশি। আনারস ব্যবসায়ীদের সূত্রে খবর, গত দু'তিন বছর ধরে আনারসের ভালো দাম পাওয়ায় কৃষকদের অনেকে অন্য চাষ ছেড়ে আনারসে ঝুঁকছেন।

বিধাননগর আনারস মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নকুল ঘোষ বলেন, এবার কৃষক থেকে ব্যবসায়ী সকলেই আনারসের রেকর্ড দাম পেয়েছেন। গত বছরও যে আনারস ১৬-১৭ টাকা কেজি হিসাবে বিক্রি হয়েছে, এবার সেটিই ৩২ টাকা কেজি পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। ছটপুজো উপলক্ষ্যে এখান থেকেই এবারে বেশি পরিমাণে আনারস বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশে গিয়েছে। আগামী বছর এই সময় আরও বেশি আনারস বাজারে আসবে। কৃষকদের পাশাপাশি ব্যবসায়ীরাও লাভবান হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

দার্জিলিং জেলার বিধাননগর এবং উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া মিলিয়ে বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার হেক্টর জমিতে আনারস চাষ হয়। করোনা পরিস্থিতির জেরে মাঝে কয়েক বছর আনারসের বাজার খুব খারাপ থাকলেও ২০২১-এর শেষ থেকেই রপ্তানি বাড়ায় ফলের দাম আবার বাড়ছে। ফলে বিধাননগর, মুরালীগঞ্জ, কালাগছ, চোপড়া, কাঁচাকালীতে আনারস চাষের এলাকাও ধীরে ধীরে বাড়ছে।

তবে, এবার ছটপুজোয় আনারসের বিক্রি সর্বকালীন রেকর্ড গড়েছে। কিছু কৃষক এই বাজার ধরার জন্য আগাম ফলন পেতে রাসায়নিক প্রয়োগ করেছিলেন। শুধুমাত্র তাঁরাই ছটপুজোর বাজারে আনারস বিক্রি করে দ্বিগুণ লাভ করেছেন। বিপুল দাস, মনোজ বিশ্বাস, কানন ঘোষ সহ অন্য কৃষকরা বললেন, 'বুদ্ধি করে ছটপুজোর বাজার পেতে এবার আগাম রাসায়নিক প্রয়োগ করে ফলন পেয়েছি। গত বছরও ছটপুজোর সময় ১৬-১৭ টাকা কেজিতে আনারস বিক্রি হয়েছে। ভেবেছিলাম এবারও তেমনটাই হবে। কিন্তু এবার ২৯-৩২ টাকা কেজি হিসাবে ফল বিক্রি করেছি। এমনকি বাগানে ফল রয়েছে কি না তা জানতে চেয়ে ব্যবসায়ী এবং ফড়েদের কাছ থেকে আগাম ফোন আসছে। আগামী বছরও এই সময়ই বেশি ফলনের চেষ্টা করব।' অন্যদিকে চোপড়ার আনারসচাষি সুমন্ত মণ্ডল বললেন, 'আগে বুঝতে পারিনি যে ছটপুজোয় এত চাহিদা থাকবে। তাই আমরা মরশুমি ফলনের আশাতেই রয়েছি। এখন দেখছি ৩০-৩২ টাকা কেজিতে আনারস বিক্রি হচ্ছে। খুব খারাপ, সদ্য ফল এসেছে এমন আনারসও প্রচুর দামে বিক্রি হচ্ছে।'

আনারস মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকের বক্তব্য, 'গত বছর থেকেই বিধাননগরের আনারসের রপ্তানি বেড়েছে। উৎপাদনের চেয়ে চাহিদা অনেকটাই বেশি থাকায় ভালো দাম পাওয়া যাচ্ছে। এই দেখে প্রচুর কৃষক নতুন করে আনারস চাষ শুরু করেছেন। চায়ের পাশাপাশি আনারসকে কেন্দ্র করেও এই অঞ্চলের অর্থনীতি চাঙ্গা হতে শুরু করেছে।'

### বিধাননগরে খুশি চাষিরা

- সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে বিধাননগরের আনারস ৩২ টাকা কেজিতে বিক্রি
- গত বছরও আনারস ১৬-১৭ টাকা কেজি হিসাবে বিক্রি হয়েছে
- এবার সেই আনারসই ৩২ টাকা কেজি পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে
- কৃষকদের পাশাপাশি ব্যবসায়ীরাও লাভবান হবেন বলে মনে করা হচ্ছে

বিধাননগরে আনারস বাগান।

মাটিগাড়া বিডিও অফিস থেকে হালের মাথা পর্যন্ত বেহাল রাস্তা।

## অসমাপ্ত কাজে এজেন্সিকে টাকা

# একই রাস্তার দু'বার টেন্ডার নিয়ে বিতর্ক

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** একই রাস্তা তৈরির জন্য দু'বার টেন্ডার। শুধু তাই নয়, ওই টেন্ডারে একটি অতিরিক্ত রাস্তা ঢোকানো হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতের রাস্তাটি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। পাশাপাশি, কাজ না করেই একটি সংস্থাকে টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'ওই রাস্তাটি পথশ্রী প্রকল্প থেকে নেওয়া হয়েছিল। পরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর টেন্ডার করে। পথশ্রীর টেন্ডারপ্রাপ্ত এজেন্সি যেটুকু কাজ করেছে সেই টাকাই পাওয়ার কথা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতের রাস্তাটি মেরামত করার দাবিও রয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে টেন্ডার করে ফেলেছে। এখন আর এই রাস্তাটি ওই শিডিউলে ঢোকানো যাবে না। আমরা মহকুমা পরিষদ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতের রাস্তাটি করে দেব।'

> পথশ্রী প্রকল্পের কাজ স্টেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এসআরডিএ) থেকে করা হয়। ওই প্রকল্পের বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা যেটুকু কাজ করেছে সেটুকুই টাকা পাবে। বাকি কাজ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর করবে।
>
> **–অরুণ ঘোষ,** *সভাধিপতি, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ*

মাটিগাড়া ব্লকের আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিডিও অফিসের সামনে থেকে হালের মাথা পর্যন্ত রাস্তাটি বহুদিন ধরেই বেহাল। ওই রাস্তা দিয়ে দিনরাত বালিবোঝাই ডাম্পার চলাচলের জেরেই রাস্তাটি আরও বেহাল হয়েছে, এমনই অভিযোগ। গত বছর পথশ্রী প্রকল্পে ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ করে এই রাস্তাটি তৈরির কাজ শুরু হয়। এজেন্সি এলাকায় গিয়ে কাজ শুরুও করে। আর্থমুভার নামিয়ে গোটা রাস্তাটি সমান করা হয়। কিন্তু তার পরে আর কোনও কাজ হয়নি। এরই মধ্যে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর বিডিও অফিস থেকে হালের মাথা পর্যন্ত রাস্তাটির জন্য ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। পুরো রাস্তাটি পেভার ব্লক দিয়ে তৈরির জন্য টেন্ডার করা হয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে, একই রাস্তা দু'বার কীভাবে টেন্ডার হল? সরকারি একটি সূত্রেরই দাবি, পথশ্রী প্রকল্পের বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সি পুরো কাজ না করেই ইতিমধ্যেই টাকা পেয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাস্তাটি বিডিও অফিস থেকে হালের মাথা পর্যন্ত কাজ হওয়ার কথা। কিন্তু সেই টেন্ডারেই আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস হয়ে নরসিংহ বিদ্যাপীঠের সামনে দিয়ে এশিয়ান হাইওয়ে পর্যন্ত রাস্তাটিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অথচ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য বাকি ১৫০ মিটার রাস্তা কেন সারাই হচ্ছে না বলে প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীরা প্রভাব খাটিয়ে পঞ্চায়েতের সামনের রাস্তাটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদিন এই রাস্তা ধরেও প্রচুর পড়ুয়া, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা যাতায়াত করেন। কিন্তু সেই রাস্তাটি মেরামতির দিকে কারও নজর নেই। দ্রুত সমস্যা মেটাতে হবে হবে বলে দাবি জোরালো হয়েছে।

২১ হাত শ্যামা মায়ের বিসর্জন। ইসলামপুরে আমবাগান কলোনিতে। শুক্রবার রাজু দাসের তোলা ছবি।

# মেলা কমিটির বিরুদ্ধে জুয়া চালানোর অভিযোগ

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** মেলায় জুয়ার আসর বসানোর অভিযোগে মেলা কমিটির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে চলেছে আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনাটি আমবাড়ি ফাঁড়ি এলাকার আদর্শপল্লির। অভিযোগ, কালীপুজোর পর বৃহস্পতিবার মিলনমেলা বসেছিল আদর্শপল্লি এলাকায়। পুলিশের তরফে জুয়ার কোনও অনুমতি দেওয়া না হলেও কয়েক জায়গায় জুয়ার আসর বসানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ অভিযানে যায়। কিন্তু পুলিশকে দেখে সব পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তবে মাঠে পড়ে থাকা জুয়ার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে আসে পুলিশ। এরপরেই মেলা কমিটির বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার রাতে ফুলবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় মেলায় জুয়ার আসর বসানোর অভিযোগ পেয়ে সেখানে যায় এনজেপি থানার পুলিশ। অভিযোগ, পুলিশ পৌঁছাতেই জুয়ার কারবারিরা পুলিশকে ঘিরে ধরে। খবর পেয়ে এনজেপি থানার আরও পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছাতেই অভিযুক্তরা সেখান থেকে পালাতে শুরু করে। ওই সময় সন্ন্যাসীকাটার বাসিন্দা একজনকে গ্রেপ্তার করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। শিলিগুড়ির এডিসিপি সুভেন্দ্র কুমারের বক্তব্য, 'গত কয়েকদিনে অন্তত ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিয়মিত বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হচ্ছে।'

> দল এবং প্রশাসনকে বদনাম করার জন্যে এসব বলা হচ্ছে। আমি নিজে কয়েক জায়গায় মেলার উদ্বোধন করেছি। কিন্তু কোথাও জুয়া হয়নি। প্রশাসন সজাগ রয়েছে।
>
> **–দেবাশিস প্রামাণিক** *তৃণমূল নেতা, ফুলবাড়ি*

দুর্গাপুজোর পর থেকেই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন মেলা বসতে শুরু করেছে। অভিযোগ, শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রশাসনিক মদতেই চলছে এই সমস্ত মেলাতে জুয়ার আসর। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'সবটাই চলছে তৃণমূলের মদতে। সঙ্গে রয়েছে পুলিশ প্রশাসনের মদত।' প্রায় একই অভিযোগ রয়েছে সিপিএমের তরফেও। দলের ফুলবাড়ি এরিয়া কমিটির সম্পাদক দেবাশিস অধিকারীর বক্তব্য, 'তৃণমূলের আমলে দুষ্কৃতীরা এভাবে করে খাওয়ার পথ খুঁজে নিয়েছে। গত কয়েকটি মেলায় অবাধে জুয়ার আসর বসেছে।'

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ফুলবাড়ির তৃণমূল নেতা দেবাশিস প্রামাণিক। তাঁর বক্তব্য, 'দল এবং প্রশাসনকে বদনাম করার জন্যে এসব বলা হচ্ছে। আমি নিজে কয়েক জায়গায় মেলার উদ্বোধন করেছি। কিন্তু কোথাও জুয়া হয়নি। প্রশাসন সজাগ রয়েছে।'

## ঘাট সংস্কারের দাবি

**চোপড়া, ১৭ নভেম্বর :** সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুফলগছ তিনমাইল রোড সুখচরঘাট এলাকায় ঘাট সংস্কারের দাবিতে সরব হলেন ছটব্রতীরা। অভিযোগ, ঘাট সংস্কারের ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসনের কোনওরকম ভ্রূক্ষেপ নেই। কয়েক বছর ধরে প্রতিবার পুজোর আগে ঘাট সংস্কারের বিষয় নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েও লাভ হচ্ছে না বলে অভিযোগ। স্থানীয় শতাধিক পরিবার ঘাটের সমস্যায় উদ্বিগ্ন। শুক্রবার একাংশ বাসিন্দা স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রুবি খাতুন অবশ্য ঘাট সাফাইয়ের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন।

## অস্বাভাবিক মৃত্যু

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল রাজগঞ্জের মহেন্দ্রনগরে। মৃতের নাম অশোক শীল (৫৫)। সাইনবোর্ড লেখার পেশায় যুক্ত ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি বাড়ি ফেরেন। কিছুক্ষণ বাদেই বিশ্রামের জন্য নিজের ঘরে যান। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ তাঁর সাড়াশব্দ না পেয়ে পরিবারের লোকেদের সন্দেহ হয়। ঘরে গিয়ে অশোকের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান তাঁরা। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শুক্রবার রাজগঞ্জ থানার তরফে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## ফাঁকা বাড়িতে চুরি

**চোপড়া, ১৭ নভেম্বর :** চোপড়া থানা এলাকার তিনমাইল হাট রেলওয়ে স্টেশনে পাশাপাশি দুটি কোয়ার্টারে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শুক্রবার এ ব্যাপারে চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। কঙ্কণ বিশ্বাস নামে এক কর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে, তিনদিনের পুজোর ছুটি কাটিয়ে এদিন ফিরেই দেখেন ঘরের সব জিনিসপত্র চুরি গিয়েছে। একইভাবে পাশের অন্য আরেকটি কোয়ার্টারে চুরির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

## অন্য সংস্করণের খবর

### ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার ব্যবসায়ীর

**কোচবিহার**

**দেওয়ানহাট ও দিনহাটা, ১৭ নভেম্বর :** বৃহস্পতিবার রাতে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বলরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক ছানা ব্যবসায়ীর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হল। ওই ব্যবসায়ীর নাম সুব্রত ঘোষ ওরফে রাজীব (৩২)। বাড়ি দিনহাটা মহকুমার নাজিরহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর গাওচুলকা গ্রামে। মৃতের পরিবার ও এলাকাবাসীর দাবি, সুব্রতকে খুন করা হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে ও ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে তাঁরা শুক্রবার সকালে টায়ার জ্বালিয়ে কৈনামতি সেতু সংলগ্ন এলাকায় বলরামপুর-নাজিরহাট রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। দীর্ঘক্ষণ পর পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধন্দে রয়েছে ব্যবসায়ীর পরিবার থেকে পুলিশও।

সুব্রতর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই তিনি তুফানগঞ্জ, শালডাঙ্গা, বক্সিরহাট ইত্যাদি এলাকার মিষ্টির দোকানে ছানা সরবরাহ করতেন। বৃহস্পতিবার রাতে তুফানগঞ্জের একটি দোকানে ছানা দিয়ে বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে বলরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামাত শেওরাগুড়ি এলাকার একটি চাষের জমি থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়।

সুব্রতর স্ত্রী রূপালি বলেন, 'গতকাল রাত ১১টা নাগাদ ওকে ফোন করে মেয়ের জ্বরের ওষুধ আনতে বলেছিলাম। ওই শেষ। তারপর আর কোনও কথা হয়নি। কারা আমাদের এত বড় ক্ষতি করল তা বুঝতে পারছি না।'

### জহরকে নিয়ে দুই দলের টানাটানি

**আলিপুরদুয়ার**

**আলিপুরদুয়ার, ১৭ নভেম্বর :** তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই জহর মজুমদারের বাড়িতে 'আমন্ত্রণ' নিয়ে হাজির কংগ্রেসের নেতারা। কীসের আমন্ত্রণ? কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ। যদিও সেই প্রস্তাবে শুক্রবার না করে দিয়েছেন জহর। তবে কংগ্রেসে যে কোনও আন্দোলন বা কর্মসূচিতে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। একসময়কার তৃণমূলের আদি নেতা জহরকে দলে টানতে কেবল কংগ্রেসই নয়, আগ্রহী বিজেপিও। পদ্ম শিবিরের নেতারা অবশ্য জহরের বাড়িতে পৌঁছে যাননি। তবে বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি মনোজ টিগ্গা বলেছেন, 'জহরবাবু তৃণমূল কংগ্রেসের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। রাজ্যে তৃণমূলের বিকল্প বিজেপি। তিনি তৃণমূল শাসনের অবসান চাইছেন। তাই জহরবাবুর মতো একজন অভিজ্ঞ আইনজীবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শকে আমরা ভবিষ্যতে কাজে লাগাব।'

### হঠাৎ বাগানে নেই মালিকপক্ষ

**জলপাইগুড়ি**

**বানারহাট, ১৭ নভেম্বর :** অন্যান্য দিনের মতোই শ্রমিকরা শুক্রবার সকালে দেবপাড়া চা বাগানে কাজে শামিল হয়েছিলেন। তবে বাগানে মালিকপক্ষের কাউকে দেখতে না পেয়ে তাঁদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়ায়। বাগান বন্ধ হতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁরা প্রায় ছয় কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে বানারহাট থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। টানা চার ঘণ্টা ধরে শ্রমিকরা থানার সামনে ধর্না চালান। সমস্যা মেটাতে মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলা হবে বলে বানারহাট থানার আইসি শান্তনু সরকার শ্রমিকদের আশ্বাস দিলে ধর্না ওঠে।

# তিন দোকানে চুরি

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** একরাতে পাশাপাশি তিন দোকানে চুরির ঘটনায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠাকুরনগর রেলগেট এলাকায়। প্রায়শই ছিঁচকে চোরের দল এলাকায় এসব করে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

বৃহস্পতিবার রাতে ঠাকুরনগর রেলগেট এলাকার ব্যবসায়ীরা নিজের নিজের দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান। শুক্রবার সকালে চুরির ঘটনাটি তাঁদের নজরে আসে। চুরি হয়েছে একটি ইলেক্ট্রনিক্সের দোকান, একটি মুরগির মাংসের দোকান সহ আরও একটি দোকানে। ইলেক্ট্রনিক্সের দোকানে টিনের চাল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে দুষ্কৃতীরা। দোকানের মালিক যাদব সিংহ বলেন, 'দোকানের নতুন বেশ কিছু যন্ত্রাংশ নিয়ে গিয়েছে চোরের দল।' বেশ কয়েক হাজার টাকার লোকসান হয়েছে বলে তাঁর দাবি।

এছাড়াও মুরগির মাংসের দোকানে রাখা একটি গ্যাস সিলিন্ডার সহ নগদ কয়েকশো টাকাও চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ। পার্শ্ববর্তী রাস্তা থেকে জলের কলও চুরি করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা রমেশ বর্মন বলেন, 'মাঝেমধ্যেই এলাকায় এমন ঘটনা ঘটছে। প্রশাসনকে যথাযথ পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।'

# ধৃতদের ৮ দিনের রিমান্ড

**খড়িবাড়ি, ১৭ নভেম্বর :** ভারত-নেপাল সীমান্তে ধৃত দুই মাদক কারবারি যুবককে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠাল খড়িবাড়ি পুলিশ। ধৃতদের নাম মহম্মদ রহিম ও মহম্মদ আনসারি। আনসারির বাড়ি ফাঁসিদেওয়ার লিউসিপাকরিতে। অপরদিকে রহিম বুড়াগঞ্জের কিলাঘাটা এলাকার বাসিন্দা।

খড়িবাড়ি পুলিশ ও পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের যৌথবাহিনী গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ পানিট্যাঙ্কি নিউ মার্কেট এলাকায় সন্দেহভাজন একটি বাইককে আটক করে। বাইকটিতে তল্লাশি চালিয়ে বাইকের ডিকি থেকে উদ্ধার হয় ২৫৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার।

ধৃতরা পানিট্যাঙ্কিতে মাদক বিক্রি করতে এসেছিল বলে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারে। রাতেই ধৃতদের খড়িবাড়ি থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ৮ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বলে খড়িবাড়ি থানার ওসি সুদীপ বিশ্বাস জানিয়েছেন।

# এখনও পিচলায় পড়ে প্রতিমার কাঠামো

**সৌরভ রায়**

**ফাঁসিদেওয়া, ১৭ নভেম্বর :** প্রতিমা নিরঞ্জনের পর নদী পরিষ্কার করা হলেও, ফের আবর্জনায় অবরুদ্ধ ফাঁসিদেওয়ার হার্টলাইন পিচলা। অভিযোগ এখনও নদীতে পড়ে রয়েছে কাঠামো, মাটির তৈরি প্রতিমা এবং পুজোর ফুল সহ বিভিন্ন সামগ্রী। তাতে নদী দূষণ হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রশাসনের তরফে নদী পরিষ্কার করার পর ফের এমন ঘটনায় ক্ষুব্ধ পরিবেশপ্রেমীরা। যদিও, ব্লক প্রশাসনের তরফে ফের দ্রুত নদী পরিষ্কারের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাসের সংযোজন, সাধারণ মানুষকেও নদী পরিষ্কার রাখার বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

এই নদীতেই ভাসানের সময় শুধু প্রতিমা নয়, পুজোয় ব্যবহৃত অনেক কিছুই ফেলে দেওয়া হয়। প্লাস্টিক ওই নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে অনেকেরই অভিযোগ। পিচলা নদীর সেতু পেরিয়েই গোয়ালটুলি দিয়ে ফাঁসিদেওয়া প্রবেশ করতে হয়। বিশিষ্ট মহলের মত, নদী দূষণের পাশাপাশি, ফাঁসিদেওয়া প্রবেশের সময় তা দৃষ্টিকটুও লাগছে। যা গ্রামীণ এলাকার স্বাভাবিক পরিবেশে দৃশ্য দূষণও করছে। সারাবছর পিচলা নদীর ওই অংশ তেমন খরস্রোতা না হওয়ায়, কিছু জায়গায় নদীর গতিপথও রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এই বিষয়টি নিয়ে পরিবেশপ্রেমী মহলও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। স্থানীয় এক পরিবেশপ্রেমী তথা সমাজসেবী সংগঠনের কর্মীর কথায়, ক্লাব কর্তৃপক্ষ নদীতে বিসর্জন করছে। তাদেরই পরিবেশের কথা মাথায় রেখে কাঠামো তুলে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। সেইসঙ্গে প্রশাসনের উদাসীনতাও রয়েছে। এই কারণে নদী দূষণ রুখে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অবিলম্বে, দ্রুত নদী পরিষ্কারের দাবি তোলা হয়েছে। ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বলেন, পুজোর সামগ্রী তুলে পরিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

> সাধারণ মানুষকেও নদী পরিষ্কার রাখার বিষয়ে সচেতন হতে হবে। পুজোর সামগ্রী তুলে পরিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
>
> **– বিপ্লব বিশ্বাস,** *বিডিও ফাঁসিদেওয়া*

দূষণে জর্জরিত পিচলা।

চলচ্চিত্র প্রযোজক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রয়াত হন ১৯৭৮ সালে আজকের দিনে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী বটুকেশ্বর দত্তর জন্ম ১৯১০ সালে আজকের দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
শনিবার, ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৭৯ সংখ্যা

## অন্তর্দ্বন্দ্বের বাধা

রাজস্থানে বিধানসভা ভোটের মুখে দলের অন্দরের কলহ সবথেকে বড় কাঁটা কংগ্রেসের। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এবং প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলটের সম্পর্কে যে ফাটল পাঁচ বছর আগে তৈরি হয়েছিল, তা এখনও পুরোপুরি মেরামত হয়নি। সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেরা মরুরাজ্যের দুই নেতার সম্পর্ক মসৃণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন ঠিকই, কিন্তু ক্ষমতার অলিন্দে কার প্রভাব বেশি থাকবে, তা নিয়ে দুই নেতার টানাপোড়েনে ইতি টানতে পারেননি। যার ফল ভুগছে কংগ্রেস। গোষ্ঠীকোন্দলে জেরবার বিজেপিও। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া এখনও রাজস্থানে বিজেপির সবথেকে গ্রহণযোগ্য মুখ। কিন্তু এবারের ভোটে তাঁকে সেভাবে ব্যবহার করছে না বিজেপি।

তবে গেরুয়া শিবিরের সবথেকে বড় সুবিধা, তারা কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সরকার চালাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে থাকায় দলের কলহ ধামাচাপা দিতে তাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে না। সেই সুযোগ কংগ্রেসের নেই। তাই সমস্যার সমাধানসূত্র খুঁজতে হিমসিম খাচ্ছেন কংগ্রেস নেতারা। দল বড় হলে সমস্যা অনেক হয়। সেই সমস্যা মেটাতে নেতৃত্বের যে দৃঢ়তা দেখানো উচিত, তা কংগ্রেস নেতারা অন্তত রাজস্থানে গত পাঁচ বছরে দেখাতে পারেননি। অশোক গেহলট দীর্ঘদিনের পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ। রাজ্যে দলের সংগঠনকে তিনি হাতের তালুর মতো চেনেন। এআইসিসিতেও তাঁর প্রভাব যথেষ্ট। অন্যদিকে, শচীন পাইলট রাহুল-প্রিয়াংকার ঘনিষ্ঠ। প্রয়াত রাজেশ পাইলটের ছেলে হিসেবে তো বটেই, তরুণ নেতা হিসেবে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা যথেষ্ট। তাছাড়া পাঁচ বছর আগে রাজস্থানের প্রদেশ সভাপতি হিসেবে সংগঠনকে মজবুত করতে তাঁর সাফল্য ভোলা যায় না।

দুই নেতাই তাই কংগ্রেসের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্থায় তাঁদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখা এবং দুজনকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করানো কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের দায়িত্ব। মল্লিকার্জুন খাড়গে এর আগে কর্ণাটকে সিদ্দারামাইয়া এবং ডিকে শিবকুমারকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে বাধ্য করিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী করার ক্ষেত্রেও তাঁর সেই পেশাদারিত্ব ছিল। কিন্তু কর্ণাটকের সেই ফর্মুলা রাজস্থানে ঠিকমতো কাজে লাগানো যাচ্ছে কেন, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা উচিত কংগ্রেস নেতৃত্বের। লড়াইয়ের আগে দল ঐক্যবদ্ধ না থাকলে তার মাশুল গুনতেই হয়। কংগ্রেসের তাই উচিত, রাজস্থানে বিধানসভা ভোটের আগে গেহলট ও পাইলট শিবিরের মধ্যে সন্ধি স্থাপন।

রাহুল গান্ধির অবশ্য দাবি, সবাই একজোট রয়েছেন এবং রাজস্থানে তাঁর দল অনায়াসে জিতে যাবে। তাঁর প্রত্যয়ে ভুল কিছু নেই। কিন্তু যা মুখে বলা সহজ, সেটা কাজে করে দেখানো কঠিন। রাজস্থানে তিন দশকের পরম্পরায় ছেদ টেনে কংগ্রেসে পরপর দু'বার ক্ষমতা দখল করতে পারলে নিশ্চিতভাবে রেকর্ড হবে। সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিয়ে গেহলট বনাম পাইলটের দ্বন্দ্ব তৈরির সম্ভাবনা যথেষ্ট। খাড়গে, রাহুল রাজস্থানের নেতৃত্বের লাগাম কতটা টেনে ধরতে পারবেন, তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই একেবারে সহজ নয় কংগ্রেসের কাছে। 'ইন্ডিয়া' জোটের সীমাবদ্ধতাও অনেক। কংগ্রেস প্রকৃত বিকল্পের সন্ধান দিতে গিয়ে নিজেরাই অনৈক্য আর খেয়োখেয়িতে লিপ্ত হলে মানুষ তা ভালো চোখে নেবে না। মানুষের কথা না ভেবে নেতারা নিজেদের অহংকে অগ্রাধিকার দিলে তা গণতন্ত্রের অসম্মানের শামিল।

কংগ্রেসে গোষ্ঠীকোন্দল নতুন নয়। আছে, ছিল, এখনও রয়েছে, আগামীদিনেও হয়তো থেকে যাবে। সেই কোন্দলের কাঁটা ফুটে দলের সাফল্যের যাবতীয় সম্ভাবনা বন্ধ করতে অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত নেতাদের ভূমিকা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

### অমৃতধারা

ধ্যান হল নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা, প্রেম হল অন্যের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা, জ্ঞান হল ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখা। জ্ঞান বোঝা হয়ে ওঠে যদি তার থেকে এই ধারণা জন্মায় যে তুমি বিচক্ষণ। যে কোনো প্রাপ্তির জন্য অহংকার বস্তুত নিজেকেই হেয় প্রতিপন্ন করা। নিষ্কাম ভাব, বৈরাগ্য এবং ধ্যান হল গভীরতম বিশ্রামের পথ। জীবন সম্পর্কে শুদ্ধজ্ঞান জীবনে আত্মবিশ্বাস এনে দেয়, আর মৃত্যু সম্পর্কিত ধারণা আমাদের নির্ভয় আর আত্মস্থ হতে শিক্ষা দেয়। পাও বা না পাও — শুধু হাসো। তুমি তারই সন্ধান করতে পার যা তুমি জান। তোমার ভুল আড়াল করার চেষ্টা কোরো না। তাদের চিনে নাও, মেনে নাও আর সেই ভুলগুলো থেকে সরে এস।

–শ্রীশ্রী রবিশংকর

### শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৮৩

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | | ২ | ★ | ৩ | | ৪ |
| | ★ | ★ | | ★ | | ★ | |
| | ★ | ★ | ৫ | | | ৬ | |
| ৭ | ৮ | | ★ | ★ | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | ★ | ★ | ৯ | | ১০ |
| ১১ | | ১২ | | ১৩ | ★ | ★ | |
| | ★ | | ★ | | ★ | ★ | |
| ১৪ | | | ★ | ১৫ | | | |

**পাশাপাশি :** ১। দামের অগ্রিম দেবার নথি ৩। মহামারি ৫। বৈষ্ণব বিবাহ ৭। সশস্ত্র সংগ্রাম ৯। বিল, ভাউচার বা রসিদ ১১। পোষা মোরগ নয় ১৪। পাখির নাম ১৫। নীল রংয়ের পদ্মফুল।

**উপর-নীচ :** ১। দেবতার সকালের ভোগ ২। প্রেমিক ৩। কর্তা বা প্রধান ৪। ঝগড়া বিবাদ ৬। অফিস ৮। ঠেকানো ১০। কর্তাভজা ব্যক্তি ১১। কাচের পাত্র ১২। নদী যেখানে সাগরে মেশে ১৩। নৌকার সামনের সরু অংশ।

**সমাধান ■ ৩৬৮২**

**পাশাপাশি :** ১। ললিতা ৩। মাদা ৫। লঙ্কা ৬। আরশি ৮। কাহিল ১০। ফকির ১২। কপিলা ১৪। বাঁয়া ১৫। কচ্ছ ১৬। দহন।

**উপর-নীচ :** ১। ললন্তিকা ২। তালগোল ৪। দায়ের ৭। শিখী ৯। ঋক ১০। ফরিয়াদ ১১। রমজান ১৩। পিনাক।

# উৎসব শেষেও বেনেবৌ পাখিটি বারবার বলে যায়, কী করছ? ওঠো!

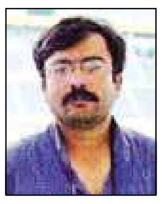

**রূপায়ণ ভট্টাচার্য**

অসংখ্য তারাগাঁদা ফুলের ঝোপে সাতসকালে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় গোটাচারেক মৌমাছি। একেবারে সোজা রেণুর ওপরে বসে। একটা ফুলে বেশিক্ষণ না। ক্রমাগত ওড়ে, উড়তে থাকে। হেমন্তের শিশির মেখে মাটিতে ছড়িয়ে রয়েছে বেশ কিছু শিউলি। কিছু ফুল পড়তে গিয়েও পড়েনি। আটকে রয়েছে শেফালি পাতায়। লাল দোপাটির দল এইসব দৃশ্য দেখছে নিজের মনে।

তারা সবাই অবাক, চারপাশটা আচমকা পালটে গেল কী করে। স্তব্ধ। নির্জন। কোলাহল থেমে গিয়েছে সব।

এখানেই ষাট-সত্তর বছরের পুরোনো চেয়ারটা পড়ে একা একা। গত কয়েকদিনে কত লোক সেখানে বসেছে, তারা ভুলে গিয়েছে। সে তাদের ভোলেনি। পাশেই বন্ধ দরজার মুখে অসম্ভব একাগ্রতায় একা একা জাল বুনছে মাকড়সা। উপর নীচ, নীচ ওপর ওঠানামা। দরজার ওপারে করবী গাছের ওপর ঘুরঘুর করছে বেশ কিছু ছাতারে পাখি। এ কোণ, ও কোণে অচেনা পাখিরা ডেকে চলেছে। উঠোনের চন্দন গাছ, কুমড়ো ফুলের লতা নড়ছে মাঝে মাঝে। পাখিদের দেখা যাচ্ছে না সেখানে।

অবাক তারাও। এত নির্জনতা তো এই ক'দিন কোথাও ছিল না।

মন্দিরের সামনের মাঠে কিছু সবুজ ঘাস জ্বলে গিয়েছে। ওই জায়গায় রং কালো। এখানেই আসলে বাজি ফাটিয়েছিল কচিকাঁচারা। আজ তারা কে কোথায় চলে গিয়েছে। ওদিকে পড়ে রয়েছে দু'একটি পোড়া ফানুস। উড়তে গিয়ে গোঁত্তা খেয়ে নেমে গিয়েছিল কালীপুজোর রাতে। অনেকের স্পর্শ সেই হিমমাখা ফানুসে লেগে। সেই কিশোর কিশোরীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। তাদের কি মনে আছে এইসব পুড়ে যাওয়া তৃণদলকে?

রান্নাঘরের পিছনে জিয়া গাছে লেগেই থাকে নানা পাখির ভিড়। সে গাছ থেকে নেমে যে বেনেবৌ পাখিটি বাড়ির জানলায় জানলায় ঘুরত, তার গলার আওয়াজে মনে হত কী যেন বলে। সুর শুনে মনে হয় বলছে, 'কী করছ ওঠো, কী করছ ওঠো।' এ জানলা, ও জানলা করার ফাঁকে সে বিভ্রান্ত। আজ তো আগের ক'দিনের মতো ডাকার লোক নেই বেশি। বরং দূরের সর্ষেখেতের কাছে ডেকে ওঠে হেমন্তের কোকিল। সেও উঠে পড়েছে বসন্ত এল ভেবে। একটি জোনাকি দিন দুই আগেও রাতে ঘুরে বেড়াত অন্ধকারে। অনেকে তার দিকে তাকাত। আজ আর তাকানোর কেউ নেই, হায়!

গ্রামবাংলায় এই ধরনের প্রচুর বিশাল বাড়ি এখন একা একা পড়ে আছে হেমন্তের হিম মেখে। উৎসব শেষে বড় শূন্যতা সেখানে, চোখের জলের দাগ আজও স্পষ্ট উঠোন থেকে ছাদে। বেনেবৌ পাখি আর কাকে বলবে, 'কী করছ? ওঠো! কী করছ? ওঠো!' এ বাড়িতে যারা এসেছিল, তারা ফিরে গিয়েছে দূর প্রবাসে। কোনও বাড়িতে একা মা পড়ে থাকলেন, কোথাও স্ত্রী ও সন্তান। পুরুষেরা ফিরে গেলেন কাজে। তাঁরা কেউ পরিযায়ী শ্রমিক, কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, আইটি কর্মী...।

কালীপুজোর পর সেইসব বাড়িঘর আবার প্রতীক্ষায় থাকে পুজোর। উঠোনে তৃতীয়ায় শেষ রাতের ক্ষীণ জ্যোৎস্নামেখে ঘুরে বেড়ায় গর্ভিণী মার্জার তরুণী। যায়, আর মাঝে মাঝে থমকে পিছনে তাকায়, কেউ ক'দিন আগের মতো তাড়া করছে না তো? কিছুক্ষণ পরে সে আশ্বস্ত হয়। কেউ নেই সামনে পিছনে। তবে আগের মতো তো খাবারও নেই। নির্জনতা তারও ভালো লাগে না। বেনেবৌ পাখি হতে পারলে সেও হয়তো ওইভাবে ডেকে বলত, 'কী করছ? ওঠো।'

পুকুরের জলের উপর মেরুন রংয়ের স্তর পড়েছে বিশাল। আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়লে সেখানেও জেগে উঠতে পারে কচুরিপানা। অনেক খাল, বিলে কচুরিপানার উপর জেগে উঠেছে নীল-সাদা ফুলের দল। খেজুর গাছটির মাথায় চাঁছা হয়ে গিয়েছে। অনেক শিউলি সেখানে প্রতিদিন পরীক্ষায় আসবে মাহেন্দ্রক্ষণের দিন কবে। এইমাত্র তার পাশ দিয়ে দৌড়ে নিজস্ব গর্তে লুকোল ধূসর রঙের বেজি। একই রঙের ছাতারে পাখিরা উড়ে গেল।

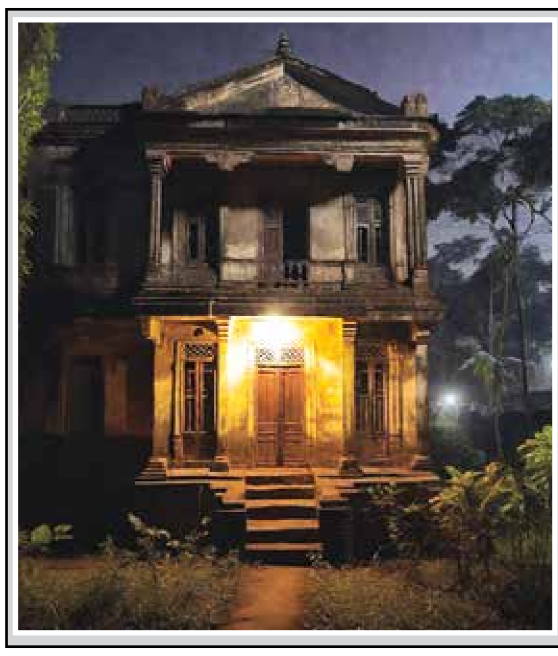

হেমন্তকে কেন আমরা বলে থাকি বিষাদ ও বিষণ্ণতার ঋতু, তার একটা প্রজ্বলিত ব্যাখ্যা এসব দেখার পরই স্পষ্ট বোঝা যায়। কালীপুজো, ভাইফোঁটা আসলে বিদায়ের দিন। এরপরে যে পুজো আসে, সেই কার্তিক বা জগদ্ধাত্রীর জন্য গণহারে লোক যায় না। জগদ্ধাত্রীতে ব্যতিক্রমী হয়ে থাকে চন্দননগর, কৃষ্ণনগর। আবার স্কুলের কাছে কলরব শুরু। স্কুলের গেটে আইসক্রিম, চুরমুর, ঝালমুড়ি বিক্রেতাটির মুখেই শুধু হাসি।

মনে ভাসে, ভাইফোঁটা এলে বাবা আমার কিশোর খুড়তুতো ভাইকে মজা করে বলতেন, 'অদ্য শেষ রজনী। হইল তোমার নাচনকোঁদন শেষ।' বাবা শেষ বলার আগে প্রতিবার ভাই বলে উঠত, শুরু। আসলে 'শেষ' বলতে কারও মন সায় দেয় না। সবাই আবার দ্রুত শুরু করতে চায়। একাদশীর দিন চোখ বারবার খোঁজে নতুন ক্যালেন্ডারে পরের পুজো কবে। নবান্ন তো আর সব গ্রামে হয় না। কিছু না পেয়ে খুঁজতে শুরু করে সরস্বতীর, দোলের তারিখ। ওদিকে কালীপুজোর ভাঙা প্যান্ডেলে বাজতে শুরু করেছে অনুরাধা পৌড়ওয়ালের গলায় ছটের গান– কাচ হি বাস কে বহঙ্গিয়া/ বহঙ্গি লচকত যায়। আঁকড়ে ধরি সেই উৎসবের সুরও।

সব স্রোতের মতোই ভেসে চলে। মনের গহিন খোঁজে, পায় না তাকে আর।

যে ফানুসগুলো নারকেল-সুপারি গাছগুলোর পাশ দিয়ে উড়ে হারিয়ে গেল দিগন্তে, হঠাৎ আলো নিভে গেল আকাশে, তার হয়তো ভস্মাবশেষ আপাতত পড়ে দূরের কোনও বাড়ির পাশের বাগানে। যাঁদের কথা ভেবে সেই ফানুসগুলো ওড়ানো, তাঁরা হয়তো একদা সেই ঘন সবুজ বাগানে খেলতেন। এখন সে বাগান আর নেই। পাশের বিশাল দিঘিগুলোও নেই। সেই সাজানো বাগান ভেঙে তছনছ করে বাড়ি বসেছে। কোনও পরিকল্পনার চিহ্ন দেখা যায় না, রাস্তা এত সরু যে দুটো গাড়ির পাশাপাশি যাওয়া কঠিন। এখানে কোনওসময় গেলে জাতিস্মরের মতো শোনায় নিজের গলা। যেন অচেনা গলায় পুনর্জন্মের কথা শোনাচ্ছি– এখানে একটা বিশাল পাড়বাঁধানো পুকুর ছিল...একটা বাঁশঝাড়...একটা পেয়ারা বাগান...ভাঙা শিব মন্দির, যার গায়ে বিশাল বটঅশ্বত্থ, দু'পাশে ডোবা...আমবাগানের ভিতরে শিমুল গাছ।

নেই, আজ কিছু নেই। সব অচেনা। সব অচিন্তনীয়। তারা আমায় কেউ চেনে না।

স্মৃতিকাতরতা শব্দটিতে বড় মায়া মাখা থাকে, কিন্তু সে আসলে বড়ই নির্মম। কাউকে ছাড়ে না। হেমন্তই বেশি করে স্মৃতির আকাশপ্রদীপ জ্বালায়। হেমন্ত বিদ্ধ জীবনানন্দ লিখে গিয়েছেন, 'বৃত্ত যেন শুদ্ধতায় নিরুত্তর কেন্দ্রে ফিরে এল/ এই শান্ত অঘ্রাণের রাতে।/যতদূর চোখ যায় বিকশিত প্রান্তরের কুয়াশায় ব্যাস/শান্ত চাদরের মতো কুয়াশার নিচে শুয়ে।'

কুয়াশার নীচে শুয়ে রইল সমস্ত স্মৃতিপট। উৎসবের শামিয়ানা খুলে নেওয়ার দিন আজ। গৃহস্থের বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো আলোকমালাগুলো খুলে ফেলা হয়েছে অধিকাংশ জায়গাতেই। সেই শামিয়ানা, সেই আলোর মালা– যে সবের ছবি তুলে প্রচুর লাইক পেয়েছেন ফিরে যাওয়া বাসিন্দার দল। তারপর ধীরে, অতি ধীরে ওসব ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে যাবে একেবারে। উঠোনের আলপনার মতো।

হলুদ কালো বেনেবৌ পাখিটি তার গোলাপি ঠোঁট, লাল চোখে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে প্রতি সকালে বলে, 'কী করছ? ওঠো! কী করছ? ওঠো!' এখন সত্যিই জেগে ওঠার সময় স্মৃতিকাতরতা সম্পূর্ণ মুছে। উঠে দাঁড়ানোর সময়। মহাকালের চাহিদা মেনে ওইসব বাড়ি অপেক্ষায় থাকতে থাকতে ভুলে যাবে দুঃখ। মানুষের বদলে গল্প করবে গেটের দু'ধারের কামিনী ও পাতাবাহার গাছের সঙ্গে। সর্ষেখেতের হলুদ মিশে যাবে আলুর ঢেউখেলানো খেতের সঙ্গে। ওদিকে ধানখেতের হলুদ, সবুজে নানা রংয়ের ভাঁজ। মনে হয়, চুপ করে শুধু ওদিকে তাকিয়েই বসে থাকি।

প্রকৃতি যদি ভুলে যেতে পারে গ্রাম বদলানোর যাবতীয় দুঃখ, বদলাতে পারে নিজেকে, মানুষই বা দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? হেমন্তের শস্যমাখা চুনুরিতে মুখ আড়াল করার কথা ভুলে আবার সে দাঁড়ায় চেনা প্ল্যাটফর্মের ওপর। জীবনের ট্রেন ধরতে। সামনের চেনা পথ এখন অচেনা লাগে। পিছন থেকে হাত টেনে ধরে কেউ। তবু ওই ট্রেনে একবার উঠলে মুছে যেতে থাকবে, পিছনে পড়ে থাকবে সব। তারাগাঁদা ফুলের ঝোপ, মাটিতে পড়ে থাকা করবী ফুল, জিয়া গাছে আড্ডারত পাখির দল, মাকড়সার সাতসকালে জাল বোনার দৃশ্য, হারানো মায়ের লাগানো চন্দন বা লিলি ফুলের গাছ। গেটের পাশের বৃদ্ধ কামিনী। মন্দির ছাপিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘকায় চাঁপা ও নারকেল। বুকের মাঝে বাজবে শুধু গ্রিলের জানলায় বেনেবৌ পাখির ডাক– কী করছ? ওঠো! কী করছো? ওঠো!

সাক্ষী রইল এই বসুন্ধরা, জেগে যে উঠতে হবেই।

## দেবস্তুতির সঙ্গে উচ্চারিত হোক নদীর প্রতি ভালোবাসা

**সন্দীপন নন্দী**

কে বলবে এ নদীর নাম মহানন্দা? ব্যস্ত সেতু হতে চোখে পড়ে, যে জলরাশির বুকে মৃত শাবক মুখে নিয়ে ছুটছে একটি সাদাকালো কুকুর। বিপ্রতীপ পাড়ে শবদেহে মুখাগ্নির প্রস্তুতি নিচ্ছে পরিবার। পড়ন্ত হেমন্তের ভোরেও শিলিগুড়ি কিরণচন্দ্র ঘাটে যাবতীয় নীরবের মাঝে ছটের আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে অলৌকিক মহানন্দার বালুভূমি। এই তো জীবনের বৈপরীত্য।

ফলে বাঙালির উৎসব শেষেও নব আনন্দে জাগোর প্রস্তুতি নেয় এক পাহাড়ি নদী। অবগাহন আর কাকস্নানের ভেদাভেদ ভুলে অমৃতকুম্ভের সন্ধানে চলে মৃত নদী দখলের লড়াই। নির্জলা দূষণের শ্রেষ্ঠ ভূভাগই হয়ে ওঠে পুণ্য অর্জনের লীলাভূমি।

সমগ্র শিলিগুড়ির অপবিত্র ধারা বহনের মহানন্দাই, হইহই করে ছটপুজোর পবিত্র স্থাননাম হয়ে লেখা থাকে ইতিহাসে। বছরের এই মহালগ্নেই নদীর জন্য কেঁদে ওঠে মানবমন। ছটপুজোর প্রস্তুতিতে নদী সাফের হিড়িক ওঠে পাড়ায় পাড়ায়। এই তো আমাদের নদীপ্রীতি। যাকে দূর থেকে কেমোচলা রোগীর শীর্ণ শরীর বলে ভ্রম হয়েছিল। তবু রোজ আমরা এই পরম নদীকেই মেরে ফেলছি বারবার। পুরাণ বদলে ফেলতে আমাদের সময় লাগল মাত্র ক'বছর।

বালুচুরি, পাথরচুরি করে নিঃস্ব নদীবুকে চলল যেন এক লুঠের বাৎসরিক উৎসব। আর হেমন্ত এলেই নদীর জন্য হুহু করে ওঠে ভক্তহৃদয়। কিন্তু অসুস্থ মহানন্দার পাশে সূর্যদর্শনের মন্ত্রোচ্চারণেও শ্লাঘাবোধ কাজ করে না শহরবাসীর। শহরগুলোর লাইফলাইন নদীর অপমৃত্যুর পরেও আপন পুণ্য বড় হয়ে ওঠে ছটপুজোয়। যে কোনও মূল্যে নদী তীরবর্তী একফালি জমির সন্ধান করেন পুণ্যার্থী। যে দখলসাম্রাজ্যে বাঁশের খুঁটি চিহ্নিত করে পুণ্যলাভের চার স্কোয়ারফিট জমি। গৃহহীন হতদরিদ্র বস্তিবাসী নদী, জমি বিক্রির জন্য দরদাম জুড়ে দেয় ভক্তবৃন্দের সঙ্গে। মহানন্দা নদীপাড়ে নিঃশব্দে এক হেমন্তের ধর্মযুদ্ধ চলে। এভাবেই ছটপুজোকে সামনে রেখে ঘটতে থাকে অযুতনিযুত অনাচার।

উত্তরের কসমোপলিটান শহর শিলিগুড়ি বিবিধের মাঝে মিলনের মহাসংবাদ হয়েছে চিরকাল। ভৌগোলিক কারণেই পাহাড়কোলের এনগর নানা ভাষা, নানা পরিধানে সমৃদ্ধ যুগে যুগে। তাই অবাঙালির ছটপুজোকে কখন যেন বাঙালিরাও আপন করে নিয়েছে, বোঝা যায়নি। যে পুজোয় ভোজপুরি গান চালিয়ে গোধূলি নদীভ্রমণের প্রস্তুতি নিত মূলত বিহারিরা, সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই আজ বাংলা ভক্তিগীতি ভেসে আসে।

জাতপাতের সংকটেও আশার ভুবনে এভাবে ভালোবাসা তীব্র হয়। একটা অন্য জাতির উৎসব-জ্বর গোষ্ঠ পাল মোড়ের দশকর্মা ভাণ্ডার থেকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে দিগবিদিকের দোকানে। ঘড়ি মোড় থেকে পানিট্যাঙ্কি মোড়, ভেনাস মোড় থেকে এসএফ রোডের শপিং মল, সংস্কৃতির সেতুতে যে অবাধ যাতায়াত, আক্ষরিক অর্থেই সূর্যের এক নাম হয়ে উঠতে পেরেছে এই তিস্তাবিধৌত মানচিত্রে। যে শহরে ছটপুজো ধর্মের সীমারেখা পেরিয়ে হয়ে উঠেছে এক সামগ্রিক উদযাপনের উৎসমুখ।

সূর্যদেবের যে বন্দনায়, আত্রেয়ী থেকে মাসকালাইবাড়ির করলা, মালদার মহানন্দা থেকে রাজনগরের তোর্ষা নদী, সর্বত্র জাতপাতের শৃঙ্খল ভাঙার শব্দ শোনা যায়। নদী তার বন্ধনহীন বহতার মতো প্রত্যেক শহরেই আপন ঐশ্বর্যে এই কাকভোরে গড়ে তোলে এক মানব প্রাচীর। উৎস হতে মোহনায় বিস্তৃত হয় ছটপুজোর মিলনমেলা। যে উৎসবকে বলা যেতে পারে থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি। যে ভোরের জনপ্লাবনকে বলা যেতে পারে, মুক্তির মহামিছিল। শুধু একবার দেবস্তুতির সঙ্গে উচ্চারিত হোক নদীকে ভালো রাখার কয়েক লাইন।

*(লেখক প্রবন্ধকার। বালুরঘাটের বাসিন্দা)*

### বিন্দু বিসর্গ

বাইরে নোটিশ টাঙিয়ে দে, বেটিংয়ের বুকিং বন্ধ।

–অভি

### আলোচিত

আমাদের ক্রিকেট দল এবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবে। ওরা তো নীল জার্সি পরে। লড়াই করে। ওদেরও জার্সি গেরুয়া করে দিয়েছে। মেট্রো স্টেশনেরও গেরুয়া রং। একমাত্র মায়াবতীজিকে দেখেছি নিজের স্ট্যাচু তৈরি করতে। আর এঁকে দেখছি। জনতার নামে কিছু নেই।

–মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

### আজ

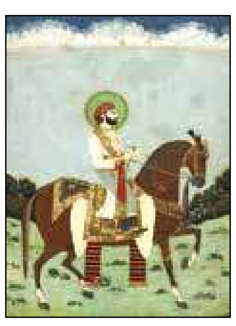

১৭২৭ সালে আজকের দিনে দ্বিতীয় সওয়াই জয় সিং জয়পুর শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজস্থানের গোলাপি শহরের নকশা তৈরি করেন বাঙালি স্থপতি বিদ্যাধর ভট্টাচার্য। রাজা জয় সিংয়ের নামানুসারে শহরটির নামকরণ করা হয়। বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলির অন্যতম ভারতের জয়পুর।

### ভাইরাল

শুধু ক্রিকেটার হিসেবে নন, নম্র ব্যবহারের জন্য সর্বজনবিদিত তিনি। স্ত্রী সাক্ষীকে নিয়ে মহেন্দ্র সিং ধোনি সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডে গিয়েছিলেন। সেখানে আবালবৃদ্ধবনিতার সঙ্গে দেদার ছবি তুলেছেন মাহি। এক মহিলার পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নেন। ক্যাপ্টেন কুলের সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে।

## উত্তরের পাঁচালি

### কলমে সমর

পঁচাত্তর বছর পার করা রায়গঞ্জের সমর আচার্য এক নিরলস অক্ষরকর্মী। সরকারি চাকরি করতেন। প্রায় ৪০ বছরের চাকরি জীবনে কাজের পাশাপাশি লেখালেখির নেশায় গড়েছেন শব্দের ইমারত। সাহিত্যকে ভালোবেসে ছাত্রজীবন থেকেই শব্দচর্চা শুরু। বিভিন্ন ঘরানার কবিতা, ছোটগল্প, অণুগল্প লিখতে ভালোবাসেন। লেখালেখির জন্য মিলেছে নানা সম্মান। প্রথমে কলকাতা, পরে নদিয়া জেলায় শিক্ষা জীবন। কর্মসূত্রে রায়গঞ্জে আসা আর পাকাপাকিভাবে রায়গঞ্জের বিধাননগরে বসবাস। অবসরের পর শব্দযাপন তাঁর বেড়েছে বহুগুণ। বঙ্গসাহিত্য পত্রিকা, বঙ্গদেশ, কবিতা বাংলা, সৃজন সাহিত্য, কথোপকথন, ডাহুক, পূর্ণিমার আলো সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয় নিয়মিতভাবে। কলকাতার নামী প্রকাশনী থেকে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে, সমরের একক কাব্যগ্রন্থ কবিতামঞ্জরি, ঢেউ, লহরী, তরঙ্গ, অক্ষরাঞ্জলি ও গল্পগ্রন্থ গল্পের ডালি। রায়গঞ্জের বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানে চেনা মুখ সমর। বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্য।

–সুকুমার বাড়ই

### মাঠে অভ্র

সেই ছোটবেলা থেকেই মাঠের সঙ্গে দারুণ সখ্য জলপাইগুড়ি রায়কতপাড়ার বাসিন্দা অভ্র বসুর। বাস্কেটবল খেলতে খুব ভালোবাসতেন। এই খেলায় দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যদলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের হয়ে বাস্কেটবলে মুম্বই ও দিল্লিতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব ক্রীড়াপ্রেমীদের বহু প্রশংসা কুড়িয়েছিল। জলপাইগুড়িতে একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের পরিচালন কমিটির সম্পাদক। মাঠ ভালোবাসেন বলে অভ্রর মনটাও সবুজ। গরিব ঘরের ১০০ ছেলেমেয়েকে তিনি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এই ছেলেমেয়েরাও যাতে মাঠকে ভালোবাসতে পারে সেজন্য স্কুলে ক্রিকেট, বাস্কেটবল, তিরন্দাজি ও তাইকোন্ডো খেলার পরিকাঠামো তৈরি করে দিয়েছেন। জলপাইগুড়ি শহরের মিলন সংঘ মাঠে ক্লাব কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পুঁজি করে বাস্কেটবল খেলার পরিকাঠামোর বিকাশই এখন অভ্রর পাখির চোখ।

–জ্যোতি সরকার

### গানে কৃতী

দিনহাটার সংস্কৃতি মহলে বেশ চেনা নাম কৃতী নাগ। তার সুমধুর গানের গলা শ্রোতা মহলে কৃতীকে বেশ পরিচিত করে তুলেছে। দিনহাটা সহ কোচবিহার জেলা তো বটেই, উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েক জায়গা থেকে গানের প্রতিযোগিতায় বেশ কিছু পুরস্কার জেতা হয়েছে দিনহাটা রংপুর রোডের বাসিন্দা এই স্কুল পড়ুয়ার। ঠাকুরদা কালীকিংকর নাগ ছিলেন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ। সংগীতশিল্পী বাবা ভাস্কর নাগের কাছেই কৃতীর গানের প্রথম পাঠ। পরবর্তীতে শিল্পী বিপ্লব দেবের কাছে সেই শিক্ষার আরও আরও পরিস্ফুরণ। আধুনিক, নজরুলগীতি ও শাস্ত্রীয় ঘরানার গানকে সঙ্গী করে উত্তরবঙ্গের নাম আরও উজ্জ্বল করাটাই কৃতীর লক্ষ্য।

–শুভাশিস দাশ

### সাহিত্যে দিব্যেন্দু

মাটির কাছে নতজানু সাহিত্য সৃষ্টিকারীদের অন্যতম দিব্যেন্দু সরকার। গঙ্গারামপুর ইন্দ্রনারায়ণপুরের দিব্যেন্দু, বোড়ডাঙ্গি প্রমোদ দাশগুপ্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক। ব্যক্তিগত জীবনে শিশুসুলভ আচরণের সহজ-সরল মানুষ যার নৈকট্য শিশু আর প্রকৃতির সঙ্গে। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। বেলুড় মঠের হস্টেল জীবনে ছাত্র রাজনীতি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে প্রান্তিক মানুষের জীবন সংগ্রাম মনে দাগ কাটে। শাস্ত্রীয় ঘরানার গান শুনতে প্রচণ্ড ভালোবাসেন। ফুটবলপ্রেমী, নদীপ্রিয় মানুষ। ওঁর সৃষ্ট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ সবকিছুতেই সোঁদা মাটির গন্ধ। ২০২২-এর বইমেলায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম গদ্য সাহিত্যের বই 'বোহেমিয়ান বাতাস'। সদ্য প্রকাশিত হয়েছে দিব্যেন্দুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ, 'জলজ খেয়া'। খুবই আনন্দ পান রম্যরচনা সৃষ্টিতে। মনে করেন, জীবন তো একটা রম্যই। সবসময়ই বলেন, 'সারাজীবন শিশুর মন নিয়ে বাঁচতে চাই। ভুলত্রুটির পরোয়া না করে সমানে লিখে যেতে চাই।'

–অজিত ঘোষ

### অনুবাদে কাব্যমণি

অনুবাদ সাহিত্যের উত্তরণের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কলম ধরেন কাব্যমণি বরা। জন্মস্থান অসমের তেজপুর। ২০১৩ সাল থেকে পাকাপাকিভাবে শিলিগুড়ির বাসিন্দা। বিশিষ্ট অসমিয়া লেখক জ্ঞানকমল আর যাদব হাজারিকার উপন্যাস মরুনে এবং স্বর্গীয় জগৎ হাজারিকার ইংরেজি কাব্যগ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজ তিনি করছেন। ঝর্ণা মুখোপাধ্যায়, সুমিত চৌধুরীর মতো অনেকেরই লেখা কবিতার বইয়ের বাংলা থেকে অসমিয়াতে ভাষান্তর চলছে। এছাড়াও অনেকের লেখা অনুবাদ করেছেন। সম্প্রতি অসমিয়া ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে কাব্যমণির নিজের কাব্যগ্রন্থ 'নিশার শহরের চিনাকি লিপস্টিক'। লেখালেখির পাশাপাশি সমাজসেবাও চালাচ্ছেন। লেখালেখি এবং সামাজিক কাজের জন্য সিরিয়া থেকে পেয়েছেন 'অনারারি ডক্টরেট উইমেন অফ দ্য ইয়ার ২০২২-২৩'। পেয়েছেন 'ভারত ডিগ্নিটি অ্যাওয়ার্ড-২০২৩'। শীঘ্রই নিজস্ব প্রকাশনী সংস্থা চালু করতে চলেছেন। দুঃস্থ পরিবারের যাঁরা লেখালেখি করেন, তাঁদের নানা লেখা বিনামূল্যে ছাপাবেন বলে ঠিক করেছেন।

–সম্পা পাল

# বিরাটদের জার্সির রং নিয়ে তোপ মমতার

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্র্যাকটিসের সময় জার্সির রং গেরুয়া। গত কয়েক বছর ধরেই ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের জার্সির রং গেরুয়া করা হয়েছে। এই রং নিয়েই সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট দল বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেছে। গোটা দেশের মানুষের সঙ্গে আমিও চাইছি এবার ভারত বিশ্বকাপ জয়ী হোক।' এরপরই বিজেপিকে তোপ দেগে মমতা বলেন, 'আশ্চর্য লাগছে, ক্রিকেটের মধ্যেও বিজেপি রাজনীতি করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের সদস্যদের প্র্যাকটিস করার সময় গেরুয়া রংয়ের জার্সি পরতে হচ্ছে। অথচ এই দলের আসল জার্সির রং নীল। এ তো অদ্ভুত ঘটনা।'

> ক্রিকেটের মধ্যেও বিজেপি রাজনীতি করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের সদস্যদের প্র্যাকটিস করার সময় গেরুয়া রংয়ের জার্সি পরতে হচ্ছে। অথচ এই দলের আসল জার্সির রং নীল। এ তো অদ্ভুত ঘটনা।
>
> – মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

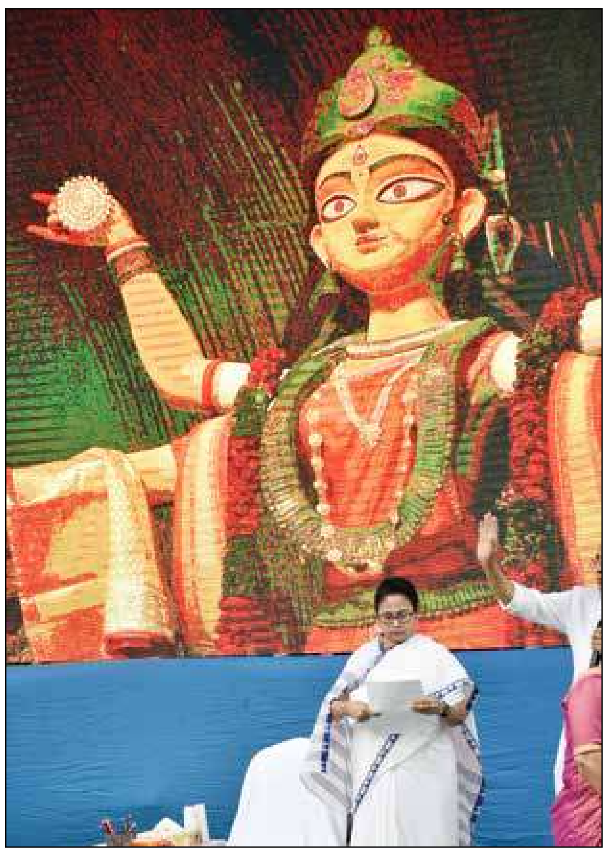

*পোস্তা বাজারে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে মমতা। শুক্রবার। –রাজীব মণ্ডল*

এদিন কলকাতার পোস্তায় জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নাম না করে তাঁকে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, 'কেউ কেউ তো আবার পুরোনো স্টেডিয়াম নিজের নামে করে দিচ্ছে। এইভাবে সবকিছুর মধ্যে রাজনীতি ঢোকাতে চাইছে বিজেপি।' এদিন ফের বিজেপিকে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই সরকার শুধু বিরোধীদের ওপর অত্যাচার করার জন্যই আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমি সিপিএমের বিরুদ্ধে ৩৪ বছর লড়াই করেছি। এখন বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। আমাকে রোখা সম্ভব হবে না। আমি লড়াই চালিয়ে যাব।'

তবে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধীরা। বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী এখন সব ক্ষেত্রেই গেরুয়া ভূত দেখছেন। ভারতীয় দলের জার্সি ঠিক করে বিসিসিআই। এই সংস্থাটি স্বশাসিত। এখানে বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকার কোনও হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী গেরুয়া রং দেখেই চমকে উঠেছেন।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'বিজেপি যে সব ক্ষেত্রেই রাজনীতিকরণ করছে, তা নিয়ে আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তো নিজেই বিজেপির সঙ্গে সেটিং করে চলছেন। তাই সারদা, নারদ থেকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মাথারা কেউ গ্রেপ্তার হচ্ছেন না। তাই এই ধরনের কথা বলে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে না।'

## ছাত্র ভর্তির দাবি, হাইকোর্টে বিএড কলেজ মালিকরা

নির্মল ঘোষ

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** ছাত্র ভর্তির অনুমোদনের দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্যের ৭২টি বিএড কলেজের মালিক। পুজোর ছুটি থাকায় অবসরকালীন বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছিলেন তাঁরা। শুক্রবার তাঁদের সঙ্গে মামলায় আরও ৫৬টি কলেজের মালিক যুক্ত হন। ফলে সবমিলিয়ে ১২৮টি কলেজের মালিক মামলায় শামিল হলেন। মামলা শুরু হয়েছিল বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে।

ইউজিসির গাইডলাইন মেনে শিক্ষকদের বেতন না দেওয়া সহ কয়েকটি অভিযোগে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের ২৫৩টি বিএড কলেজে ছাত্র ভর্তির অনুমোদন বাতিল করে দিয়েছে বিএড বিশ্ববিদ্যালয় (বাবাসাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি)। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযোগ, এইসব কলেজে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ইউজিসি নির্দেশিকা অবলম্বন করে ৫৩ হাজার টাকা করে বেতন দেওয়া হয় না।

মামলার শুনানিতে কলেজ মালিকদের পক্ষের আইনজীবী শ্রীজীব চক্রবর্তী বলেন, ইউজিসির গাইডলাইন মেনে শিক্ষকদের ৫৩ হাজার টাকা করে বেতন দেওয়া সম্ভব নয়। কোনও কলেজই সেই বেতন দেয় না। সমস্ত কলেজই এনসিটিই-র গাইডলাইন মেনে ২০ থেকে ২১ হাজার টাকা করে বেতন দেয় শিক্ষকদের। বিচারপতি এদিন শিক্ষকদের ৫৩ হাজার টাকা বেতন দিচ্ছে যে সমস্ত কলেজ তার তালিকা দেখাতে বলেন বিশ্ববিদ্যালয়কে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে জানানো হয়, বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন দায়ের হয়েছে। তার রায় না বেরোনো পর্যন্ত কিছু করা সম্ভব নয়। এজন্য এক সপ্তাহ সময়ও চান তাঁরা। বিচারপতি তাদের এক সপ্তাহ সময় দেন।

এদিকে কলেজ মালিকদের সংগঠনের সভাপতি মলয় পীট বলেন, 'কলেজে ছাত্র ভর্তির অনুমোদন দেওয়া নিয়ে মিথ্যাচার করছেন উপাচার্য। বাস্তবে ৬২২টি বেসরকারি কলেজের মধ্যে ১৬৬টি বেসরকারি কলেজকে ও ৩৩টি সরকারি কলেজকে ছাত্র ভর্তির লিংক দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ লিংক পায়নি ৪০৩টি বেসরকারি কলেজ। কিন্তু উপাচার্য বলছেন, ২৫৩টি বেসরকারি কলেজে ছাত্র ভর্তির অনুমোদন দেওয়া হয়নি। সেক্ষেত্রে অন্য ১৫০টি কলেজ কোথায় গেল? সেই তালিকাও প্রকাশ করা হোক।' এবিষয়ে মতামত জানতে উপাচার্যকে বারবার ফোন করা সত্ত্বেও তিনি ফোন ধরেননি।

## মিলল না ধর্নার অনুমতি

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** চাকরির দাবিতে তিনদিন ধর্নায় বসতে চেয়েছিলেন উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরা। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় তাঁরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। এই নিয়ে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে মামলাও দায়ের করা হয়। শুক্রবার মামলার শুনানিতে চাকরিপ্রার্থীদের আবেদন খারিজ করে দেন বিচারপতি। তিনি জানান, বিকাশ ভবনের সামনে নয়। আন্দোলনকারীরা চাইলে বিধাননগরের সেন্ট্রাল পার্কের কাছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্রিকেট অ্যাকাডেমির সামনে ধর্না কর্মসূচি করতে পারবেন।

*মিঠে রোদ গায়ে মেখে ধান ঝাড়াইয়ের ব্যস্ততা। শুক্রবার নদিয়ায়। –পিটিআই*

পরপর খুনের ঘটনায় সরব বিরোধীরা ● জয়নগর কাণ্ডে নয়া মোড়

## আমডাঙার তৃণমূল প্রধানকে খুন

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** জয়নগরে তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিন লস্করের খুনের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় খুন হলেন উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙার পঞ্চায়েত প্রধান রূপচাঁদ মণ্ডল। স্থানীয় কামদেবপুর হাটে দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিশ ইতিমধ্যেই এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে। এভাবে পরপর খুনের ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন বিরোধীরা।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কামদেবপুর হাটে গিয়েছিলেন রূপচাঁদ। প্রতিদিনই সেখানে যান তিনি। তবে এদিন তাঁর সঙ্গে কেউ ছিলেন না, একাই গাড়ি চালিয়ে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় গাড়িতে যখন উঠতে যান, তখন তিন দুষ্কৃতী ঘিরে ধরে তাঁকে। এরপরই তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর বোমা ছুড়তে থাকে। বোমার আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। বোমার আওয়াজ ও রূপচাঁদের আর্ত চিৎকারে ছুটে আসেন হাটের লোকজন। তাঁরা আসার আগেই পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। হাটের লোকজনই রক্তাক্ত রূপচাঁদকে প্রথমে আমডাঙা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ সেখানেই মৃত্যু হয় রূপচাঁদের।

এভাবে ভর সন্ধ্যায় পঞ্চায়েত প্রধানকে খুনের ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। অবরোধ করা হয় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক। বন্ধ করে দেওয়া হয় কামদেবপুর হাট। খবর পেয়ে পুলিশ এলে তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন উত্তেজিত তৃণমূল কর্মীরা। অবিলম্বে দোষীদের খুঁজে বের করার দাবি জানানো হয়। ঘণ্টাখানেক পর পুলিশ অবরোধ তুলে দেয়। খবর পেয়ে রাতেই বারাসত হাসপাতালে যান ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং ও আমডাঙার বিধায়ক রফিকুর রহমান। তাঁরাও অপরাধীদের খুঁজে বের করার দাবি জানান। এই খুনের পিছনে সিপিএমের হাত আছে বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও গ্রামবাসীদের বক্তব্য, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই খুন। কামদেবপুর হাটের দখলদারি নিয়েই আমডাঙা ও বোদাই পঞ্চায়েতের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় বলে অভিযোগ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ তিনজনের নাম জানতে পেরেছে। ইতিমধ্যেই আনোয়ার হোসেন নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত আনোয়ারের বাড়ি স্থানীয় বোদাই পঞ্চায়েতের খুড়িগাছি এলাকায়। তাঁকে জেরা করেই বাকিদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

শুক্রবার সকাল থেকে গোটা এলাকার পরিবেশ থমথমে। কামদেবপুর হাটের কোনও দোকান খোলেনি। সকলের মুখেই আতঙ্কের ছাপ। বিশাল পুলিশবাহিনী এলাকায় টহল দিচ্ছে। এভাবে পরপর তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। তাঁদের বক্তব্য, রাজ্যে এখন আইনের শাসন নেই। বিপুল পরিমাণ টাকা লুট হচ্ছে। সেই টাকার বখরা নিয়েই একের পর এক তৃণমূল নেতারা খুন হচ্ছেন। এই পরিস্থিতির জন্য পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকেই দায়ী করেছেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'দায়িত্ব যখন সামলাতে পারছেন না পুলিশমন্ত্রী, তখন পদ ছেড়ে দিন। দু'মাস ধরে ঘরে বসে আছেন তিনি। উনি যে পারবেন না তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। দায়িত্ব যখন নিতে পারছেন না, তখন ভাইপোকে দায়িত্ব দিয়ে দিন।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীও কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য, 'জয়নগর শান্ত হওয়ার আগেই আমডাঙার এই ঘটনা। তৃণমূল নেতাদের মধ্যে বখরার লড়াই ভয়ংকর জায়গায় পৌঁছেছে।'

> জয়নগর শান্ত হওয়ার আগেই আমডাঙার এই ঘটনা। তৃণমূল নেতাদের মধ্যে বখরার লড়াই ভয়ংকর জায়গায় পৌঁছেছে।
>
> – সুজন চক্রবর্তী
> *সিপিএম নেতা*

## নেতা খুনে যুক্ত আত্মীয়, জেরায় কবুল ধৃতদের

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** জয়নগরে তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় নয়া মোড়। অন্যতম মূল অভিযুক্ত আনিসুর রহমান ও কামালউদ্দিনকে জেরায় পুলিশের হাতে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশের দাবি, সইফুদ্দিন হত্যায় ৫ লক্ষ টাকার সুপারি দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ২ জনের নাম তদন্তে উঠে এসেছে। এই দু'জনই সইফুদ্দিন খুনের সমস্ত খরচ দেওয়ার আশ্বাস দেয়। পুলিশের দাবি, ধৃতরা জেরায় জানিয়েছে এদের মধ্যে একজন সইফুদ্দিনের আত্মীয়।

বৃহস্পতিবার রানাঘাট থেকে আনিসুর ও কামালউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ। পুলিশের দাবি, এই খুনের অন্যতম মূল অভিযুক্ত আনিসুর। গোটা ঘটনায় শুক্রবার রাত পর্যন্ত পুলিশের জালে তিনজন ধরা পড়েছে। সোমবার তৃণমূল নেতা খুনের দিনই শাহরুল শেখকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। অভিযুক্ত সাহাবুদ্দিনকে স্থানীয়রা পিটিয়ে মেরে ফেলে বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে খবর, তৃণমূল নেতাকে গুলি করার দায়িত্ব শাহরুল ও সাহাবুদ্দিনের ওপর ন্যস্ত থাকলেও মূল পরিকল্পনা ছকে দিয়েছিল আনিসুর। তৃণমূলের অভিযোগ, সে সিপিএম সমর্থক। সিপিএমের তরফে অবশ্য এই দাবি নস্যাৎ করা হয়েছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের জেরা করেই এই খুনে আত্মীয় যোগ পাওয়া গিয়েছে। এদিকে, ঘটনার জেরে বদলি করা হল জয়নগর থানার আইসি রাকেশ চট্টোপাধ্যায়কে। তাঁর জায়গায় এলেন বারুইপুর গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার পার্থসারথি পাল।

অন্যদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, যে ২ জনের নাম ধৃতদের বয়ানে উঠে এসেছে, তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। অভিযুক্ত আনিসুর ও কামালউদ্দিনকে শুক্রবার বারুইপুর আদালতে পেশ করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে খুন, ষড়যন্ত্র ও অস্ত্র আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তাদের ১১ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এই ঘটনায় ধৃতরা ছাড়াও ১০-১২ জন যুক্ত রয়েছে বলে পুলিশের অনুমান। তাদের খোঁজ চলছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষের নেতৃত্বে ধৃতদের খোঁজে ১১ জন পুলিশ অফিসারের দল তৈরি করা হয়েছে।

ধৃত শাহরুলের বয়ানে আগেই নাসিরের নাম উঠে এসেছিল। তার দাবি ছিল, এই ঘটনার 'মাস্টারমাইন্ড' নাসির। তার নির্দেশেই সাহাবুদ্দিন তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনার পর থেকেই নাসির পলাতক। শাহরুল জেরায় জানিয়েছে, এই নাসির কলকাতায় পুরোনো জিনিসপত্র কেনাবেচার কাজ করত। এছাড়াও সংবাদমাধ্যমে সে 'বড় ভাই'-এর নাম উল্লেখ করেছিল। বড় ভাই আদতে আলাউদ্দিন সাঁপুই বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এখনও এরা পুলিশি নাগালের বাইরে। তৃণমূল নেতা খুনের পর দলুইখাঁকি গ্রামের একের পর এক বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ঘরছাড়া হন পুরুষ ও মহিলারা। একে একে তাঁরা বাড়ি ফিরে আসতে শুরু করেছেন। শুক্রবার তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে পুলিশি বাধার মুখে পড়ে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। এর আগেও সিপিএম নেতারা গ্রামে প্রবেশে পুলিশি বাধার মুখে পড়েছিলেন।

## ওএমআর জালিয়াতিতে পুরোনো সিস্টেম

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** প্রাথমিকের চাকরি চুরিতে নতুন কিসসা। নথি সংরক্ষণের নামে জালিয়াতি। চাকরি প্রার্থীদের ওএমআর-এর স্ক্যান কপি রাখা হয়নি। ডিজিটাল সংরক্ষণের নামে রাখা হয়েছে কোডিংয়ের নথি। যা যখনতখন পরিবর্তন করে ফেলা যায়।

সূত্রের খবর, এটা করতে ৫০ বছরের পুরোনো কোবল প্রোগ্রামিং ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু নথি সংরক্ষণে পঞ্চাশ বছরের পুরোনো প্রোগ্রামিং কেন? কারণ, কোবল ব্যবহারের অনেক সুবিধা রয়েছে। যেমন, এই ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে তথ্য বিকৃত করা যেতে পারে সহজেই। ডিজিটাল ওএমআর সংগ্রহে এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহার করা হয়েছিল, যাতে সহজেই চাকরিপ্রার্থীদের ওএমআর ডেটার পরিবর্তন করা যায়।

অন্তর্বর্তী নির্দেশ হাইকোর্টের

## মেট্রো সম্প্রসারণে গাছ কাটায় নিষেধাজ্ঞা

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** ময়দান এলাকায় মেট্রো রেলের সম্প্রসারণের জন্য নতুন করে কোনও গাছ কাটা যাবে না। শুক্রবার ফের অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ জারি করে বলেছে, এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রের পরিবেশ মন্ত্রকের বক্তব্য শুনতে চায় আদালত। পরিবেশ মন্ত্রকের কাছে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মামলায় রাজ্যের বন দপ্তরকেও যুক্ত করতে হবে।

প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমরা মেট্রো রেল প্রকল্পের বিরুদ্ধে নই। গঙ্গার নীচ দিয়ে মেট্রো রেল প্রকল্প নিয়ে আমরা গর্ব অনুভব করি। এছাড়া এটি শুধুমাত্র অন্তর্বর্তী নির্দেশ। সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' ১৯ ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানির দিন। মোমিনপুর থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মেট্রো রেলের সম্প্রসারণের কাজ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংলগ্ন ময়দান এলাকার প্রায় ৭০০টি গাছ কাটতে হবে। এই খবর পাওয়ার পরই হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে 'পিপল ইউনাইটেড ফর বেটার লিভিং ইন কলকাতা' নামে একটি সংগঠন।

## পরিযায়ী নথিভুক্তি অভিযান

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই বছরের এপ্রিলে রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ তৈরি করা হয়েছিল। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এক বিশেষ ড্রাইভে এই পর্যন্ত ৮ লক্ষ ১৭ হাজার ২০ জন পরিযায়ী শ্রমিকের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। কর্মসাথী পরিযায়ী পোর্টালের মাধ্যমে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এই পর্যন্ত ২১ লক্ষ ৫৮ হাজার ১৬টি আবেদন জমা পড়েছে। বিশেষ অভিযানের এই সাফল্যের পর ঠিক হয়েছে, ডিসেম্বর মাসজুড়ে রাজ্যের সব জেলায় পরিযায়ী শ্রমিকদের নথিভুক্ত করার জন্য কর্মসূচি চলবে। নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, https://karmasathips.wblabour.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পরিযায়ী শ্রমিকরা সরাসরি তাঁদের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন।

## ধর্মতলা থেকে ভোটের প্রচার শুরু বিজেপির

স্বরূপ বিশ্বাস

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** ২৯ নভেম্বর ধর্মতলার সমাবেশ থেকেই লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করে দিচ্ছে রাজ্যের গেরুয়া শিবির। কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিত রাজ্যবাসীকে সমাবেশে হাজির করানোর লক্ষ্য সামনে থাকলেও কার্যত সেটাই হবে দলের লোকসভা ভোটের প্রচারের শুরু।

রাজ্য নেতৃত্বের ঐক্যের ছবি সামনে আনতে এটাও বিজেপির একটা কৌশল বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ থেকে শুরু করে গেরুয়া শিবিরের শীর্ষস্থানীয় নেতারা সকলেই থাকবেন এই সমাবেশে। এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথাও হয়ে গিয়েছে বলে শুক্রবার দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন।

শুভেন্দুর ডাকে এই সমাবেশ হলেও পরে তা শীর্ষ নেতাদের সবাই দলের সভা হিসেবেই মেনে নিয়েছেন। সমাবেশ সফল করতে তাঁরা সবাই সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। দিলীপ জানান, লোকসভা ভোটের লক্ষ্যে দলের কাজ ৬ মাস ধরে চলছে। বুথ কমিটি শক্তিশালী করা এবং ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে দলের নেতা ও কর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়ার কাজ তো চলছিলই। এবার শুরু হয়েছে জেলা স্তরে ভোটের জন্য নির্বাচন কমিটি গঠন ও আহ্বায়ক নির্বাচন করার কাজ। তারই মধ্যে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুমোদন নিয়ে ২৯ নভেম্বর ধর্মতলায় সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে।

*বিশুদ্ধ বাতাসের দাবিতে রাজপথে পড়ুয়ারা। শুক্রবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল*

## পৌষমেলার পক্ষে সওয়াল সুভাষের

**শান্তিনিকেতন, ১৭ নভেম্বর :** 'বিশ্বভারতী রাহুমুক্ত হল, পরিবেশবিধি মেনে পৌষমেলা হোক' – শুক্রবার এমনই কথা বললেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত। এদিন তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ট্রাস্টকে ১০ হাজার টাকা অনুদান দিলেন।

সেইসঙ্গে বললেন, 'প্রাক্তন উপাচার্য পরিবেশ আদালতের দোহাই দিয়ে মেলা বন্ধ করেছিলেন। পরিবেশ আদালত কখনও মেলা বন্ধ করতে বলেনি।'

এদিন বোলপুরের একটি বেসরকারি হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করেন ওই সুভাষবাবু। পৌষমেলা পরিচালনার জন্য তিনি শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনারের সঙ্গে দেখা করে আর্জি জানান।

পাশাপাশি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকেও একটি চিঠি দেন সুভাষবাবু। তাতে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, জাতীয় পরিবেশ আদালত, ইজেড বেঞ্চের গঠিত কমিটি প্রয়োজনে এবারের আয়োজিত পৌষমেলায় দূষণ রুখতে সহযোগিতা করবে। তবে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে দূষণ রোধের পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি।

সুভাষবাবু আরও বলেন, 'এবার গ্রামের প্রান্তিক মানুষের কথা ভেবে পৌষমেলা হোক পূর্বপল্লির মাঠে। আমার মামলা পৌষমেলা বন্ধ করা নিয়ে ছিল না। আমার মামলা ছিল দূষণবিধি মেনে হোক মেলাটি। পরিবেশ আদালতও বলেনি মেলা বন্ধ করতে। বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ভুল ব্যাখ্যা করে মেলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমি শান্তিনিকেতন ট্রাস্টকে ১০ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছি। সবাই এভাবে সহযোগিতা করলে ভালো হয়।'

তবে নতুন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয়কুমার মল্লিকও এবছর পৌষমেলা করার ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছেন।

## বিশেষ বেঞ্চ

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য নতুন বেঞ্চ গড়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম, বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি সব্বার রশিদিকে নিয়ে নতুন বেঞ্চ গড়ে দিয়েছেন।

## দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের আর্জি খারিজ আদালতের

আমহার্স্ট স্ট্রিট কাণ্ড

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** আমহার্স্ট স্ট্রিট কাণ্ডে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের আবেদন মঞ্জুর করল না প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। এদিন ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, মৃত ব্যক্তির দেহ এসএসকেএম হাসপাতালে সংরক্ষণ করতে হবে। কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে থানার ও ময়নাতদন্তের সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণেরও নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি।

শুনানি চলাকালীন পরিবারের তরফে আইনজীবী অমৃতা পান্ডের আবেদন, দ্বিতীয়বার রেলের হাসপাতালে ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেওয়া হোক। এই প্রেক্ষিতেই প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার ময়নাতদন্তের নির্দেশ তখনই দেওয়া হয়, যখন শরীরে আঘাতের চিহ্ন থাকে। এক্ষেত্রে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে তেমন উল্লেখ নেই। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণেই মৃত্যু হয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত পুলিশ অবৈধ পদক্ষেপ করেছে বলে আমরা মনে করছি না'। শুক্রবার হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, থানার সিসিটিভি ফুটেজ যেন কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে সিডি বা অন্য কোনও ডিভাইসে ফুটেজ সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

## আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হবে। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা। বৃষ : কোনও অপরিচিত মানুষকে বিশ্বাস করতে যাবেন না। মায়ের পরামর্শে কোনও সমস্যা কাটবে। মিথুন : দূরের কোনও বন্ধুর সাহায্যে ব্যবসায় উন্নতি। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। কর্কট : কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আনন্দ। সিংহ : কোনও গোপন কথা প্রকাশ পেয়ে সমস্যা। বেশি খাওয়ার জন্যে শরীর খারাপ পতে পারে। কন্যা : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। ভাইয়ের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। তুলা : কোনও মূল্যবান দ্রব্য চুরি হয়ে যেতে পারে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। বৃশ্চিক : সৎ কাজে খরচ করে আনন্দ। মায়ের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। ধনু : বেহিসেবি খরচ করে সমস্যায় পড়তে পারেন। চিকিৎসায় অসুখ সারবে। মকর : আজ কোনও শুভ যোগাযোগ হতে পারে। বোনের পরীক্ষার ফল খুব ভালো হওয়ায় আনন্দ। কুম্ভ : যে কাজ কোনও কারণে বন্ধ রাখতে হয়েছিল, সেই কাজ আজ শুরু করুন, সাফল্য পাবেন। মাথা যন্ত্রণায় ভোগান্তি। মীন : নতুন সম্পত্তি কিনে লাভবান। ভাইয়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ লাভ।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ভাঃ ২৭ কার্তিক, ১৮ নভেম্বর ২০২৩, ১ অঘোন, সংবৎ ৫ কার্তিক সুদি, ৩ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৬ অঃ ৪।৪৯। শনিবার, পঞ্চমী দিবা ৯।৪৫। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ১।১৮।শূলযোগ দিবা ৬।৫৯ পরে গণ্ডযোগ শেষরাত্রি ৪।৯। বালবকরণ দিবা ৯।৪৫ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৮।৪৪ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৮।১৫ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ১।১৮ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৯।৪৫ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।১৮ মধ্যে ও ১২।৪৪ গতে ২।৬ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৪।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৭ মধ্যে ও ৪।১৮ গতে ৫।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১।১৮ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৭ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ (ব্যবহারিক অগস্ত্যদোষ), শেষরাত্রি ৪।১৮ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম- ৯।২৩ গতে ৩।২৭ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবাহ- রাত্রি ৬।২৭ গতে ১।১৮ মধ্যে বৃষ মিথুন কর্কট ও সিংহলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৩ মধ্যে ৭।৩৫ গতে ৯।৪৩ মধ্যে ও ১১।৫১ গতে ২।৪১ মধ্যে ও ৩।২৩ গতে ৪। ৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৫০ গতে ২। ৩৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৩৬ গতে ৩।৩০ মধ্যে।

# গীতাপাঠের সঙ্গে নজরুলের গানে অংশ নেবেন মোদি

**প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত**

**নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর :** একদিকে সনাতনি ভাবধারা রক্ষা, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক মেলবন্ধনের বার্তা। এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতেই ২৪ ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলা লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ শীর্ষক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আসছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই দাবি করলেন বঙ্গবিজেপি সভাপতি তথা বালুরঘাট সাংসদ সুকান্ত মজুমদার।

এদিন সুকান্ত বলেছেন, '২৪ ডিসেম্বর, গীতা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। কমিটির পক্ষ থেকে পূজনীয় সাধুসন্তগণ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আজ প্রধানমন্ত্রীকে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী এই প্রস্তাব শুনে কলকাতায় ওই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে রাজি হয়েছেন।'

এই প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সুকান্ত মজুমদারের দাবি, 'শুধু লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠই নয়, বঙ্গসংস্কৃতির ভাবধারা জিইয়ে রেখে ওই অনুষ্ঠানে বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের লেখা গান 'হে পার্থসারথি বাজাও বাজাও শঙ্খ' গাওয়া হবে।' সুকান্ত জানিয়েছেন, 'গীতাপাঠ নিয়ে অভাবনীয় সাড়া পাওয়া গিয়েছে, প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যে নাম নথিবদ্ধ করিয়েছেন।' ২৪ ডিসেম্বর ব্রিগেডে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চলেছে আরএসএস সমর্থিত ভারতীয় হিন্দু পরিষদ। ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী বন্ধুগৌরব মহারাজ জানিয়েছিলেন, 'তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠানে গীতার প্রধান পাঁচটি অধ্যায় পাঠ করা হবে। শুধু মোদিকে নয়, ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এবং নওশাদ সিদ্দিকি, বিকাশ ভট্টাচার্য সহ রাজ্যের সব সাংসদ ও বিধায়ককেও।' তবে প্রশ্ন উঠেছে আরএসএস সমর্থিত একাধিক হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আয়োজিত গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে সেখানে হঠাৎ কাজি নজরুল ইসলামের গান কেন গাওয়া হবে। সম্প্রতি এক ওয়েব সিনেমায় নজরুলের গানের বিকৃতি নিয়ে তোলপাড় দুই বাংলা। রাজনীতির বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটকে খুশি রাখতেই এই সিদ্ধান্ত বিজেপি তথা অন্যা হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির।

কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'ভোটের বাজারে নজরুলকে সামনে রেখে রাজ্যের ২৮ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটকে করায়ত্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি।' তৃণমূল কংগ্রেসের তরফেও শোনা গিয়েছে প্রায় একই বার্তা। এই সঙ্গে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তৃণমূলের বক্তব্য, ক্ষমতা থাকলে ব্রিগেডে গীতাপাঠ অনুষ্ঠানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে 'কারার ওই লৌহকপাট' গেয়ে দেখাক বিজেপি। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে এই বিষয়ে জবাব মেলেনি।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

ছত্তিশগড়ে ভোটের সময় আহত জওয়ানকে নিয়ে আসা হল বিহারের হাসপাতালে। শুক্রবার।

## বিজেপির হার, পাকিস্তানে উৎসব ও বিতর্ক

**ভোপাল, ১৭ নভেম্বর :** মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের দিন নিজের কেন্দ্র দাতিয়ায় ভোট দেওয়ার সময় রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম দাসের এক মন্তব্যে বিতর্কের সৃষ্টি হল। তিনি বলেছেন, ভোটাররা পদ্মফুলে বোতাম টিপলে দেশে সুখ আসবে। অন্য দল জিতলে পাকিস্তানে উৎসব হবে। অন্য দল বলতে তিনি কার্যত কংগ্রেসকেই বুঝিয়েছেন।

মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রধান কমল নাথ জানিয়েছেন, নরোত্তম মিশ্র আগে নিজের কেন্দ্রে জিতুন। তারপর পাকিস্তানের কথা বলুন। হতাশা থেকেই বিজেপির মুখ্য বিতর্কিত মন্তব্য বেরোচ্ছে। মধ্যপ্রদেশে শিবরাজ সিং মন্ত্রীসভার নাম্বার টু নরোত্তমের বিরুদ্ধে এর আগেও নানা কু-কথা বলার অভিযোগ রয়েছে। এবার ভোটগ্রহণকালীন তাঁর মন্তব্য নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ। কংগ্রেসের দাবি, হেরে যাওয়ার আঁচ পেয়ে হতাশা থেকে মন্তব্যটি করেছেন নরোত্তম।

# মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে ভোটে হিংসার বলি ২

**ভোপাল ও রায়পুর, ১৭ নভেম্বর:** ভোটের সময় হিংসার ঘটনা নিয়ে হামেশাই খবরের শিরোনাম হয় পশ্চিমবঙ্গ। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও পশ্চিমবঙ্গের ভোট হিংসা নিয়ে সরব হয়েছেন। কিন্তু এবার ভোটের সময় হিংসার ঘটনা ঘটল বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশেও। অপরদিকে রক্ত ঝরেছে ছত্তিশগড়ে দ্বিতীয় তথা অন্তিম দফার নির্বাচনে। মাওবাদীদের হামলায় এক আইটিবিপি জওয়ান সেখানে মারা গিয়েছেন। ভোটের কাজ সেরে ভোটকর্মীদের ফেরার সময় গড়িয়াবান্দ জেলার বড়ে গোবরা গ্রামের কাছে একটি আইইডি বিস্ফোরণ ঘটায় মাওবাদীরা। তাতে আইটিবিপির হেড কনস্টেবল যোগীন্দর সিং শহিদ হন। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ ও আধাসেনা। বিজাপুর জেলাতেও মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণে এক গ্রামবাসী আহত হন। এদিন ছত্তিশগড়ের ৭০টি আসনে ভোট গ্রহণ করা হয়। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী সেখানে ভোট পড়েছে ৬৮.১৫ শতাংশ।

ছত্তিশগড়ের ৭০টির পাশাপাশি শুক্রবার মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার ২৩০টি আসনেও ভোটগ্রহণ করা হয়। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত সেখানে ভোট পড়েছে ৭১.১১ শতাংশ। অশান্তি এড়াতে নির্বাচন কমিশনের তরফে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হলেও হিংসা থামানো যায়নি। ভোট শুরুর খানিকটা পরেই ছতরপুরের রাজনগর আসনে দুটি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মারামারিতে ওই আসনের কংগ্রেস প্রার্থী বিক্রম সিং ওরফে নাতি রাজার সহযোগী সলমন নিহত হন। এই ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি তুলেছেন বিজেপি প্রার্থী অরবিন্দ পাতেরিয়া। অপরদিকে ইন্দোরের মহাউ এলাকায় দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতিতে পাঁচজন জখম হয়েছেন। গণ্ডগোলের খবর মিলেছে মোরেনা জেলার দিমানি আসন থেকেও। সেখানে এবার প্রার্থী হয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। সেখানে মারামারিতে দুজন আহত হয়েছেন। মোরেনারই সুমাওয়ালি বিধানসভা আসনকে আগেই সংবেদনশীল বলে আখ্যা দিয়েছিল কমিশন। সেখানে গোলমাল এড়াতে বিজেপি প্রার্থী অন্ডাল সিং কানসানা, কংগ্রেসের আজব সিং কুশওয়াহা এবং বসপার কুলদীপ সিং সিকারওয়ারকে এক জায়গায় বসায় পুলিশ। ঝাবুয়া আসনের কংগ্রেস প্রার্থী ড. বিক্রান্ত ভুরিয়ার নিরাপত্তারক্ষীকে লক্ষ্য করে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে পাথর ছোড়ে একদল লোক। ওই নিরাপত্তারক্ষী পাথরের আঘাতে জখম হয়েছেন। অন্যদিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের ছেলে নকুলকে ছিন্দওয়ারার একটি বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে।

তবে বিক্ষিপ্ত হিংসা সত্ত্বেও মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের অধিকাংশ আসনেই এদিন মানুষ উৎসবের মেজাজে ভোট দিয়েছেন। বিজেপি, কংগ্রেস মিলিয়ে মধ্যপ্রদেশের রাজনৈতিক মহারথীরা নিজেদের বুথে ভোট দিতে যান। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, কংগ্রেসের কমল নাথ, দিগ্বিজয় সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র প্রমুখ ভোট দেন। ভোট দানের পর কমল নাথ বলেন, 'মধ্যপ্রদেশের মানুষ দুর্নীতি, বেকারত্ব, কৃষক সমস্যা, ছোট ব্যবসায়ীদের সমস্যায় জেরবার। তাই তাঁরা এবার সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন।'

ছত্তিশগড়ে ভোট দেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল, উপমুখ্যমন্ত্রী টিএস সিং দেও, রাজ্য বিজেপির সভাপতি অরুণ সাও প্রমুখ। ভোটদানের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যে এবার একপেশে লড়াই হয়েছে। কোনও প্রতিযোগিতাই হয়নি।'

**একনজরে**

- মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে নির্বাচনের মধ্যে ঝরল রক্ত
- গোলমালে ছতরপুরে এক কংগ্রেস প্রার্থীর সহযোগী নিহত
- গণ্ডগোল মোরেনা, ইন্দোরের একাধিক আসনে
- ছত্তিশগড়ে মাও হামলার বলি এক আইটিবিপি জওয়ান। আহত গ্রামবাসী

# আটক শ্রমিকদের কাছাকাছি উদ্ধারকারীরা

**দেরাদুন, ১৭ নভেম্বর :** সুড়ঙ্গ দুর্ঘটনার পর ১২০ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। এখনও ধ্বংসস্তূপের ওপারেই আটকে ৪০ জন শ্রমিক। তাঁদের কাছে পৌঁছোতে আমেরিকায় তৈরি অনুভূমিক ড্রাই ড্রিলিং মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে খননকাজ চালাতে গিয়ে কিছু জায়গায় বাধা পেতে হচ্ছে উদ্ধারকারীদের। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলাবাহিনীর একটি সূত্র জানিয়েছে, বুধবার পর্যন্ত প্রায় ৫০ মিটার অংশে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ বাকি ছিল। এদিন বিকাল পর্যন্ত ২২ মিটার অংশে ড্রিলিং শেষ হয়েছে। বাকি অংশে ভারী পাথর, কংক্রিট ও কাদামাটি জমে রয়েছে। খুব সতর্কভাবে তার মধ্যে খনন করে শ্রমিকদের বার করে আনার উপযোগী পাইপ ঢোকানো হচ্ছে। খননের ফলে যাতে নতুন করে ধস না নামে সেই ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করছেন উদ্ধারকারীরা।

ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের ডিরেক্টর অংশু মনীশ খালকো বলেন, 'আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শ্রমিকদের কাছে পৌঁছোনোর চেষ্টা করছি। খননকাজে গতি আনতে ইন্দোর থেকে আরও একটি যন্ত্র এয়ারলিফট করে আনা হচ্ছে। সেটি শনিবার সকালের মধ্যে এখানে পৌঁছে যাবে। কোনও কারণে ব্যবহৃত যন্ত্রটি অকেজ হয়ে গেলে নতুনটি কাজে লাগানো হবে।' তিনি জানান, ধ্বংসস্তূপ খননের পর সেখানে ৬ মিটার দীর্ঘ পাইপ ঢোকানো হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া তেমন সময়সাপেক্ষ নয়। তবে ধস নামার আশঙ্কায় সতর্কভাবে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। ড্রিলিং মেশিনটি ডিজেলচালিত। সেটি সুড়ঙ্গের বদ্ধ জায়গায় কাজ করছে। তাই কম্প্রেসার ব্যবহার করে সেখানে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উদ্ধারকার্য চলছে। উত্তর কাশীর সুড়ঙ্গে। শুক্রবার। -পিটিআই

## হরিয়ানার ভূমিপুত্র সংরক্ষণ আইন খারিজ

**চণ্ডীগড়, ১৭ নভেম্বর :** আদালতে বড় ধাক্কা খেল হরিয়ানার মনোহরলাল খট্টার সরকার। শুক্রবার পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট বেসরকারি ক্ষেত্রের সমস্ত চাকরিতে রাজ্যের ভূমিপুত্রদের ৭৫ শতাংশ সংরক্ষণ অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করেছে। রাজ্য সরকারের আইনটি খারিজ করে দিয়ে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের বিচারপতি জিএস সন্ধ্যাওয়ালিয়া এবং বিচারপতি হরপ্রীত কাউর জীবনের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, 'হরিয়ানা স্টেট এমপ্লয়মেন্ট অফ লোকাল ক্যান্ডিডেটস অ্যাক্ট, ২০২০ অসাংবিধানিক এবং এই আইনটি সংবিধানের পর্ব-৩ (মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিভাগ)-এর পরিপন্থী।' আইনটির বিরুদ্ধে একাধিক শিল্পগোষ্ঠী হাইকোর্টে আবেদন করেছিল। হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কথা ভাবছে খট্টার সরকার।

এর আগে রাজ্যের যুবসমাজের জন্য বেসরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ করতে হরিয়ানা সরকারের উদ্যোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল বণিকসভা 'ফিকি'। সংস্থার সভাপতি উদয় শঙ্কর বলেছিলেন, 'হরিয়ানা সরকারের এই উদ্যোগ রাজ্যে শিল্পায়ন এবং বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনবে।' হরিয়ানার খট্টার এবং সহযোগী জননায়ক জনতা পার্টি (জেজেপি)-র নেতা তথা উপমুখ্যমন্ত্রী দুষ্মন্ত চৌতালা রাজ্যের যুবক-যুবতীদের চাকরির সুযোগ দিতে বেসরকারি ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ চাকরি বাধ্যতামূলকভাবে সংরক্ষিত রাখা হবে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য। মূলত জাঠ সম্প্রদায়কে তুষ্ট করার জন্যই আইনটি আনা হয়েছিল। এদিন হাইকোর্ট এই আইন খারিজ করে দেয়।

# কয়লা দুর্নীতি লোপাট করতেই বহিষ্কার

**বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর :** আদানি গোষ্ঠীর কয়লা কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দিতে মরিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই কারণেই তাঁকে বহিষ্কারের সুপারিশ করেছে লোকসভার প্রিভিলেজ কমিটি। সম্প্রতি এক জাতীয়স্তরের সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তাঁর অভিযোগ, এই ইস্যু যিনি সামনে আনবেন, তাঁকেই জব্দ করার কৌশল অবলম্বন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

প্রসঙ্গত, টাকার বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন বিতর্কে এই মুহূর্তে তোলপাড় জাতীয় রাজনীতি। বিশেষ করে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের আগে সরগরম দিল্লি। মহুয়ার বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে প্রশ্নের অভিযোগ সামনে এনেছেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। দুবাইনিবাসী ব্যবসায়ী হীরানন্দানীকে তাঁর লোকসভার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে মহুয়ার বিরুদ্ধে। কৃষ্ণনগর সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ব্যবসায়ী হীরানন্দানীর থেকে টাকা নিয়ে সংসদে প্রশ্ন তুলে আদানি গোষ্ঠীকে অস্বস্তিতে ফেলতে চেয়েছেন তিনি। পরোক্ষে আক্রমণ শানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধেও।

যদিও প্রথম থেকেই মহুয়া মৈত্র অভিযোগ করেছেন, আদানি গোষ্ঠীকে আড়াল করতে এবং তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করতে এথিক্স কমিটির মাধ্যমে তাঁকে বহিষ্কারের চক্রান্ত করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সাক্ষাৎকারে মহুয়া মৈত্র বলেন, 'আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ১৩,০০০ কোটি টাকার কয়লা কেলেঙ্কারি রয়েছে। অন্য কোনও দেশে এই ইস্যুতে সরকারের পতন হত। প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়টি খুব ভালো জানেন। সেই জন্য বিষয়টি যতটা সম্ভব আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'সরকার চালাচ্ছেন যৌথভাবে মোদি এবং আদানি। তাঁদের ইস্যু তুলতে প্রত্যেকে ভয় পাচ্ছেন। আমরা কয়েক জন সেটা করছি। সেই কারণেই তাঁদের জেলে ভরা বা চুপ করানোর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।'

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপিকে 'মিথ্যাবাদীদের দল' বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'প্রতিদিন তাঁরা ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছে। সমস্যাটা হল, সমস্ত সংবাদ মাধ্যমই নিয়ন্ত্রিত হয় মোদি এবং আদানি দ্বারা।' এরই মধ্যেই ২০১৬ সাল থেকে থমকে থাকা আদানি গোষ্ঠীর কয়লা আমদানিতে অনিয়মের তদন্ত ফের শুরু করতে চায় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তর। যাতে গোয়েন্দারা সিঙ্গাপুর থেকে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেন সুপ্রিম কোর্টের থেকে তার অনুমতি চাওয়া হয়েছে।

মহুয়া মৈত্র টুইটারে জানিয়েছেন, এই তদন্ত শুরুর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি। ভবিষ্যতে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আরও দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আনবেন বলেও জানিয়েছেন মহুয়া।

**অভিযোগ মহুয়ার**

## দেশে-দেশান্তরে

**সূর্যপ্রণাম...** ছটপুজো উপলক্ষ্যে যমুনা নদীতে একদল মহিলা। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

### জ্ঞানবাপী সমীক্ষার মেয়াদ বৃদ্ধির আর্জি

জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার মেয়াদ আরও ১৫ দিন বাড়ানোর ব্যাপারে আর্জি জানাল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা এএসআই। শুক্রবার কেন্দ্রের কৌঁসুলি অমিত শ্রীবাস্তব জানান, বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য তাঁদের আরও ১৫ দিন সময় লাগবে। সমীক্ষার কাজ শেষ হয়ে গেলেও কিছু টেকনিক্যাল রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে। তার জন্যই অতিরিক্ত

সময় চাওয়া হচ্ছে। বারাণসীর একটি আদালতের নির্দেশে মসজিদ চত্বরে ১০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে ওই সমীক্ষার কাজ চলে। এরপর সমীক্ষার কাজের সময়সীমা বাড়ানোর আর্জি জানায় এএসআই। সোমবার তার রিপোর্ট পেশ করার কথা ছিল। কিন্তু আদালতের কাছে এএসআইয়ের আধিকারিকরা আবেদন করেন, তাঁদের যেন আরও কিছু সময় বরাদ্দ করা হয়। সমীক্ষার জন্য অতিরিক্ত সময় দেওয়া হবে কিনা তার শুনানি হবে শনিবার। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের পাশে অবস্থিত জ্ঞানবাপী মসজিদের নীচে হিন্দু মন্দির রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল বারাণসীর আদালত। এলাহাবাদ হাইকোর্টও ওই নির্দেশ বহাল রাখে। মসজিদ কমিটি অবশ্য অভিযোগ করে, এএসআই বিনা অনুমতিতে যত্রতত্র খোঁড়াখুঁড়ি করছে।

### আড়াই মাস মালিকের মৃতদেহ আগলে কুকুর

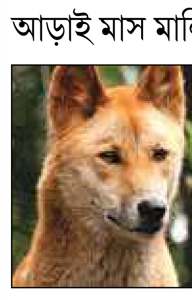

কুকুরের প্রভুভক্তির কথা হামেশাই শোনা যায়। কিন্তু মৃত প্রভুর দেহের পাশে ১০ সপ্তাহ বা আড়াই মাস বসে থাকা কি চাট্টিখানি কথা? রিচার্ড মুরের কুকুর ফেনি সেটাই করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো প্রদেশের পাগোসা স্প্রিংসের বাসিন্দা ৭১ বছর বয়সি রিচার্ড মুর তাঁর প্রিয় পোষ্য ফেনিকে নিয়ে পর্বতারোহণে বেরিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল ব্ল্যাকহেড হেড শৃঙ্গে ওঠার। ১৯ অগাস্ট বেরিয়ে আর ফেরেননি। আর্চিলেটা কাউন্টি শেরিফের কার্যালয় জানিয়েছে,অনেক খোঁজার পর রিচার্ডের দেহ মিলেছে স্যান হুয়ান পর্বতমালার চূড়া থেকে আড়াই কিমি দূরে। হাইপোথারমিয়ায় মৃত্যু হয়েছিল রিচার্ডের। মনিব মারা গেলেও ফেনি কিন্তু মনিবের দেহ ফেলে চলে যায়নি। খাদ্যাভাবে শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে যাওয়া ফেনি পশু হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

নাগ নাথিয়া উৎসবের আনন্দে বারাণসী ঘাটে ভিড় জমিয়েছেন পুণ্যার্থীরা। শুক্রবার।

### বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগে কুমারাস্বামীকে ৬৮,৫২৬ টাকা জরিমানা

বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগ উঠেছিল কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিএস নেতা এইচডি কুমারাস্বামীর বিরুদ্ধে। দীপাবলীতে তাঁর জেপি নগরের বাসভবনের আলো জ্বালানোর জন্য বেআইনিভাবে বিদ্যুৎ চুরি করেছিলেন তিনি। এর দায়ে তাঁকে ৬৮,৫২৬ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। কুমারাস্বামী বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগ অস্বীকার না করলেও জরিমানার বিষয়টিকে অন্যায় এবং বাড়াবাড়ি বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, যেভাবে তাঁকে জরিমানা করা হয়েছে এবং যে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে তাতে খামতি রয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়ার ছেলের সাফ কথা, তিনি কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বলেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চলছে।

‘দেখলাম আমি গরবা নাচছি’ ■ বড় দায়িত্ব সংবাদমাধ্যমকে

# ডিপফেক বিপজ্জনক : মোদি

**নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর :** রশ্মিকা মান্ধানা, ক্যাটরিনা কাইফ, কাজল, সারা তেন্ডুলকার প্রমুখ সেলেবের পর এবার ডিপফেক ভিডিওর জালে জড়ালেন খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে তৈরি ডিপফেক ভিডিওতে মোদিকে নাকি নাচতে দেখা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেই এ কথা জানিয়ে ডিপফেক ভিডিওর বিপদ নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘একটি ভিডিওতে দেখলাম আমি গান গাইছি ও গরবা নাচছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি স্কুলজীবনের পর আর কোনওদিন নাচানাচি করিনি।’

ডিপফেক হল এমনই একটি প্রোগ্রাম যা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ‘ডিপ লার্নিং টেকনোলজি’ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। মূলত এই পদ্ধতিতে অডিও, ভিডিও ও ছবিতে কারসাজি করে এমন কনটেন্ট বানানো হয়, যা দেখে আসল কি নকল তা বোঝার উপায় থাকে না।

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের ডিপফেক ভিডিও নিয়ে সতর্ক করে বলেন, একাধিক ডিপফেক ভিডিও সমাজমাধ্যমে ঘুরছে। এর বিপদ নিয়ে সতর্ক হতে হবে সকলকে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক ও দায়িত্বশীল হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। জনগণকে সচেতন করার দায়িত্ব সংবাদমাধ্যমের।

মোদি জানান, ডিপফেক নিয়ে চ্যাটজিপিটি টিমকেও উপযুক্ত পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের বলা হয়েছে, ওই ধরনের কোনও ভিডিও দেখামাত্র যেন তা মুছে ফেলা হয়। ডিপফেক ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া রুখতে বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চ্যাটজিপিটি ও অন্যান্য সমাজমাধ্যম পরিচালক সংস্থাকে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সাধারণ মানুষকে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আরও শিক্ষিত ও সচেতন করতে সংবাদমাধ্যম ও সমাজমাধ্যমকে দায়িত্ব নিতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ডিপফেকের বিপদ নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা।’ এরপরই প্রধানমন্ত্রীর সংযোজন, ‘ভিডিওতে দেখলাম, আমি গান গাইছি আর ঘুরে ঘুরে গরবা নাচছি। যাঁরা আমায় ভালোবাসেন তাঁরা তা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন তেমনই পাঠিয়েছেন অন্য লোকজনকেও। নয়াদিল্লিতে দীপাবলি মিলন উৎসবের দিন ওই ভিডিও করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। বিজেপির সদর দপ্তরে ওই ভিডিও করা হয়।’

প্রধানমন্ত্রীর বার্তাতেই স্পষ্ট, এটি তাঁরই ডিপফেক ভিডিও। সুপার ইমপোজ করা হয়েছে তাঁর ছবি। তিনি বিজেপির দীপাবলি মিলন উৎসবে হাজির থাকলেও সেখানে গান গাননি কিংবা গরবা নাচও করেননি। মোদি এদিন আরও বলেন, ‘উন্নত ভারতের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। সাধারণ মানুষের থেকে আমরা ভোকাল ফর লোকাল কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। কিন্তু প্রযুক্তির অপব্যবহার কাম্য নয়।’ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর বলেন, ডিপফেক তৈরি এবং প্রচার করলে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা ও ৩ বছরের জেলের বিধান রয়েছে।

কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি এবং যোগাযোগ মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজীব চন্দ্রশেখর আগেই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে এই ডিপফেক এবং কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এই ধরনের ভিডিও ছড়িয়ে গেলে তা নিয়ে অবিলম্বে পদক্ষেপ করার আর্জি রাখেন তিনি।

সম্প্রতি অভিনেত্রী রশ্মিকা মান্ধানার ডিপফেক ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর তড়িঘড়ি মুখ খোলে কেন্দ্র। রশ্মিকা কাণ্ডে কে বা কারা এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে তা জানার জন্য এফআইআর দায়ের করে শুরু হয়েছিল তদন্তও।

### ডিপফেক ভিডিও কীভাবে চিনবেন

- ■ অস্বাভাবিক চোখের নড়াচড়া
- ■ রং, আলো ও উজ্জ্বলতায় গরমিল
- ■ শরীরের বেঢপ আকৃতি বা নড়াচড়া
- ■ মুখমণ্ডলের অস্বাভাবিক নড়াচড়া
- ■ বিশ্রী ভঙ্গি বা শরীরী চালচলন

### কী করবেন

- ■ সমাজমাধ্যমে দেওয়া বা ভাগ করার আগে যাচাই করুন
- ■ বিষয়টির বিপদ নিয়ে অবগত থাকুন
- ■ সম্ভব হলে এআই শনাক্তকরণ সরঞ্জাম ব্যবহার করুন

### মোদির বার্তা

- ■ ডিপফেক ভিডিওর বিপদ নিয়ে জনগণের শিক্ষা ও সচেতনতা বাড়াতে হবে
- ■ ডিপফেক ভিডিও দেখামাত্র সমাজমাধ্যম থেকে তা মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চ্যাটজিপিটি টিমকে
- ■ ডিপফেক তৈরি এবং প্রচার করলে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা ও ৩ বছরের জেলের বিধান রয়েছে

# গ্লোবাল সাউথকে জোট বাঁধার ডাক

## বেসামরিক প্রাণহানির নিন্দা প্রধানমন্ত্রীর

**নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর :** ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষে বেসামরিক প্রাণহানি নিয়ে ফের উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর মতে, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি যেভাবে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে তাতে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির একসুরে কথা বলা জরুরি।

এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ গোলার্ধ সংলগ্ন দেশগুলিকে একসঙ্গে গ্লোবাল সাউথ বলে উল্লেখ করা হয়। এখানকার বেশিরভাগ দেশ উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত। দারিদ্র্য, সম্পদ বণ্টনে অসাম্য এই দেশগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তবে গ্লোবাল সাউথের অংশ হয়েও জনসংখ্যা এবং আর্থিক বৃদ্ধির নিরিখে ভারত, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা সহ কয়েকটি দেশের অগ্রগতি নজরকাড়া। গাজা সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে সেই গ্লোবাল সাউথকে একজোট হওয়ার বার্তা দিয়েছেন মোদি। শুক্রবার ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিটের দ্বিতীয় সংস্করণে ভার্চুয়াল বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘পশ্চিম এশিয়ার ঘটনাপ্রবাহ গোটা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির একসুরে কথা বলার এটাই সময়।’

তিনি আরও বলেন, ‘৭ অক্টোবর ইজরায়েলের ওপর হওয়া সন্ত্রাসবাদী হামলার নিন্দা করছে ভারত। একইসঙ্গে আমরা ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষে বেসামরিক মানুষের প্রাণহানিরও তীব্র নিন্দা করছি। একমাত্র আলোচনা ও কূটনীতির মাধ্যমে এই সংকটের সমাধান সম্ভব।’ তাঁর কথায়, ‘আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিম এশিয়ার উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে পরিবর্তিত বিশ্বের প্রতিফলন ঘটাতে গ্লোবাল সাউথ হল একটি অনন্য মঞ্চ।’ এ প্রসঙ্গে গ্লোবাল সাউথকে ৫সি কাঠামো তৈরির পরামর্শ দিয়েছেন মোদি। এগুলি হল- পরামর্শ (কনসালটেশন), যোগাযোগ (কমিউনিকেশন), সহযোগিতা (কোঅপারেশন), সৃজনশীলতা (ক্রিয়েটিভিটি) এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি (ক্যাপাসিটি বিল্ডিং)। এদিন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রতিনিধি রুচিরা কম্বোজের অভিযোগ, নিরাপত্তা পরিষদে গ্লোবাল সাউথের হয়ে বলার মতো কেউ নেই। নিরাপত্তা পরিষদে গ্লোবাল সাউথের প্রতিনিধিত্বের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

ভারতের সভাপতিত্বে জি২০ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সদস্য হয়েছে আফ্রিকান ইউনিয়ন। সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মোদি বলেন, ‘আমি সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ভুলতে পারি না, যখন ভারতের উদ্যোগে আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি২০-র স্থায়ী সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।’ দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক পরিসরে উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থে সওয়াল করছে ভারত। মূলত ভারতের উদ্যোগে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণসভা, জি২০, আসিয়ানের মতো বহুরাষ্ট্রিক মঞ্চ উন্নয়নশীল দেশগুলির মতপ্রকাশের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে গ্লোবাল সাউথকে মোদির বার্তা ভারতের সেই বিদেশনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

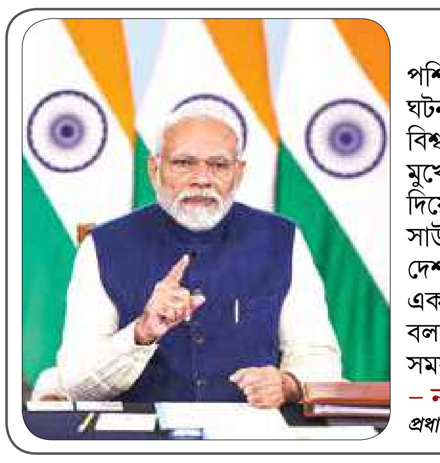

❝ পশ্চিম এশিয়ার ঘটনাপ্রবাহ গোটা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির একসুরে কথা বলার এটাই সময়।

– নরেন্দ্র মোদি
*প্রধানমন্ত্রী, ভারত*

## রাতভর গুলির লড়াইয়ে কুলগামে মৃত্যু ৫ লস্কর জঙ্গির

**শ্রীনগর, ১৭ নভেম্বর :** সেনা, সিআরপিএফ এবং পুলিশের যৌথ অভিযানে শুক্রবার ভোরে জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার পাঁচজন জঙ্গি নিহত হয়েছে। মৃতদের দেহ তল্লাশি করে কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও নিষিদ্ধ বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। তবে নিহত জঙ্গিদের পরিচয় জানা যায়নি।

পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা ওই এলাকায় আরও জঙ্গি লুকিয়ে থাকার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাই পুরো এলাকা ঘিরে চলছে তল্লাশি অভিযান। শুক্রবার রাতে পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযান চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, সূত্র মারফত খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে ৫টা থেকে দমহাল হাঞ্জি পোরা এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে নিরাপত্তাবাহিনী। নেহামার সামনো গ্রামে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের সঙ্গে রাতে শুরু হয় গুলির লড়াই।

কুলগাম জেলার ওই এলাকা দীর্ঘদিন ধরে ‘জঙ্গি উপদ্রুত’ বলে পরিচিত। হাঞ্জি পোরার অদূরে ওয়াইকে পোরা এলাকায় ২০২০ সালের অক্টোবরে বিজেপি যুব মোর্চার তিন নেতাকে খুন করেছিল লস্কর ঘনিষ্ঠ জঙ্গি সংগঠন ‘দ্য রেজিস্ট্যান্ট ফ্রন্ট’ (টিআরএফ)।

বুধবার উরি সেক্টরের কাছে নিয়ন্ত্রণরেখায় দুই জঙ্গি অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল। সেনাবাহিনীর হাতে দু’জনেরই মৃত্যু হয়। মৃতদের একজন বশির আহমেদ মালিক সীমান্ত সন্ত্রাসের অন্যতম মাথা ছিল দাবি সেনাবাহিনীর।

## আর্থিক সংস্থাগুলির শেয়ার দরে পতন

**মুম্বই, ১৭ নভেম্বর :** ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে আরও কঠোর হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। যার জেরে শুক্রবার আর্থিক সংস্থাগুলির শেয়ার দরে বড়সড়ো পতন নথিভুক্ত হয়েছে। স্টেট ব্যাংক থেকে অ্যাক্সিস ব্যাংক প্রায় সব সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের শেয়ারের দাম পড়েছে। অনুমোদিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কিছু ঋণে ঝুঁকির মাত্রা ২৫ পয়েন্ট বৃদ্ধি করেছে রিজার্ভ ব্যাংক। অর্থাৎ, এতদিন যেখানে ঝুঁকির মাত্রা ১০০ শতাংশ ছিল, এখন থেকে তা ১২৫ শতাংশ বলে গণ্য করতে হবে। তবে এই নিয়ম গৃহ ঋণ, শিক্ষা ঋণ, গাড়ি ঋণ এবং সোনা বন্ধকের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে না।

এর আগে ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং ফিনান্স কোম্পানিগুলিকে (এনবিএফসি) অভ্যন্তরীণ নজরদারি বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছিল আরবিআই। তারপর ঋণের ঝুঁকির মাত্রা নিয়ে কড়াকড়ির সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশের গভীর প্রভাব পড়েছে শেয়ার বাজারে। নেমেছে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারসূচক নিফটি ও সেনসেক্স। শুক্রবার বাজার বন্ধের সময় সেনসেক্স ছিল ৬৫,৭৯৪ পয়েন্টে। গতকালের চেয়ে ১৮৭ পয়েন্ট নীচে। ৩৩ পয়েন্ট নেমে নিফটি ১৯,৭৩১ পয়েন্টে স্থিতিশীল হয়েছে।

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার শেয়ার দরে পতনের হার ৩.৩৪ শতাংশ। একই প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছে অ্যাক্সিস ব্যাংক (৩ শতাংশ), কানারা ব্যাংক (২.৬৭ শতাংশ), ব্যাংক অফ বরোদা (২.৩১ শতাংশ), ফেডারাল ব্যাংক (১.৩৯ শতাংশ), এইচডিএফসি ব্যাংক (১.২৬ শতাংশ), আইসিআইসিআই ব্যাংক (১.১৬ শতাংশ), ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক (০.৮৯ শতাংশ)-এর শেয়ার দরে।

## নীতীশের নির্দেশিকা

**পাটনা, ১৭ নভেম্বর :** বিহারবাসীকে সুস্থ লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ২০১৬ সালে রাজ্যে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করেছিলেন। ধর্মীয় বিদ্বেষের প্রবল বিরোধী নীতীশ কুমার এবার সাম্প্রদায়িকতা রোধে রাজ্যে ধর্মীয় শোভাযাত্রায় কোনওরকম অস্ত্রবহন নিষিদ্ধ করলেন। বিহার সরকার বৃহস্পতিবার নির্দেশ জারি করে সব জেলাপুলিশকে বিষয়টি কার্যকর করার কথা জানিয়েছে। নির্দেশ না মানলে কড়া শাস্তির কথাও রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তায়। বলা হয়েছে, একমাত্র শিখেদের শোভাযাত্রায় শর্ত সাপেক্ষে ছাড় থাকবে।

ধর্মীয় শোভাযাত্রায় অস্ত্র না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, শোভাযাত্রার আয়োজন করতে চাইলে আয়োজকদের তরফে অন্ততপক্ষে পঁচিশজনকে আবেদনপত্রের সঙ্গে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে তাঁদের মিছিলে কেউ অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র বহন করবেন না।

*পুজোয় মগ্ন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। শুক্রবার রাজস্থানের সাগোয়ায়।*

## তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের তুফান, হুংকার রাহুলের

**হায়দরাবাদ, ১৭ নভেম্বর :** আসন্ন বিধানসভা ভোটে তেলেঙ্গানার মানুষ কংগ্রেসের তুফান দেখবে বলে হুংকার দিলেন রাহুল গান্ধি। ৩০ তারিখ রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে শুক্রবার রাজ্যে প্রচারে আসেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং রাহুল গান্ধি। খাম্মামের পিনাপাকায় এক জনসভায় রাহুল বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও জানতে চান কংগ্রেস কী কাজ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী সাহেব, যে স্কুল আর কলেজে আপনি পড়াশোনা করেছেন, সেগুলি কংগ্রেস তৈরি করেছে। যে রাস্তায় আপনি চলাফেরা করেন সেই রাস্তা তৈরি করেছে কংগ্রেস। কেসিআর জানতে পেরেছেন কংগ্রেসের তুফান আসছে তেলেঙ্গানায়। ওই ঝড়ে কেসিআর এবং ওঁর দলকে আর তেলেঙ্গানায় খুঁজে পাওয়া যাবে না।’

রাহুল বলেন, ‘তেলেঙ্গানা নামে পৃথক রাজ্য এবং হায়দরাবাদকে বিশ্বের তথ্যপ্রযুক্তির রাজধানীতে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি পালন করেছে কংগ্রেস।’ তেলেঙ্গানার লড়াইকে দোরালা বনাম প্রজালার লড়াই বলে আখ্যা দিয়ে রাহুল বলেন, ‘কেসিআর শুধুমাত্র একটি পরিবারের স্বপ্ন পূরণে ব্যস্ত। যে সমস্ত দপ্তর থেকে রাজস্ব আয় হয় আবগারি, বালি সহ সেই সমস্ত দপ্তর মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের হাতে রয়েছে। কেসিআরের দুর্নীতির প্রতীক তেলেঙ্গানার সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। কালেশ্বরম প্রকল্পের নাম করে জনতার থেকে ১ লক্ষ কোটি টাকা চুরি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।’ বিআরএস, বিজেপি এবং এআইমিম একসঙ্গে কাজ করছে বলেও তোপ দাগেন রাহুল। কংগ্রেস যে ৬টি গ্যারান্টির কথা বলেছে সেগুলি জানিয়ে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি বলেন, ‘আমাদের প্রথম লক্ষ্য হল তেলেঙ্গানার একটি জনতার সরকার তৈরি করা। তারপর আমরা দিল্লি থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারকে উৎখাত করব।’

এদিন তেলেঙ্গানার জন্য কংগ্রেসের নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশ করেন দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বলেন, ‘এই ইস্তাহার আমাদের কাছে গীতা, কোরান, বাইবেলের সমান। আমরা সরকারে এলে যে ৬টি গ্যারান্টির কথা বলেছি সেগুলি মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকের পরই কার্যকর করা হবে। কংগ্রেস তেলেঙ্গানার মানুষকে সামাজিক ন্যায়, আর্থিক ক্ষমতায়ন এবং বাধাবিঘ্নহীন প্রগতি দিতে বদ্ধপরিকর।’ বিজেপি ও বিআরএসকে একযোগে বিঁধে খাড়গে বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও যতই চেষ্টা করুন, কংগ্রেস এবার ক্ষমতায় আসছে। কারণ মানুষ এখানে হওয়া দুর্নীতিগুলির ব্যাপারে ওয়াকিবহাল।’

# গাজায় খাদ্যাভাবের শঙ্কা রাষ্ট্রসংঘের

## ইজরায়েলি বন্দিদের দেহ উদ্ধার

**গাজা, ১৭ নভেম্বর :** অবরুদ্ধ গাজা স্ট্রিপ। উত্তর গাজাকে নিয়ন্ত্রণে আনার পর এবার ধীরে ধীরে দক্ষিণ গাজার দিকে এগোচ্ছে কয়েক হাজার ইজরায়েলি সৈন্য। তাঁদের সুরক্ষা দিচ্ছে কয়েকশো ট্যাংক এবং সাঁজোয়া গাড়ি। এদিকে হামাসের শক্ত ঘাঁটি দক্ষিণ গাজায় ক্রমাগত বোমাবর্ষণ করছে ইজরায়েলি বায়ুসেনা। ওই এলাকায় যুদ্ধের তীব্রতা যে আরও বাড়বে তা বুধবার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওইদিন যুদ্ধবিমান থেকে লিফলেট ফেলে দক্ষিণ গাজার বাসিন্দাদের অন্যত্র সরে যেতে বলেছে ইজরায়েলি বাহিনী। নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ২৩ লক্ষ মানুষের জনপদে।

এদিকে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ডাক দিয়েছে হামাস। আল শিফা হাসপাতাল চত্বরে তাদের সঙ্গে ইজরায়েলি সেনার তুমুল সংঘর্ষের খবর মিলেছে। ইজরায়েলি বন্দিদের খুনের অভিযোগ উঠেছে হামাসের বিরুদ্ধে। আল শিফা হাসপাতালের কাছে একটি বাড়ি থেকে নোয়া মার্সিয়ানো নামে একজন ইজরায়েলি সেনার দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ৭ অক্টোবর তাঁকে অপহরণ করেছিল হামাস জঙ্গিরা। ইজরায়েলের দাবি, নোয়াকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। শুক্রবার উত্তর গাজা থেকে উদ্ধার হয়েছে আরও একজন ইজরায়েলি বন্দির দেহ।

স্থল অভিযানের শুরুতে উত্তর গাজা থেকে প্যালেস্তিনীয়দের সরে যেতে বলেছিল ইজরায়েল। সেখানকার ১১ লক্ষ বাসিন্দার বড় অংশ ইতিমধ্যে দক্ষিণ গাজার বিভিন্ন ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। এবার ওই এলাকা খালি করার নির্দেশ জারি হওয়ায় পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। ঘটনায় উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রসংঘ। তাদের ত্রাণ ও উদ্বাস্তু সংস্থার প্যালেস্তাইন শাখার প্রতিনিধি জুলেট্টি তৌমা বলেন, ‘গাজায় আন্তর্জাতিক ত্রাণ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনতে পারছি না। এভাবে চলতে থাকলে এখানে খাদ্যাভাব অবশ্যম্ভাবী। লক্ষ লক্ষ মানুষ বিপর্যয়ের শিকার হবেন।’ গাজায় অবিলম্বে খাবার, ওষুধ ও জ্বালানির জোগান স্বাভাবিক করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

তৌমার সাফ কথা, ‘রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব খাদ্য প্রকল্প গাজায় অকার্যকর হয়ে পড়েছে। সেখানে খাবার ও পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। গাজাবাসী ভয়াবহ খাদ্যাভাবের মুখোমুখি হতে চলেছেন।’ গাজায় অবিলম্বে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার দাবি করেছে ইরান, সৌদি আরব এবং তুরস্ক। ইজরায়েলি হামলার বিরোধিতায় সরব হয়েছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। দলের নেতা জয়রাম রমেশের দাবি, গাজায় ইজরায়েলি হামলা ঠেকাতে মোদি সরকারের উচিত আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওপর চাপ সৃষ্টি করা।

গাজা অভিযানের জেরে ইজরায়েল যখন আন্তর্জাতিক মঞ্চে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে সেই সময় নেতানিয়াহু সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা। ইজরায়েলের পক্ষ নিয়ে মার্কিন বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেন, ‘গাজা দখল করবে না ইজরায়েল। ওই এলাকা যাতে ফের সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিতে পরিণত না হয় শুধু সেটা নিশ্চিত করা হচ্ছে।’ ঘটনাচক্রে এদিনই গাজায় বেসামরিক প্রাণহানির কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। মৃত্যুমিছিলের দায় হামাসের ওপর চাপিয়েছেন তিনি।

এক সাক্ষাৎকারে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘যে-কোনো বেসামরিক মৃত্যু দুঃখজনক। এটা কাম্য নয়। বেসামরিক নাগরিকদের বাঁচাতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। কিন্তু তাঁরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হন সেজন্য সবরকমভাবে সক্রিয় হামাস।’ নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, গাজার বাসিন্দাদের ইজরায়েলি অভিযান সম্পর্কে আগাম সতর্ক করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, ‘আমরা লিফলেট ফেলছি। ওঁদের ফোন করে সতর্ক করছি। বলছি, চলে যান। অনেকে ইতিমধ্যে সরে গিয়েছেন।’

*একের পর এক ইজরায়েলি মিসাইল আছড়ে পড়ছে গাজায়। আহতদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন প্যালেস্তিনীয়রা।*

## ফের অশান্ত হরিয়ানার নুহ

**চণ্ডীগড়, ১৭ নভেম্বর :** হরিয়ানার নুহ ফের অশান্ত। বিশাল পুলিশবাহিনী মারমুখী দুই পক্ষকে সামলে রেখেছে। ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে নুহ শহরে।

পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ স্থানীয় মহিলারা মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার সময় আক্রান্ত হন। ইটের আঘাতে জখম হন অন্তত ৮ জন মহিলা। স্থানীয় একটি মসজিদ থেকে তাঁদের ওপর ইট-পাটকেল উড়ে আসে বলে অভিযোগ। শুক্রবার সকালে স্থানীয় বিধায়ক আফতাব আহমেদ ঘটনাস্থলে যান এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি এলাকাবাসীকে অনুরোধ করেন প্ররোচনায় পা না দিতে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে।

নুহর পুলিশ সুপার নরেন্দ্র বিজর্নিয়া বলেন, ‘কয়েকজন মহিলা ‘কুয়ান পূজন’ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার পথে আক্রান্ত হন। একটি মাদ্রাসা থেকে কিছু নাবালক তাঁদের নিশানা করে পাথর ছোড়ে বলে জানা গিয়েছে।’

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তে গোলমাল ছড়িয়ে পড়ে ওই এলাকায়। পুলিশ দু’পক্ষকে সরিয়ে দিলেও শুক্রবার রাত পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে গিয়েছেন।

### মহিলাদের নিশানা করে ইটবৃষ্টি, জখম ৮

এবছর জুলাইয়ে হরিয়ানার এই মিশ্র বসত এলাকায় সাম্প্রদায়িক হিংসায় দুই পুলিশ কর্মী সহ ৬ জনের মৃত্যু হয়। ওই ঘটনার জেরে গুরুগ্রামে মসজিদের মধ্যে খুন হন এক অল্পবয়সি ইমাম।

এদিকে হরিয়ানার নুহ শহরের গোলমালের আঁচ পড়েছে পড়শি রাজ্য রাজস্থানেও। ২৫ নভেম্বর ওই রাজ্যে ভোটগ্রহণ হবে। তার আগে রাজপুতানায় যথেষ্ট রাজনৈতিক উত্তেজনা রয়েছে। নুহর জের সেই রাজ্যেও পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রশাসনের। জুলাই মাসের গোলমালের সময়েও মরুরাজ্যে অশান্তির আঁচ পড়েছিল। কংগ্রেস অভিযোগ করেছিল, রাজস্থানে বিধানসভা ভোটের অঙ্ক মেলাতে ছক কষেই হিন্দুত্ববাদীরা নুহতে সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি করেছে। সেই নুহতে ফের গোলমাল শুরু হওয়ায় অশোক গেহলট সরকারের কপালে চওড়া ভাঁজ পড়েছে।

## পঞ্জাবে পুলিশ খুন

**চণ্ডীগড়, ১৭ নভেম্বর :** শুক্রবার পঞ্জাবের অমৃতসরের খানকোটে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের হাতে গুলিতে পুলিশের এক এএসআই মারা গেলেন বলে অভিযোগ। মৃতের নাম স্বরূপ সিং। তিনি জান্দিয়ালা গুরু থানার কর্মী।

হাইকোর্টে যাওয়ার মুখে তাঁকে গুলি করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে গিয়েছে পঞ্জাবে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। শিরোমণি অকালি দলের সাধারণ সম্পাদক বিক্রম সিং মাজিথিয়া রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকেই দায়ী করেছেন। অমৃতসরের ডিএসপি সুচা সিং পাল জানিয়েছেন, এএসআই খুন হওয়ার ঘটনায় কোনও রাজনৈতিক কারণ জড়িয়ে নেই। এটা ব্যক্তিগত শত্রুতার বিষয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

# ইয়েমেনে মালয়ালি নার্সের মৃত্যুদণ্ডের সাজা

**সানা, ১৭ নভেম্বর :** এক ইয়েমেনিকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন ইয়েমেনে বন্দি এক ভারতীয় নার্স। ইয়েমেনে কর্মরত নার্সের নাম নিমিশা প্রিয়া। তাঁর জন্ম কেরলে। ২০১১ সাল থেকে প্রিয়া ইয়েমেনের সানায় সেবিকার কাজে নিয়োজিত। তাঁর মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি বাতিলের আবেদন সোমবার বাতিল করেছে ইয়েমেনের সুপ্রিম কোর্ট।

২০১৭ সাল থেকে বন্দি নিমিশা। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, অচেতন হওয়ার ইঞ্জেকশন দিয়ে তিনি তালাল আবদো মেহদি নামে এক ইয়েমেনির মৃত্যু ঘটিয়েছেন। এই ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত নিমিশাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। একটি সূত্র জানিয়েছে, তালালের দখলে থাকা পাসপোর্ট উদ্ধারের জন্য তাঁকে ওই ইনজেকশন দিয়েছিলেন নিমিশা। উদ্দেশ্য ছিল ইনজেকশনের ঘোরে তালাল আচ্ছন্ন হয়ে গেলে তিনি পাসপোর্ট উদ্ধার করে নেবেন। তা হয়নি। ইনজেকশনের মাত্রা বেশি হওয়ায় তালাল মারা যান।

প্রিয়ার আট বছরের সন্তান রয়েছে। তাঁর মুক্তির জন্য প্রিয়ার মা দিল্লি হাইকোর্টে ইয়েমেনে যাওয়ার অনুমতি চান। এবছরের শুরুতে তিনি আবেদন করেছিলেন। পাশাপাশি ইয়েমেনে গিয়ে নিহতর পরিবার ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার দিল্লি হাইকোর্ট মোদি সরকারকে প্রিয়ার মায়ের অনুরোধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লি হাইকোর্টকে জানিয়েছে, নিমিশার ভাগ্য এখন নির্ভর করছে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্টের ওপর। নিমিশার আইনজীবী সুভাষ চন্দরন কেআর আদালতে জানিয়েছেন, ফাঁসির মঞ্চ থেকে মেয়েকে বাঁচানোর আর একটি উপায় হতে পারে মৃতের পরিবারকে মৃত্যুর পরিবর্তে আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা ‘ব্লাড মানি’ নিতে রাজি করানো সম্ভব হলে। আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিষয় এবং তার পরিমাণ নিয়ে মৃতের পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রিয়ার মা ইয়েমেনে যেতে চান।

*নিমিশা প্রিয়া : আলোচনার কেন্দ্রে।*

# কাজের কথা

# স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরে অ্যাসিস্ট্যান্ট সহ বিভিন্ন পদে চাকরি

## আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর

ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মী নিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ, দিল্লির ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল, জেনারেল মেডিকেল স্টোর ডিপো, চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইন্সটিটিউট সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান।

**যে পদে নিয়োগ করা হবে:**

১. ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট
শূন্যপদ ঃ এখানে মোট ৬৯টি শূন্যপদ রয়েছে।
২. ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট
শূন্যপদ ঃ এখানে মোট ২টি শূন্যপদ রয়েছে।
৩. রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট
শূন্যপদ ঃ এখানে মোট ১২টি শূন্যপদ রয়েছে।
৪. হেলথ ইন্সপেক্টর
শূন্যপদ ঃ এখানে মোট ৭০টি শূন্যপদ রয়েছে।
৫. এক্স-রে টেকনিশিয়ান
শূন্যপদ ঃ এখানে ১টি শূন্যপদ রয়েছে।
৬. নার্সিং অফিসার
শূন্যপদ ঃ এখানে মোট ১৫টি শূন্যপদ রয়েছে।
৭. ওয়ার্ড বয়
শূন্যপদ ঃ এখানে মোট ১২টি শূন্যপদ রয়েছে।
৮. স্যানিটেশন
শূন্যপদ ঃ এখানে মোট ২৯টি শূন্যপদ রয়েছে।
৯. প্যারা মেডিকেল ওয়ার্কার
শূন্যপদ ঃ এখানে মোট ১১টি শূন্যপদ রয়েছে।
১০. ফিল্ড ওয়ার্কার
শূন্যপদ ঃ এখানে মোট ১৪০টি শূন্যপদ রয়েছে।

এছাড়াও ল্যাবোরেটরি টেকনিশিয়ান, ইনসেক্ট কালেক্টর, ফিজিওথেরাপিস্ট সহ বিভিন্ন পদ রয়েছে এখানে।

মোট ৬৪ ধরনের পদ রয়েছে। সমস্ত পদ মিলিয়ে মোট ৪৮৭টি শূন্যপদ আছে। পদগুলি সমস্ত গ্রুপ বি এবং সি পদের।

**নিয়োগ পদ্ধতি:** কম্পিউটার টেস্ট এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে এখানে নিয়োগ করা হবে।

**যোগ্যতা:** এখানে মোট ৬৪ ধরনের পোস্ট আছে। প্রতিপদের জন্য আলাদা আলাদা যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে।

কোনো নির্দিষ্ট পদে আবেদন করার জন্য সেই পদের জন্য যে যোগ্যতা চাওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্দিষ্ট লিংক ক্লিক করে অফিশিয়াল নোটিশটি ডাউনলোড করুন।

**বয়সসীমা:** প্রতিটি পদের জন্য বিভিন্ন বয়সসীমা রাখা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৪০ বছর বয়সের মধ্যে যে সব যোগ্য প্রার্থী আছেন, তারা বয়স অনুসারে নির্দিষ্ট পদে আবেদন যোগ্য। তবে সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থীদের বয়সে ছাড় দেওয়া হবে সরকারি নিয়মে।

**বেতনক্রম:** পদ অনুযায়ী আলাদা পে স্কেল রয়েছে। সর্বনিম্ন পে লেভেল ১ থেকে সর্বোচ্চ পে লেভেল ১০ পর্যন্ত পদ অনুসারে মাসিক বেতন দেওয়া হবে।

আবেদন পদ্ধতি

অনলাইনে আবেদন করতে হবে। এর জন্য aiihph.gov.in ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের রেজিস্টার করে তারপর তথ্য দিয়ে ফর্মটি ফিলাপ করতে হবে। এরপরে আবেদন মূল্য জমা দিয়ে ফর্মটি সাবমিট করতে হবে।

**আবেদন মূল্য:** জেনারেল প্রার্থীদের ৬০০ টাকা এবং এসসি, এসটি, মহিলা প্রভৃতি প্রার্থীদের জন্য কোনো আবেদন মূল্য ধার্য করা হয়নি।

**গুরুত্বপূর্ণ তারিখ:** আবেদন করার শেষ তারিখ ঃ ৩০ নভেম্বর অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট প্রকাশ।

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে লিখিত পরীক্ষা।

ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ফল প্রকাশ।

ডিসেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন।

# আইসিএমআরে প্রোজেক্ট টেকনিসিয়ান, লিখিত পরীক্ষা ছাড়াই চাকরি

## আবেদন করা যাবে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত

আইসিএমআর, সেন্টার ফর এজিং অ্যান্ড মেন্টাল হেলথে কলকাতাতে তিন ধরনের শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করা হবে। নূন্যতম যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। পদগুলি চুক্তিভিত্তিক।

যে পদে নিয়োগ করা হবে

১. প্রোজেক্ট টেকনিক্যাল সাপোর্ট শূন্যপদ ঃ ২টি শূন্যপদ রয়েছে। যোগ্যতা ঃ আবেদন করার জন্য প্রার্থীদের সাইকোলজিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা গ্র্যাজুয়েশনের সঙ্গে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়সসীমা ঃ সর্বোচ্চ ৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা এখানে আবেদন করতে পারবেন।

বেতন ঃ মাসিক ৩৫৫৬০ টাকা বেতন দেওয়া হবে প্রার্থীদের।

২. প্রোজেক্ট টেকনিক্যাল সাপোর্ট শূন্যপদ ঃ ৩টি শূন্যপদ রয়েছে। যোগ্যতা ঃ আবেদন করার জন্য প্রার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক পাশের সঙ্গে MIT/DMIT ডিপ্লোমা এবং ৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়সসীমা ঃ সর্বোচ্চ ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা এখানে আবেদন করতে পারবেন।

বেতন ঃ মাসিক ২৫৪০০ টাকা বেতন দেওয়া হবে কর্মীদের।

৩. প্রোজেক্ট রিসার্চ সায়েন্টিস্ট

শূন্যপদ ঃ ১টি শূন্যপদ রয়েছে।

যোগ্যতা ঃ আবেদন করার জন্য প্রার্থীদের মাস্টার্স ডিগ্রি সহ পিএইচডি ডিগ্রি থাকতে হবে। বয়সসীমা ঃ সর্বোচ্চ ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা এখানে আবেদন করতে পারবেন।

বেতন ঃ মাসিক ৮৫০৯০ টাকা বেতন দেওয়া হবে প্রার্থীদের।

**নিয়োগ পদ্ধতি**

ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে প্রার্থীদের।

**আবেদন পদ্ধতি**

এখানে আবেদন করতে হবে অফলাইনে। এর জন্য নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি তথ্য দিয়ে একটি সিভি তৈরি করতে হবে। এরপর নিজেদের ছবি এবং স্বাক্ষর বসিয়ে সেটিকে পাঠিয়ে দিতে হবে নীচের ঠিকানায়। আবেদন জমা দেওয়ার ঠিকানা আইসিএমআর, ডি পি ব্লক, বিধাননগর, কলকাতা-৯১।

**গুরুত্বপূর্ণ তারিখ**

২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই পদগুলিতে আবেদন করা যাবে। ইন্টারভিউয়ের তারিখ ২৪ ডিসেম্বর, সকাল ১০টা।

# এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাকরি

**আবেদনের শেষ তারিখ ৮ ডিসেম্বর**

এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন বা সংক্ষেপে EPFO-তে অনেকগুলি শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করা হবে। দুই ধরনের পদ রয়েছে এখানে। প্রতিটি রাজ্যের জন্য বিভিন্ন শূন্যপদ রয়েছে।

**যে পদে নিয়োগ করা হবে**

১. অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার

শূন্যপদ ঃ ১৯টি শূন্যপদ রয়েছে। বেতন ঃ প্রার্থীদের মাসিক ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা বেতন বাবদ দেওয়া হবে। ২. অডিটর **শূন্যপদ:** ৩৭টি শূন্যপদ রয়েছে। বেতন ঃ প্রার্থীদের মাসিক ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা বেতন বাবদ দেওয়া হবে। **যোগ্যতা:** কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী হলেই এখানে দুটি পদে আবেদন করা যাবে।

**বয়সসীমা:** সর্বোচ্চ ৫৬ বছর বয়স পর্যন্ত যাদের বয়স, তারা এখানে আবেদন করতে পারবেন।

**নিয়োগ পদ্ধতি:** ডেপুটেশনের মাধ্যমে এখানে প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে।

**আবেদন পদ্ধতি:** আবেদন করতে হবে অফলাইনে। অফলাইনে আবেদন করার জন্যে নীচের লিঙ্কটি ক্লিক করে অফিসিয়াল নোটিসটি ডাউনলোড করে নিতে হবে।

আবেদনপত্রটি প্রিন্ট করিয়ে প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ফর্মটি ফিলাপ করতে হবে। ফর্মের সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথি সংযুক্ত করার সঙ্গ সঙ্গে নিজেদের পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং সাইন সঠিক জায়গায় করে ফর্মটিকে পাঠাতে হবে নীচের ঠিকানায়।

আবেদন জমা দেওয়ার ঠিকানা

Shri Shahid Iqbal, Regional Provident Fund Commissioner—I (HRM—III), havishyaNidhiBhawan, 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi—110066

আবেদনের সময়সীমা ৮ ডিসেম্বর।

# বিদ্যুৎ সংস্থায় প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ

## আবেদন করার শেষ দিন ২৩ নভেম্বর

পাওয়ার ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বিদ্যুৎ সংস্থা। এখানে দুই বছরের চুক্তিতে কর্মীদের নিয়োগ করা হবে। ইচ্ছুক প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন জানাতে হবে।

যে পদে নিয়োগ করা হবে

১. প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর

শূন্যপদ ঃ মোট ২২টি শূন্যপদ রয়েছে এখানে।

যোগ্যতা ঃ ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন/আইটি/ সিএস-এ বিই/বিটেক ডিগ্রি থাকলেই এখানে আবেদন করা যাবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নূন্যতম ৬ বছরের এবং ১০ বছরের কম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

২. প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর

শূন্যপদ ঃ মোট ৩টি শূন্যপদ রয়েছে এখানে।

যোগ্যতা ঃ এমবিএ ডিগ্রি থাকলেই এখানে আবেদন করা যাবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নূন্যতম ৩ বছরের অথবা ৬ বছরের এবং ১০ বছরের কম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়সসীমা

সর্বোচ্চ ৪৫ বছরের মধ্যে যাদের বয়স, তারা এই পদে আবেদন করতে পারবেন।

মাসিক বেতন

৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে, প্রার্থীদের ৬৬০০০ টাকা এবং ৬ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে প্রার্থীদের ৮৭০০০ টাকা বেতন দেওয়া হবে।

নিয়োগ পদ্ধতি

অভিজ্ঞতা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে এখানে প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে।

আবেদন পদ্ধতি

এখানে প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। এর জন্য www.pfcindia.com ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের রেজিস্টার করে তারপর নিজেদের যাবতীয় তথ্য বিস্তারিত ভাবে দিয়ে ফর্মটি ফিলাপ করতে হবে। এরপরে আবেদন মূল্য জমা দিয়ে ফর্মটি সাবমিট করতে হবে।

আবেদন মূল্য

এখানে প্রার্থীদের ১০০ টাকা করে দিতে হবে এবং তপশিলি জাতি, উপজাতি, আর্থিকভাবে দুর্বল প্রভৃতি প্রার্থীদের জন্য কোনো আবেদন মূল্য ধার্য করা হয়নি।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

২৩ নভেম্বর এখানে অনলাইনে আবেদন করার শেষ দিন।

# ডাক বিভাগে গ্রুপ-সি চাকরি

## আবেদনের শেষ তারিখ ৯ ডিসেম্বর

ভারত সরকারের পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের তরফে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে বহুসংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা হবে। এখানকার সমস্ত পোস্টগুলিই গ্রুপ সি পদের জন্য।

তবে কেবলমাত্র মেধাবী স্পোর্টস ব্যক্তিরাই এই পোস্টগুলিতে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে।

যে পদে নিয়োগ করা হবে

১. পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট

শূন্যপদ ঃ ৫৯৮টি শূন্যপদ আছে এখানে।

যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েশনের সঙ্গে কম্পিউটারের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

২. সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট

শূন্যপদ ঃ ১৪৩টি শূন্যপদ আছে এখানে।

যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েশনের সঙ্গে কম্পিউটারের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩. পোস্টম্যান এবং মেল গার্ড

শূন্যপদ ঃ ৫৮৫টি শূন্যপদ রয়েছে এখানে।

যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশের সঙ্গে কম্পিউটারের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৪. মাল্টি টাস্কিং স্টাফ

শূন্যপদ ঃ ৫৭০টি শূন্যপদ রয়েছে এখানে।

যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশের সঙ্গে কম্পিউটারের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৪. মেইল গার্ড

শূন্যপদ ঃ ৩টি শূন্যপদ রয়েছে এখানে।

যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশের সঙ্গে কম্পিউটারের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়সসীমা

১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে যাদের বয়স, তারা এখানে আবেদন করতে পারবেন।

বেতন

পদ অনুযায়ী লেভেল ১ থেকে লেভেল ৪ পর্যন্ত বেতন দেওয়া হবে।

নিয়োগ পদ্ধতি

স্পোর্টস কোটার মাধ্যমে এখানে প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে।

আবেদন পদ্ধতি

এখানে আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদন করার জন্যে https://indiapostgdsonline.gov.in/ ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রার্থীদের নিজেদেরকে রেজিস্টার করতে হবে। এরপর নিজেদের তথ্য দিয়ে আবেদনপত্রের ফর্মটি ফিলাপ করতে হবে। এবার নিজেদের ছবি এবং সই আপলোড করতে হবে। অবশেষে আবেদন মূল্য দিয়ে, আবেদনপত্রের ফর্মটি সাবমিট করে দিতে হবে।

আবেদন মূল্য

মহিলা এবং এসসি, এসটি প্রভৃতি প্রার্থীদের জন্য কোনো আবেদন মূল্য নেই, তবে জেনারেল, ওবিসি এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পুরুষ প্রার্থীদের ১০০ টাকা আবেদন মূল্য বাবদ দিতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

আবেদনের শেষ তারিখ ৯ ডিসেম্বর।


এক বিজ্ঞাপনে বিয়ে

ছেলে বা মেয়ের বিয়ে দেবেন?

পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন?

আপনার মুশকিল আসানে হাজির

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আপনার বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে আমাদের ই-পেপারেও প্রকাশিত হওয়ার সুবাদে, পাত্র-পাত্রী সংবাদ এখন পৌঁছে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশ থেকে বিদেশে। ১৬২টি দেশে ছড়িয়ে আছেন আমাদের পাঠক। যেখানেই উত্তরবঙ্গবাসী সেখানেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আমাদের পাত্র-পাত্রী কলামে একটি বিজ্ঞাপনেই চার হাত এক হওয়ার নজির অজস্র

তাই শুভ কাজে আর দেরি কেন? আজই বিজ্ঞাপন দিন উত্তরবঙ্গ সংবাদে, আমাদের অফিসে এসে, আমাদের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ কেন্দ্রে অথবা শুধুমাত্র একটা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে।

9064849096

শিলিগুড়ি : 0353-2524722, জলপাইগুড়ি : 9641289636, কোচবিহার : 9883550805, আলিপুরদুয়ার : 9883539878, মালদা : 9800585950, রায়গঞ্জ : 9531538275, বালুরঘাট : 9434220500, কলকাতা : 9073204040

এছাড়াও উত্তরবঙ্গ জুড়ে ছড়িয়ে আছে আমাদের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ কেন্দ্র

## বইটই

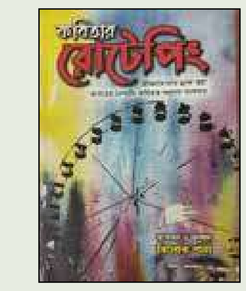

### কবিতার নাগরদোলা

রোটেপিং মানে নাগরদোলা আর নাগরদোলা মানে এই আকাশে তোলা তো এই আছড়ে ফেলা। ৫১ জন কবির ৬৭টি কবিতা নিয়ে অভিনব এক সংকলন **কবিতার রোটেপিং** নিয়ে ভূমিকা লিখতে গিয়ে বইটির বিষয়ে এমনটাই লিখেছেন বিমল লামা। এই সংকলনে যে সমস্ত কবিতা ঠাঁই পেয়েছে সবই নেপালি কবিতা। যাঁদের কবিতা ঠাঁই পেয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি মনপ্রসাদ সুব্বা, মোহন ঠকুরি, মনোজ বোগটি, ডঃ জীবন নামদুঙ, উদয় থুলুঙ, টিকা ভাই, কমল রেগমি, কর্ণ বিরহ, ভবানী অধিকারী। রয়েছে কলেজ পড়ুয়া কৃতিকা দাহালের কবিতাও। সমস্ত কবিতাই বাংলায় অনুবাদ করে এই সংকলনে পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সমস্ত কাজের পিছনে রয়েছেন বিলোক শর্মা। দুই ভাষার মেলবন্ধনে কবি বিলোকের এই প্রয়াস প্রচুর প্রশংসার দাবিদার। সংযোগ লামার আঁকা প্রচ্ছদটি বেশ।

### স্মরণে অজিত

উত্তরের সাহিত্য আকাশে কবি ও ছড়াকার অজিত রায় এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বাংলাদেশে জন্ম। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ঘুরে জলপাইগুড়িতে থিতু হওয়া। জীবনে বহু কষ্ট করেছেন, তারই মাঝে দাপটে সাহিত্যচর্চা চালিয়ে গিয়েছেন। স্ত্রী বেলা রায় ছিলেন যোগ্য সহধর্মিণী। আমৃত্যু স্বামীকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। অজিতের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা তিন। নাটক দারুণ ভালোবাসতেন। তাস খেলতেও ছিলেন সমান আগ্রহী। নানা গুণে সমৃদ্ধ মানুষটিকে নিয়ে কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে **কবি ও ছড়াকার অজিত রায়ের ১১০তম জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি**। সম্পাদনায় গুণী মানুষটিরই ছেলে জ্যোতিপ্রসাদ রায়। অজিতবাবুকে নিয়ে স্মৃতিচারণা নিয়ে কলম ধরেছেন অনেকেই। ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষের অনুরোধেই এই সংকলনের চিন্তাভাবনা বলে জ্যোতিপ্রসাদ জানিয়েছেন। সংগ্রহযোগ্য সংকলন।

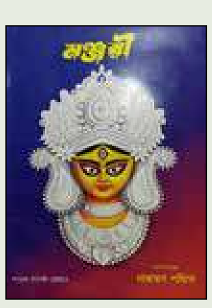

### শারদ মঞ্জরী

কে বলে পুজোবার্ষিকীর বাজার শেষ? উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত নানা পত্রিকার শারদ সংকলনকে কেন্দ্র করে বাতাসে এখনও পুজো পুজো গন্ধ। সাহিত্যজগতে আরও ভালোভাবে বেঁচে থাকার বার্তা। সেই বার্তা নিয়েই কিছুদিন আগে পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে আলিপুরদুয়ারের প্রত্যন্ত প্রান্ত ভোলারডাবরি থেকে প্রকাশিত **মঞ্জরী**র শারদ সংখ্যা। নারায়ণ পণ্ডিতের সম্পাদনায় এই সংকলনে ঠাঁই পেয়েছে অনেকের লেখা একগুচ্ছ কবিতা, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ। লেখকদের মধ্যে নামীদামিদের পাশাপাশি জনাকয়েক আনকোরাও রয়েছেন। সবাইকে নিয়ে মঞ্জরী সাহিত্য পত্রিকা কমিটির এই পথ চলার প্রয়াস উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতিকে ভরসা জোগায়।

**যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি – ৭৩৪০০১।**

# ডঙ্কা ডোমনির

**উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। এই ভাণ্ডারে রয়েছে মালদা জেলা ও আশপাশের এলাকাগুলির নিজস্ব লোকসংস্কৃতি ডোমনিও। এক সময় খুবই জনপ্রিয় এই পালাগানে আজ প্রচুর প্রতিবন্ধকতা। তবুও শিল্পীরা উত্তরণের স্বপ্ন দেখেন। লিখলেন বাপ্পা মালি**

ওপারে বিহার, ঝাড়খণ্ড আর এপাড়ে বাংলা। মালদার অনেকটাই অংশ। মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে গঙ্গা। এই গঙ্গার পাড়েই একাধিক দুঃখ, হাসি, আনন্দের কথা। দিয়াড়া অঞ্চলের বাসিন্দাদের ছোট ছোট দুঃখ হাসি ডোমনি পালাগানে উঠে আসে। মালদা জেলার মানিকচক, রতুয়া, মুর্শিদাবাদ, বিহারের সাহেবগঞ্জ অধুনা ঝাড়খণ্ড সহ গঙ্গা তীরবর্তী বিস্তীর্ণ দিয়াড়া অঞ্চলের আত্মার গানই ডোমনি গান নামে পরিচিতি। যেখানে কথার জাদুতে সুরের ছন্দে মূলত খোট্টা ভাষায় উপস্থাপন করা হয় সমাজের কুসংস্কার, সমসাময়িক সমস্যা, জীবনের দ্বন্দ্ব ও বিভিন্ন প্রতিকারের কথা। পালাকারেরা মূলত এই গানকে নিরক্ষর মানুষের গান বলেই জানতেন। কিন্তু সময় বদলের সূত্রে এই সমস্ত নিরক্ষর মানুষরা আজ শিক্ষিত হয়েছেন, খোট্টা ভাষার পরিবর্তে ডোমনি গানে আধিপত্য বিস্তার করেছে আধুনিক ভাষা। অন্যান্য লোকপালাগানের মতো ডোমনিতেও পুরুষেরাই মেয়ের পোশাকে ছোকরা সেজে ওঠেন। কিন্তু বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় পুরুষদের গায়ে গেঞ্জি ধুতির বদলে উঠেছে নতুন নতুন কস্টিউম।

দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে লৌকিক সৃজনী নামে একটি ডোমনি গানের দল চালিয়ে আসছেন পালাকার শচীন মণ্ডল। তিনি জানাচ্ছেন, ডোমনি গানের প্রাচীন রূপের অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। আগে শুধুমাত্র ঢোলক ও করতাল নিয়েই গাছতলায়, পাড়ার মোড়ে কয়েকজন মানুষ জড়ো করে বা হাটবাজারের মাঝখানে ডোমনি গান পরিবেশন করা হত। কিন্তু বর্তমানে তা আধুনিক রূপ নিতে নিতে মাঠেঘাটের ডোমনি গান হয়ে উঠেছে মঞ্চের ডোমনি গান। ঢোলক, করতালের পাশাপাশি সংযোজন হয়েছে হারমোনিয়াম, ট্রাম্পেটের। এখন চার দেওয়ালের মাঝখানে পরিবেশন করা হয় এই প্রাচীন লোকসংস্কৃতিকে।

মানিকচক ও রতুয়া মিলিয়ে মালদা জেলায় বর্তমানে ১৫টি ডোমনি গানের দল রয়েছে, রয়েছে মহিলা পরিচালিত একটি দলও। শুধুমাত্র বছরে কয়েকটি সরকারি অনুষ্ঠান আর দুর্গাপুজোর কয়েকটি আসর ছাড়া সেভাবে এ গানের আর কদর জনসম্মুখে নেই। বর্তমান প্রজন্ম আগ্রহ প্রকাশ করলেও শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সংকটের জন্যই ডোমনি গান আজ কিছুটা প্রতিবন্ধকতার মুখে। মালদা জেলাজুড়ে মনসামঙ্গল গান পরিবেশিত হয়। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্য তরুণ প্রজন্মের অনেকেই গিয়ে সেই লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। ২০০০ সালের পরবর্তী সময়ে আলাদাভাবে ডোমনি গানের কোনও প্রসার ঘটেনি বললেই চলে। আর এই সুবাদেই ডোমনি গানের সংরক্ষণের দাবি জোরালো হয়েছে। যাতে এই লোকসংস্কৃতির বিষয়ে আগামী প্রজন্মও অবগত থাকে।

বিভিন্ন স্তরে আজও ডোমনি পালাগানের যথেষ্টই চাহিদা রয়েছে। তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিরা এই পালাগানে যুক্ত হতে চাইলেও সেই সংখ্যাটি খুব একটি বেশি নয়। ঠিকমতো এর সংরক্ষণ প্রয়োজন। মালদার নিজস্ব এই সংস্কৃতিকে ধরে রাখাটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

–**দিলীপকুমার মণ্ডল**
ডোমনিশিল্পী

মনসামঙ্গল গানের ক্ষেত্রে একজন শিল্পী যে পরিমাণ টাকা পান, ডোমনি গানে তা নেই। শুধুমাত্র জেলার ঐতিহ্যের কথা ভেবেই আমরা যুক্ত হয়েছি। এই ধারাবাহিকতাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের কর্তব্য। তবে এবিষয়ে সরকারি উদ্যোগও প্রয়োজন।

–**বুদ্ধদেব গোস্বামী**
ডোমনিশিল্পী

দল অনেক, কিন্তু সেভাবে নতুন অভিনেতা–অভিনেত্রী নেই। আমরা শিল্পী সংকটে ভুগছি। আমরা যারা পুরোনো রয়েছি তারাই কোনওরকমে গানটাকে টিকিয়ে রেখেছি। জেলার ঐতিহ্য যাতে কোনওভাবেই নষ্ট না হয় সেদিকে আমাদের কড়া নজর রয়েছে।

–**শচীন মণ্ডল**
পালাকার

# পুজোর পর সবাই মিলে

রায়গঞ্জের বিভিন্ন সামাজিক–সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত হল সাহিত্য–সংস্কৃতির নানা জমজমাট অনুষ্ঠান। সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় রায়গঞ্জের মধ্যমোহনবাটি গ্রন্থাগারের পাঠভবনে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অমিত সেনগুপ্ত, প্রবীর ভৌমিক, পীযূষ সেনগুপ্ত ও শ্যামল নন্দী। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে শিশুশিল্পী দিব্যশ্রী নন্দী। সাদা পরির বেশে ছোট্ট শৃঙ্কা দাশগুপ্তের নাচ উপস্থিত দর্শকদের মন কাড়ে। আরও অনেকের নাচ, গান, আবৃত্তি ও কথায় জমে ওঠে অনুষ্ঠান। পরে রমেন্দ্রপল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে মন্দির প্রাঙ্গণে উন্মুক্ত আকাশের নীচে আয়োজিত হয় জমজমাট অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল ৮ এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দুই পর্যবেক্ষক বরুণ ব্যানার্জি এবং মমতা ব্যানার্জি। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন পাড়ার প্রবীণ বাসিন্দা চন্দ্রা দত্ত। চন্দ্রার এই বয়সেও উদ্যমী মনোভাব এবং সামাজিক কাজকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সম্মাননা দেওয়া হয়। এছাড়া স্থানীয় শিল্পীরা নাচ–গান, আবৃত্তিতে জমিয়ে তোলেন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দেবযানী ভট্টাচার্য। অন্যদিকে, সেদিনই রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আয়োজক সংস্থার নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি শুভব্রত লাহিড়ি, সম্পাদক আদিত্যনারায়ণ সরকার, নীলাদ্রি সরকার, অরিজিৎ ঘোষ সহ অনেকেই। সঞ্চালক ছিলেন উজ্জ্বল ভট্টাচার্য। স্নিগ্ধা মণ্ডলের উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। অমৃতা বর্ষা দাস, চন্দ্রিমা দাসদের নাচে জমে ওঠে অনুষ্ঠান। মূকাভিনয় পরিবেশন করে দর্শকদের কাছ থেকে বাহবা ছিনিয়ে নেন রিঙ্কি দাস।

*জমজমাট।। রায়গঞ্জে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত।*

আরেক সন্ধ্যায় বাণিজ্য ভবনে পত্রপুটের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। সংগীত, রম্যরচনা পাঠ, আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতাপাঠ, গীতি আলেখ্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জমে ওঠে অনুষ্ঠান। রায়গঞ্জের পশ্চিম দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের সভাগৃহে অখিল ভুবন বিদ্যার্থী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রায়গঞ্জের বহু সংস্কৃতপ্রিয় মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আয়োজক অরিন্দম প্রামাণিক জানান, এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সাংস্কৃতিক চেতনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই এই আয়োজন। আরেক সন্ধ্যায় 'রায়গঞ্জ কবিকথা উত্তর দিনাজপুর' এর ৩৮তম সাহিত্যবাসরে গল্পপাঠ, স্বরচিত কবিতা পাঠ, গান এবং কথায় জমে ওঠে সাহিত্য আসর। উপস্থিত ছিলেন উত্তরের বিশিষ্ট বাউলশিল্পী তরণী সেন মহন্ত, সজল সরকার, সৌরেন চৌধুরী, শুভব্রত লাহিড়ি, পার্থপ্রতিম বসু, অমল বিশ্বাস প্রমুখ। *–সুকুমার বাড়ই*

# ভূত দিল জরুরি বার্তা

*আবেগঘন।। শিলিগুড়ি নাট্যরঙ্গের 'বন জোছনা' নাটকের একটি দৃশ্য।*

গরম ভাত আর নিছক ভূতের গল্প নয়, ছোটবেলায় ঠাকুমার কাছে নিজের কানে শোনা সত্যি ভূতের গল্প। আর সেই গল্পের সূত্র ধরেই শিলিগুড়ি নাট্যরঙ্গ সম্প্রতি শহরের দীনবন্ধু মঞ্চে নিবেদন করল মনোজ মিত্রের নাটক 'বন জোছনা'। এই নাটকের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের অবহেলিত লোকসাহিত্য সংরক্ষণের বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা শুধু ভূতের গল্পই নয়, সংরক্ষণের অভাবে এবং কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের ধাক্কায় হারিয়ে গিয়েছে চর্যাপদের পরবর্তী সময়ের অনেক সাহিত্যকীর্তি। তাই নাটকে কৌতুক ভরে প্রশ্ন তোলা হয়েছে বিদ্যেবুদ্ধি জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজত্বে সত্যিকারের ভূতেরা কি আসে? নাট্য নির্দেশক কৃষ্ণা রায় চৌধুরীকে ধন্যবাদ একটি প্রয়োজনীয় বিষয়কে তাদের প্রযোজনায় তুলে ধরার জন্য। বিভিন্ন চরিত্রে দেবতোষ রায়, কল্পনা চৌধুরী, অমিতা সাহা ঘটক, শ্রাবণী মিত্র মণ্ডল, কাবেরী রায়, নারায়ণ মুখার্জি ও পরিচালক নিজে চরিত্রানুগ অভিনয় করে নাট্যদ্বন্দ্বকে জমিয়ে দিয়েছেন।

নাট্যরঙ্গের এদিনের সন্ধ্যা শুরু হয় স্বাগত ভাষণ ও গুণীজন সংবর্ধনার মধ্যে দিয়ে। মঞ্চে ছিলেন শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শ্রীপদ দাস, উজ্জ্বলা ব্রহ্ম, ডঃ তপন চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ দাস ও দেবপ্রসাদ ঘোষ। স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান সংস্থার সদস্য দয়ালচাঁদ ভক্ত। এছাড়া ছিল শ্রুতিনাটক 'পাকা দেখা'। রচনা স্বপন গঙ্গোপাধ্যায়ের। টেলিফোনের কথোপকথন থেকে বিয়ে পর্যন্ত গড়ানোর বিষয়টিকে নিয়ে মজাদার এই উপস্থাপনার স্বরাভিনয়ে ছিলেন সায়ন চট্টোপাধ্যায় ও সুচেতা দে চট্টোপাধ্যায়। মঞ্চে নেপথ্য সহযোগিতায় ছিলেন শংকর চক্রবর্তী, শক্তিপ্রসাদ আইচ ও তপন চট্টোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন অতনু চৌধুরী। *–ছন্দা দে মাহাতো*

## সাংস্কৃতিক আড্ডা

একমুঠো রোদের উদ্যোগ ও অফিসার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সহযোগিতায় সম্প্রতি ইসলামপুরে অনুষ্ঠিত হল এক সাংস্কৃতিক আড্ডা। শিক্ষারত্ন মানিকচন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে ডঃ বিনয়ভূষণ বেরা'র কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন একমুঠো রোদ সম্পাদক প্রসূন শিকদার ও অফিসার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সম্পাদক গণেশ সরকার। একমুঠো রোদ ও পর্যাস পত্রিকার শারদ সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রকাশ এবং ত্রিকাল পত্রিকার উৎসব সংখ্যা এই অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয়। কবিতা পাঠ করেন সংগীতা সেন, পম্পা দাস, সুশান্ত নন্দী, সুদীপ্ত ভৌমিক, মিলি ভৌমিক, মঞ্জরী পাল ধর প্রমুখ। পুজোর বিবর্তনে নিজস্ব অভিজ্ঞতা বিনিময় করে বক্তব্য রাখেন সুভাষ চক্রবর্তী, অন্তিম গুহ, স্বরূপানন্দ বৈদ্য, অরুণ শিকদার, দ্বিজেন পোদ্দার, ডঃ বাসুদেব রায়, তুষার দাস প্রমুখ। শিশুশিল্পী সিন্ধুজা গাঙ্গুলি ছাড়াও বাচিক উপস্থাপনায় ছিলেন রিঙ্কু সাহা, মৃদুলা শিকদার প্রমুখ। মানিকচন্দ্র দাসের লেখা কবিতায় সুরারোপ করেন সংগীতশিল্পী সঞ্জীব বাগচী। এছাড়াও সংগীত পরিবেশন করেন স্বপ্না উপাধ্যায়, চন্দনা দাস, অপর্ণা দাস মণ্ডল প্রমুখ। একক নৃত্য পরিবেশন করেন গার্গী সমাজপতি গাঙ্গুলি। সুমধুর বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ করেন প্রাণগোপাল বালা। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রসূন শিকদার। *–রুবাইয়া জুঁই*

# দুই নাটকে দারুণ খুদেরা

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি মুক্তাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠী স্থানীয় রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে এক সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ করে রীনা ভারতী নির্দেশিত শিশু–কিশোর বিভাগ ও অভিভাবকদের দ্বারা অভিনীত দেবশংকর হালদার রচিত নাটক 'শুদ্ধ মাটির সন্ধানে' ও মৈনাক সেনগুপ্ত রচিত নাটক 'জাতক'।

অনুষ্ঠানের সূচনা করেন নাট্যকর্মী দুলাল চক্রবর্তী, জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সুদীপ ভদ্র, মুক্তাঙ্গনের সভাপতি আলোক সুধীর সরকার, শুভানুধ্যায়ী সদস্য জাতিস্মর ভারতী, দলের নির্দেশক রীনা ভারতী। এবছর ঋত চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি মুক্তাঙ্গন নাট্যকর্মী সম্মান প্রদান করা হয় নাট্যকর্মী দুলাল চক্রবর্তীকে। তিনি ফারাক্কা নাট্য অঙ্গন, ফারাক্কা ব্যারেজ রিক্রিয়েশন ক্লাব, মালদা ড্রামাটিক ক্লাবের বিভিন্ন নাটকে অভিনয় ও নির্দেশনার কাজে যুক্ত।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অর্ধে অভিনীত হয় শিশু–কিশোর বিভাগ ও অভিভাবকদের অভিনীত নাটক 'শুদ্ধ মাটির সন্ধানে'। স্কুলের মাঠ দখল করে ভবন তৈরি হবে। সেই মাঠ বাঁচানোর চেষ্টায় ভুয়ো প্রতিশ্রুতিকে কেন্দ্র করেই এই নাটক। অভিনয়ে অন্বেষা চৌধুরী, সাইনি চন্দ, ভূমি ঘোষ, সায়ন্তিকা চন্দ, রাজন্যা মজুমদার, অনুষ্কা মালাকার, তাপসী সরকার, রুশিকা মণ্ডল, অর্পিতা চক্রবর্তী, মানসী সরকার, শ্রীমন্তী কুণ্ডু, প্রমীলা চ্যাটার্জির পাশাপাশি অনুভব হোমের দুই কিশোরী। দ্বিতীয় প্রদর্শন 'জাতক' নাটকে নাট্যকারের ভাবনায় শিশুদের নির্মম সামাজিক অবস্থানের বিষয়টি উঠে আসে। বিভিন্ন চরিত্রে রীনা ভারতী, অভ্র সরকার, কিংশুক বসু, তিথি মজুমদার, শ্রেয়া পাল , অদিতি ভৌমিক, শ্রেয়া রাউত, সহেলি মল্লিক, সুমন্ত রায়, সুমিত দে, ঋদ্ধিমান দাস, সৌরভ দাস, কাজল দাস, রিন্টু কর্মকার, মৌসুমি কুণ্ডুর অভিনয় তারিফযোগ্য। দুটি নাটকেই আলোক প্রক্ষেপণ করেছেন সুজিত সাহা ও আশিস দে। আবহে কৌশিক সজ্জন। রূপসজ্জায় ছিলেন কৌস্তভ সরকার। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন মৌসুমি। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

*উদযাপন।। জলপাইগুড়ি রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে আয়োজিত 'শুদ্ধ মাটির সন্ধানে' নাটকের একটি অংশ।*

## ঝুমুরের তালে বুড়িকরম

কিছুদিন আগে কুশমণ্ডি ব্লকের নাভোইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী কোল, বেদিয়া, কোড়া, ওরাওঁ, মুন্ডা সমাজের পরম্পরা মেনে বুড়িকরম লোকসংস্কৃতি উৎসব হয়ে গেল। ৭০ বছরের সুনীতা মাহাতো বললেন, 'মেয়েদের সারা জীবন কাটে শ্বশুরবাড়িতে, সেটাই হয়ে যায় তার নিজের ঘর। তবে শ্বশুরবাড়ি তো আর বাপের বাড়ি হয় না। আর এই করম উৎসব হচ্ছে বাপের বাড়ির আচার। তাই বাপের বাড়ি না গিয়ে বয়স্ক মহিলারা একত্রে যে করম উৎসব পালন করেন সেটাই বুড়িকরম।'

মা–মাসিদের করম পরবে উৎসাহ দিতে এগিয়ে এসেছিল দক্ষিণ দিনাজপুর বেদিয়া কল্যাণ সমিতি। সরকারি সহায়তা ছাড়া নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচাতে এমন উৎসব অভিনব বলে জানিয়েছেন বেদিয়া সম্প্রদায়ের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্যতম সদস্য এবং লোকসংস্কৃতি গবেষক দিলীপ মাহাতো। তিনি জানান, করমপুজো মূলত প্রকৃতি দেবতার আরাধনা। ১৮টি ঝুমুর নৃত্যদল বুড়িকরম উৎসবের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। উত্তর দিনাজপুর জেলার পুঁটিদা দল প্রথম, বংশীহারি ব্লকের চেংড়াপিছলা দল দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে ওই ব্লকের চণ্ডীপুর ঝুমুর নৃত্যদল। উপস্থিত ছিলেন কুশমণ্ডি থানার আইসি তপন পাল, বেদিয়া কল্যাণ সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সম্পাদক কালীচরণ মাহাতো, দিনাজপুর খন পালাগান সমিতির সম্পাদক বাউদিয়া রায় প্রমুখ। *–সৌরভ রায়*

## বর্ণময় অনুষ্ঠান

নকশালবাড়ি ফ্রেন্ডস ক্লাবের উদ্যোগ ও পরিচালনায় সম্প্রতি এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। পুলিশ আধিকারিক অচিন্ত্য গুপ্ত, নুর আলম সিদ্দিকী, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের মতো বিশিষ্টদের অনেকেই এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দিব্যজ্যোতি বর্মন এদিনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। সৃজনী সাহা, প্রিয়াংকা রায় এবং সুজয় দাসের গাওয়া গান এদিনের অনুষ্ঠানকে অন্যমাত্রা দিয়েছিল। তবলায় সর্বেশ্বর বিশ্বাস শিল্পীদের যোগ্য সহযোগিতা করেন। বিল্টু বসু ও অন্য শিল্পীরা মিউজিক ট্র্যাকে সংগীত পরিবেশন করেন। নারীদের উপর নৃশংস অত্যাচার ও ধর্ষণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে শিল্পী লোপামুদ্রা মিত্রের গাওয়া একটি গানের সঙ্গে শিল্পী জয়শ্রী ঘোষের পরিবেশিত নৃত্যানুষ্ঠান প্রশংসার দাবিদার। উত্তরবঙ্গের খ্যাতনামা শিল্পী সুজয় দাস গোটা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। অনেকের মিলিত অংশগ্রহণে এদিনের অনুষ্ঠান বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছিল। কালীপুজোর পর এধরনের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য। *–শুভজিৎ বোস*

## সুরুচি কলাকেন্দ্রের গৌরবময় ২

সম্প্রতি নিজস্ব ভবনে কোচবিহার কলাবাগান অঞ্চলের সুরুচি কলাকেন্দ্রের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। সন্ধ্যায় কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ওডিশার উৎকল যুব সাংস্কৃতিক সংঘের কর্ণধার ডঃ উপেন্দ্র শর্মা। তিনি তাঁর সূচনা বক্তব্যে নৃত্য ও নাটকের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা উত্থাপন করে অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন। এই পর্বে কোচবিহারের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের ২০ জন গুণীজনকে সংবর্ধনা জানানো হয়। উদ্বোধনী পর্বের পর পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হয় সুরুচি কলাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান, মৃত্যুঞ্জয় ভাওয়ালের কবিতা–নাট্য ও ডাঃ সন্তোষ মজুমদারের একক সংগীতানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে উপভোগ্য ছিল অদিতি দেবের ওডিশি নৃত্য। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের অভিভাবিকারা সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান ও কবিতা কোলাজ উপহার দেন। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। রুবি দে'র সঞ্চালনা আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

## সমবেত প্রয়াস

রবীন্দ্র বীথি ও নীরজ কোরকের যৌথ উদ্যোগে পুজোর পর সম্প্রতি এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হল। অনুষ্ঠানে গল্পকার অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাবন্ধিক ডঃ রঞ্জিতকুমার মিত্র, প্রশান্ত চৌধুরীর মতো বিশিষ্টদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সূচনায় মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। কবিতা পাঠ করেন শশাঙ্কশেখর পাল, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতমেন্দু নন্দী, চিত্রা পাল ও মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস। চিত্রা পাল একটি অণুগল্প পাঠও করেন। গান গেয়ে শোনান শেখর কর। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর বইমেলা কমিটির সম্পাদক সত্যব্রত পাল ও পার্থসারথি চক্রবর্তী। *–জ্যোতি সরকার*

**সংস্কৃতির পাতায় লিখতে চান? সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয় বা নিজের দেখা অনুষ্ঠানের উপর অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com—এ। অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র অন্তত ৭ দিন আগে পাঠান আমাদের শিলিগুড়ি অথবা মালদা অফিসে।**

## চুরি যাওয়া টিভি উদ্ধার

চুরি যাওয়া টিভি উদ্ধার করে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের ফিরিয়ে দিল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। তিন মাস আগে ক্লাবের ঘর থেকে ওই টিভিটি চুরি হয়েছিল। বৃহস্পতিবার উদ্ধার করার পর শুক্রবার সেটা ক্লাবের কর্মকর্তাদের দেওয়া হয়।

# যাত্রীবাহী ট্রেনে মোষের যাত্রা নিয়ে বিতর্ক

**গোপাল মণ্ডল**

**বানারহাট, ১৭ নভেম্বর :** যাত্রীবাহী ট্রেনে মোষ নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বানারহাট স্টেশনে বজরং দলের সদস্যদের অভিযোগ, যাত্রীবাহী ট্রেনে গোপনে মোষ পাচার করা হচ্ছিল। তবে অনেকের বক্তব্য, এভাবেই যাতায়াত হয়। বিষয়টি জানাজানি হতেই ট্রেন থামিয়ে তল্লাশি চলে। শুক্রবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ বানারহাট স্টেশনে ঘটনাটি ঘটে। বানারহাটের বজরং দল ও শ্রীরাম সেনার সদস্যরা খবর পান ০৫৬১৫ উদয়পুর-গুয়াহাটি সামার স্পেশাল ট্রেনে বেশ কিছু গোরু ও মোষ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বিষয়টি সামনে আসার পর তারা বানারহাট স্টেশনে পৌঁছে স্টেশন মাস্টারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান। শুধু তাই নয়, বিষয়টি ডিআরএম আলিপুরদুয়ারে নজরেও আনা হয়। এর পরেই রেলের তরফে তৎপরতা শুরু হয়। ট্রেনটির বানারহাটে স্টপ ছিল না। কিন্তু রেলের তরফে ট্রেনটি বানারহাটে কয়েক মিনিট দাঁড় করানোর বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়।

ট্রেনটি বানারহাটে থামার পর তল্লাশি চালানো হয়। যে কোচে গবাদিপশু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে খবর ছিল সেই কোচের দরজা খোলা হয়। তাতেই দেখা যায় সেখানে ১৯টি মোষ রয়েছে। যার পরই শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক।

ট্রেনের সেই কোচে দুজন উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা মোষ নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখালেও তা কতটা সঠিক তা নিয়ে এখন তদন্ত

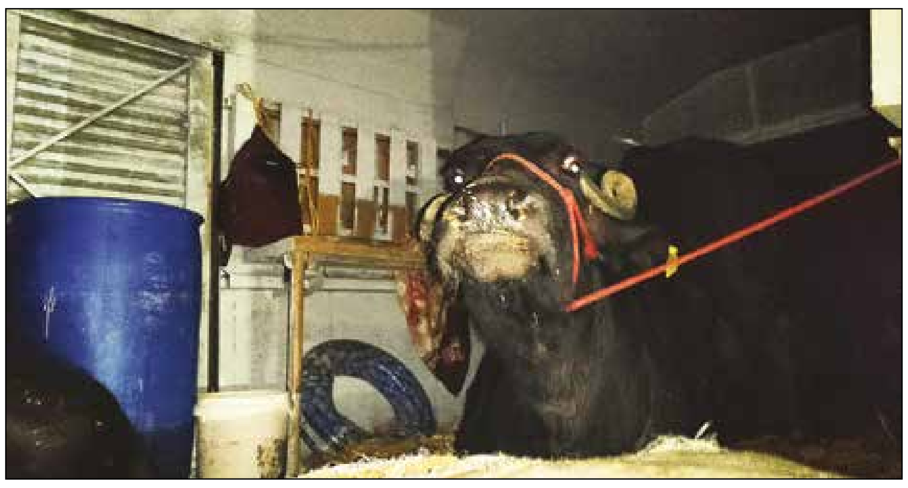

*উদয়পুর-গুয়াহাটি সামার স্পেশাল ট্রেনে মোষ। যা নিয়ে বিতর্ক বানারহাট স্টেশনে। শুক্রবার। -সংবাদচিত্র*

শুরু হয়েছে। ট্রেনের গার্ডের কাছেও এই বিষয়ে কোনও সঠিক তথ্য ছিল না বলে তিনি দাবি করেন। যাত্রীবাহী ট্রেনে কীভাবে এতগুলি মোষ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে তদন্ত করার জন্য আরও একটি অভিযোগ বানারহাট রেলস্টেশনে জমা করেন সংগঠনের সদস্যরা।

স্টপ না থাকা সত্ত্বেও দূরপাল্লার ট্রেনটি হঠাৎ কার অনুমতিতে বানারহাটে দাঁড় করানো হল তা নিয়েও যেমন শুরু হয়েছে বিতর্ক তেমনি স্টেশনে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকায় যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়েও উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন।

শ্রীরাম সেনার জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি মনতোষ দাস, কোষাধ্যক্ষ নবীন গোয়েল, বজরং দলের পক্ষ থেকে সন্তোষ প্রসাদ, সঞ্জয় চৌধুরী, ললিত দাস প্রমুখ জানান, তাঁদের কাছে খবর এসেছিল যাত্রীবাহী ট্রেনে করে গোরু-মোষ পাচার করা হচ্ছে। সেই খবর পেয়ে তাঁরা স্টেশনে অভিযোগ করেন। ট্রেন থামার পর ট্রেনে ১৯টি মোষ পাওয়া যায়। যদিও ট্রেনে পশুগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতির কিছু কাগজ পাওয়া যায়।

সংগঠনের সদস্যরা সেগুলির ছবি তুলে নেন। তাঁরা আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেবেন বলে দাবি করেছেন। রেলের পক্ষ থেকে বানারহাট স্টেশন মাস্টার জানান, তিনি এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করবেন না। তবে গাড়ি থামানোর বিষয়ে তিনি জানান নিয়ম মেনেই ট্রেনটি থামানো হয়েছিল।

## সমাবেশের অনুমতি পেলেন না কামতাপুরিরা

**পূর্ণেন্দু সরকার**

**জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** ১৯ নভেম্বর জল্পেশমেলার মাঠে কামতাপুরিদের সমাবেশ হচ্ছে না। পুলিশ ও জেলা পরিষদ থেকে ময়দানে সমাবেশের অনুমতি আপাতত না মেলায় বেজায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন পৃথক রাজ্যের দাবিদার ২৮টি সংগঠনের নেতৃত্ব। ১৯ তারিখেই কোনও একটি স্থানে সেপারেট স্টেট ডিমান্ড কমিটির প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসতে চলেছেন। সেদিন জোরদার আন্দোলনের ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন কমিটির চিফ কনভেনার তপতী মল্লিক।

পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবি সহ ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে সমাবেশটি ডেকেছিল সেপারেট স্টেট ডিমান্ড কমিটি। এযাবৎকালে এটাই কামতাপুরিদের সবচেয়ে বড় সমাবেশ হত বলে সংগঠন সূত্রে জানানো হয়েছে। কামতাপুরি নেতা নিখিল রায় বলেন, 'উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্রদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ফের বাম জমানার মতো আটকে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হল। উত্তরবঙ্গের জনজাতিরা এই

**১৯ নভেম্বর বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা করবেন নেতারা**

প্রতিরোধ মেনে নেবেন, নাকি গর্জে উঠবেন, আগামী কয়েকদিনেই তা বোঝা যাবে।' তপতী মল্লিকের কথায়, 'জল্পেশ মন্দির কমিটি আমাদের ময়দানে সভা করার অনুমতি দিলেও পুলিশ ও জেলা পরিষদ অনুমতি না দেওয়ায় সভা করতে পারছি না। ১৯ তারিখ কোথাও নিজেরা বৈঠক করে বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা করা হবে।'

অন্যদিকে, রাজনীতির সঙ্গে মন্দির কমিটির কোনও যোগ নেই বলে জানান জল্পেশ মন্দির কমিটির সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব। তাঁর সংযোজন, 'জল্পেশমেলার মাঠে আমাদের ৬২ বিঘা জমি রয়েছে ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনে। আমরা কোনও রাজনীতি করি না। ফাঁকা থাকলে যেই আসুক না কেন, আবেদনের ভিত্তিতে মাঠ ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়।'

জল্পেশমেলার মাঠে প্রতি বছর মেলার আয়োজন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ থেকে করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন বলেন, 'সংগঠন থেকে সমাবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য আমাকে ফোন করা হয়েছিল। তখন আমি হায়দরাবাদে চিকিৎসার জন্য ছিলাম। অফিসে যোগাযোগ করতে বলেছিলাম। ছুটির পর আজই অফিস খুলেছে। আমাদের খোঁজ নিতে হবে।' জেলা পরিষদ সূত্রে জানানো হয়েছে, নভেম্বরের ১২ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য মাঠটি আগেই বুক করা রয়েছে। তাই অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়।

পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপতের মন্তব্য, 'আমাদের কাছে জল্পেশ ময়দানে ১৯ নভেম্বরের সমাবেশের জন্য অনুমতি চাইতে এসেছিলেন কামতাপুরিরা। কিন্তু সমাবেশে তাঁরা স্পর্শকাতর বিষয় তুলবেন কি না তা স্পষ্ট করেননি। সেইসঙ্গে সমাবেশস্থলের অনুমতি, বিদ্যুৎ সহ আরও কিছু ইস্যু সংক্রান্ত কাগজপত্র পুলিশের তরফে চাওয়া হয়। সেসব আমাদের না দেওয়ায় অনুমতি দেওয়া হয়নি।'

## মরা মহানন্দায় মহিলার দেহ

**চাঁচল, ১৭ নভেম্বর :** মরা মহানন্দা থেকে উদ্ধার হল অজ্ঞাতপরিচয় এক মহিলার পচাগলা দেহ। দেহের মাথায় কোনও চুল নেই, কোমর দড়ি দিয়ে বাঁধা। এলাকাবাসীর অনুমান, ওই মহিলাকে খুন করে কেউ বা কারা মরা মহানন্দায় দেহ ফেলে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ওই মহিলার পরিচয় উদ্ধার করতে পারেনি কেউ।

শুক্রবার সকালে চাঁচল-১ ব্লকের মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মায়াপুর গ্রামে মরা মহানন্দা থেকে এই মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এদিন সকালে জমিতে কাজ করতে যাওয়ার সময় কয়েকজন কৃষকের নজরে আসে, মরা মহানন্দায় ভাসছে এক মহিলার মৃতদেহ। দেহটি পচাগলা। বিকৃত হয়ে রয়েছে মুখ। দেহ উদ্ধারের এই খবর চাউর হতেই ভিড় জমে যায় মরা মহানন্দার ধারে। দেহ দেখে শিউরে ওঠেন অনেকেই।

দেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে চাঁচল থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়।

## ধর্মঘটের বিষয়ে মত জানতে ভোট

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** রেল ধর্মঘটের পক্ষে-বিপক্ষে মত জানতে রেল কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ মঞ্চ ভোটের রাস্তায় হাঁটল। ২১-২৩ নভেম্বর দেশজুড়ে ব্যালটে ভোট নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এনএফ রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়ন যার প্রচার শুরু করেছে। সংগঠনের তরফে উৎপল দত্ত বলেন, 'আমরা ব্যালট নিয়ে প্রত্যেক কর্মচারীর কাছে যাব। তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে ধর্মঘটের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' নতুন পেনশন ব্যবস্থার প্রতিবাদে গত ১০ অগাস্ট ৩৬টি সংগঠনের সদস্যরা দিল্লির রামলীলা ময়দানে জমায়েত হয়েছিলেন। ওইদিনই ব্যালটে ভোট নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

## মৃতদেহ উদ্ধার

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** শুক্রবার বিকালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হল। শেখর শর্মা নামে ওই যুবক তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকতেন। এদিন দুপুরে স্থানীয় বাসিন্দারা ওই বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশকে ফোন করেন। খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। ঘটনার পর মৃতের বন্ধুকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। তবে এখনও পর্যন্ত থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

## টিকিটের জন্য

*প্রথম পাতার পর*

প্রসন্নর কথায়, 'অজিদের টপ অর্ডারে দুই-তিনজন বাঁহাতি ব্যাটার রয়েছেন। এই কথা ভেবে অশ্বীনকে খেলানোর সিদ্ধান্তের মধ্যে ভুল নেই। কিন্তু দ্রাবিড়কে আমি যতটা চিনি, ও কখনোই বিশ্বকাপের উইনিং কম্বিনেশন ভাঙবে না।'

মোদি স্টেডিয়ামের বাইশ গজ, প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়ার অতীত রেকর্ড, সঙ্গে খেতাব জয়ের বিরাট প্রত্যাশা- এমন নানা ভাবনার পাশে বিশ্বজয়ের লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ শেষপর্যন্ত কী হয়, তা নিয়ে জল্পনা এখন তুঙ্গে।

### আবহাওয়া
শনিবারের পূর্বাভাস

| | সর্বোচ্চ (ডি.সে.) | সর্বনিম্ন (ডি.সে.) |
|---|---|---|
| কলকাতা | ৩০.০ | ২২.০ |
| শিলিগুড়ি | ২৯.০ | ১৬.০ |
| জলপাইগুড়ি | ২৯.০ | ১৫.০ |
| কোচবিহার | ২৯.০ | ১৫.০ |
| আলিপুরদুয়ার | ২৯.০ | ১৫.০ |
| মালদা | ২৯.০ | ১৭.০ |
| রায়গঞ্জ | ২৯.০ | ১৭.০ |
| গ্যাংটক | ২০.০ | ৯.০ |

**বেহাল রাস্তার বলি তরুণী**

# খাটে হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতে মৃত্যু

**স্বপনকুমার চক্রবর্তী**

**বামনগোলা, ১৭ নভেম্বর :** খাটে শয্যাশায়ী এক বধূ। গায়ে কম্বল জড়ানো। বাঁশে ঝোলানো সেই খাট নিয়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছেন দুই যুবক। ভাইরাল ভিডিওটি বামনগোলার মালডাঙ্গা বুথের। জ্বরে আক্রান্ত ওই বধূকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তাঁরা। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই বধূর মৃত্যু হয়। এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ছবি তুলে ধরে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয় বাসিন্দা তথা জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য বীণা কীর্তনিয়া সরকার।

তিনি সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'আমার মালডাঙ্গা বুথের রাস্তা নেই। তাই ১৯ বছরের মেয়েটা মারা গেল। ডিএম, বিডিও নাটক করে টিএমসি নেতাদের সঙ্গে যখন যে বুথে যাবেন, তখন এই প্রশ্নগুলো করুন। নাহলে ৫০০ টাকা খেয়ে চুপ থাকুন, আপনার ঘরের ছেলেমেয়েরা যেদিন এমন অবস্থা হবে সেদিন বুঝবেন।'

বামনগোলার গোবিন্দপুর-মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মালডাঙ্গা গ্রামের বধূ মামণি রায় (২৫)। তাঁর স্বামী কার্তিক রায় কৃষক। পরিবারের দাবি, বৃহস্পতিবার থেকেই জ্বরে ভুগছিলেন মামণি। শুক্রবার পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু গ্রাম থেকে বামনগোলা হাসপাতালের দূরত্ব পাঁচ কিমি, গ্রামে বেহাল রাস্তার কারণে ঢোকে না গাড়ি বা অ্যাম্বুল্যান্স। অগত্যা খাটে দড়ি বেঁধে বাঁশে করে নিয়ে যায় গ্রামবাসী। কিন্তু বেহাল রাস্তার কারণে হাসপাতালে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যায়। হাসপাতালে পৌঁছানোর পর চিকিৎসকরা মামণিকে মৃত বলে জানান। চিকিৎসকদের দাবি, আর কিছুক্ষণ আগে আসলে রোগীকে বাঁচানো যেত। পুলিশ আপাতত দেহটি হাসপাতালে রেখেছে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এলাকাবাসীর দাবি, রাস্তা ভালো হলে ওই বধূকে প্রাণ হারাতে হত না।

> আজ যদি রাস্তা ভালো হত তাহলে এই তরতাজা প্রাণটিকে হারাতে হত না। অথচ ভোটের আগে নেতারা ঠিক প্রতিশ্রুতির ঝুলি নিয়ে হাজির হয়ে যাবেন। আর যেন কোনও গ্রামবাসীকে প্রাণ হারাতে না হয়, সেজন্য আমরা আন্দোলনে নামব।
>
> -বীণা কীর্তনিয়া সরকার
> *জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য*

মালডাঙ্গার এই রাস্তা দিয়ে রোজ কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করে। এই রাস্তার উপর নির্ভরশীল মালডাঙ্গা, সায়েস্তাবাদ, নপাড়া, হাড়িভাঙ্গা, আইগমতারা সহ বেশকিছু গ্রামের মানুষ। বেহাল রাস্তার কারণে প্রসূতি ও গুরুতর অসুস্থদের রাতবিরেতে নিয়ে যেতে ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পড়তে হয় বলে অভিযোগ বীণা কীর্তনিয়া সরকারের। তিনি আরও জানিয়েছেন, 'এই বুথের পাঁচকিমি রাস্তার জন্য কতবার আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু শাসকদলের নেতা-কর্মীদের হুঁশ নেই। আজ যদি রাস্তা ভালো হত তাহলে এই তরতাজা প্রাণটিকে হারাতে হত না। অথচ ভোটের আগে নেতারা ঠিক প্রতিশ্রুতির ঝুলি নিয়ে হাজির হয়ে যাবেন। আর যেন কোনও গ্রামবাসীকে প্রাণ হারাতে না হয়, সেজন্য আমরা আন্দোলনে নামব। অবিলম্বে রাস্তা পাকা করতে হবে।'

এদিকে এবিষয়ে বিডিও রাজু কুণ্ডুকে ঘটনার কথা বলা হলে তিনি বেহাল রাস্তার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমি জানি এই এলাকার পাঁচ কিমি রাস্তা বেহাল। এই রাস্তা পাকা করার দাবিতে এর আগে আন্দোলনও হয়েছে। তবে আমরা রাস্তার জন্য স্কিম করে পাঠিয়েছি। আশা করি, খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

**এই প্রাণভরা উচ্ছ্বাসে...** *শুক্রবার ইসলামপুরের পানিখোয়াগছে। ছবি : সুদীপ্ত ভৌমিক*

## সেতু থেকে পড়ে পর্যটকের মৃত্যু

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** সেতু থেকে পড়ে এক পর্যটকের মৃত্যু হল। শুক্রবার সকালে পশ্চিম সিকিমের সিংসোর সেতুতে ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওড়িশার বাসিন্দা ওই পর্যটক ঘটনার সময় একাই ছিলেন। সেতুর নীচে পড়ে যাওয়ায় মাথায় গুরুতর চোট লাগায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ আধিকারিকদের প্রাথমিক ধারণা। মৃতদেহটির এদিন ময়নাতদন্ত করা হয়। পরিবারের হাতে দেহটি তুলে দিতে সিকিম প্রশাসনের তরফে ওড়িশা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

## স্বাস্থ্য কর্মশালা

**কোচবিহার, ১৭ নভেম্বর :** আল্ট্রাসনোগ্রাফি করে ভ্রূণ নির্ণয় হচ্ছে কি না, আবার পুরুষ ও মহিলার জন্মহার ঠিক রয়েছে কি না এই সব খতিয়ে দেখতে শুক্রবার কোচবিহারে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মশালা হল। এখানে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং দার্জিলিংয়ের স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক, এনজিও এবং সরকারি আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ভবন থেকে চারজন আধিকারিকও এসেছিলেন।

## ২৬ হাজার

*প্রথম পাতার পর*

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সময় আহমেদাবাদে হোটেল পাওয়া সোনার পাথরবাটির সমান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবারে পরিস্থিতি কেমন? এ নিয়ে প্রশ্ন করতেই নবীন বললেন, 'খেলার টিকিট পেলেও শিলিগুড়িতে বসে অনলাইনে হোটেল বুক করতে পারিনি। শনিবার বিকেলে আহমেদাবাদে পৌঁছেই আগে ডর্মিটরি খুঁজতে হবে।' আহমেদাবাদে আত্মীয় থাকায় মনোজকে অবশ্য এই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না, 'অক্টোবরেই অনলাইনে ফাইনালের টিকিট পেয়েছিলাম। কিন্তু অনলাইনে হোটেলের খোঁজ করতে গিয়ে কিছু পাইনি। আত্মীয় থাকায় ওঁরাই ওখানে একটি হোটেল রুম বুক করে দেন।' তবে শনিবারের রাতটা আহমেবাদাবাদের রাস্তার ধারের ফুটপাথে কাটাতেও অসুবিধা নেই বলে শালুগাড়ার বাসিন্দা বিশাল দাস জানালেন। তাঁর কথায়, 'রবিবার ভারত জিতলে সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে। খেলার টিকিট ছাড়াই শনিবার বিমানে আহমেদাবাদে যাচ্ছি। পৌঁছেই একটা টিকিটের জন্য স্টেডিয়ামের সামনে চলে যাব।' কিন্তু সেই সাত রাজার ধন হাতে না এলে? বিশাল নিশ্চিত, 'এত কষ্ট করছি, টিকিট পাবই পাব।'

# টি বোর্ড সংস্থার ই-অফিস চালুর সিদ্ধান্ত

**জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** ই-অফিস চালু করছে টি বোর্ড। ই-অফিস চালুর মাধ্যমে চা বাগিচা এবং চা শিল্পে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের আরও বেশি করে পরিষেবা দিতে তৎপর হয়েছে টি বোর্ড। চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা চা বাগিচা পরিচালন কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেবেন। ভারতীয় চায়ের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য চা আমদানিকারী দেশগুলির সঙ্গে টি বোর্ড যোগাযোগ করবে আরও নিবিড়ভাবে।

শুক্রবার গুয়াহাটিতে টি বোর্ডের বৈঠক হয়েছে। সেখানে ই-অফিস চালুর বিষয়ে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ওই সভাতে চা রপ্তানির বর্তমান পরিস্থিতি, চায়ে খাদ্য সুরক্ষা বিধির নিয়মকানুন, ১০০ শতাংশ গুঁড়ো চা নিলামের মাধ্যমে বিক্রি, ই-চা নিলামকে গতিশীল করার জন্য কমিটি গঠন, শীতকালে চায়ের উৎপাদন বন্ধের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সর্বভারতীয় সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'কাঁচা চা পাতার সহায়কমূল্য ক্ষুদ্র চা বাগানগুলিকে দেওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী কৃষক কল্যাণকর প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র চা চাষিদের আনা জরুরি। ৭৫ শতাংশ ভরতুকিতে ক্ষুদ্র চা বাগানগুলিকে সেচের উপকরণ দেওয়া জরুরি। আরও বেশি করে মিনি চা ফ্যাক্টরি স্থাপন করতে হবে।'

টি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান সুশীল বেড়েলিয়া বলেন, 'দার্জিলিংয়ের চা শিল্প কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে চলছে। অবিলম্বে নেপাল থেকে ভারতে চা প্রবেশের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে।' ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের সচিব অরিজিৎ রাহা, টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান অজয় জালান বৃহৎ চা বাগানগুলির সমস্যা নিয়ে বৈঠকে সরব হন। এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে- খাদ্য সুরক্ষা, শেড ট্রি উৎপাদন, চায়ের গুণগত মান বৃদ্ধি, চা নিলামের সংস্কারের ক্ষেত্রে চা শিল্পের সঙ্গে জড়িত সমস্ত স্টেকহোল্ডারকে নিয়ে বৈঠক ডাকা হবে।

আগামী ২৯ এবং ৩০ জানুয়ারি অসম চা-এর ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান হবে। এদিনের সভাতে টি বোর্ডের ডিরেক্টর সুন্দরাজন বলেন, '২০২৩-'২৪ থেকে ২০২৫, ২০২৬ প্রকল্পে চা চাষিদের জন্য কয়েক দফা উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। বৈঠকে টি বোর্ডের ২৬ জন সদস্য ছাড়াও সংস্থার ডেপুটি চেয়ারম্যান সৌরভ পাহাড়ি উপস্থিত ছিলেন।

# পরিবারকে চাকরি

*প্রথম পাতার পর*

পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্যে হিংসার ছবি নতুন নয়। ২০০৩ সালে পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্যে ৭৬ জন খুন হয়েছিলেন। শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদেই ৪৫ জন খুন হন। ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে ৩৬ জন, ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৩৯ জন এবং ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে ২৯ জন খুন হয়েছিলেন। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটগ্রহণের দিন ১৩ জন খুন হয়েছিলেন। কিন্তু এর আগে রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত ভোটে হিংসায় মৃতদের পরিবারকে সরকারি চাকরি দেয়নি। এই প্রথম সরকার এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিল। রাজনৈতিক মহলের অনুমান, কয়েকমাস বাদে লোকসভা ভোট, সেদিকে নজর রেখেই রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে বিরোধীরা অবশ্য কটাক্ষ করেছে। বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'তৃণমূলের ক্যাডারদের হামলায় সবচেয়ে বেশি বিজেপি কর্মী খুন হয়েছেন। এখন ভোটের দিকে লক্ষ্য রেখে তৃণমূল সরকার মৃতের পরিবারকে অস্থায়ী চাকরি দিচ্ছে। রাজ্যের হিংসার ছবি যতদিন না বদল হবে, ততদিন এইভাবে চাকরি দিয়ে তৃণমূল বাংলার মানুষের মন জয় করতে পারবে না।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'ভোটের দিন ভাঙড় সহ অন্যান্য জায়গায় তৃণমূল কীভাবে হামলা চালিয়েছে, তা টিভির পর্দায় গোটা রাজ্যের মানুষ দেখেছে। এখন এইভাবে চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করে তৃণমূল মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। মানুষ কিন্তু তৃণমূলের সন্ত্রাস দেখেছে।'

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বিরোধীদের এই বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তিনি বলেন, '২০০৩ এবং ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে এর থেকেও বেশি মানুষ খুন হয়েছিলেন। তখন রাজ্যে বাম সরকার ছিল। কিন্তু তখন বামেরা মৃতদের পরিবারকে চাকরি দেওয়ার কথা ভাবেনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানবিক বলেই এই চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

## ধৃত ব্যবসায়ী

*প্রথম পাতার পর*

ঘটনাটি জানার পরই প্রিয়ব্রত রাজগঞ্জ থানায় সুকদেবের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সজ্জনের পাশাপাশি অমিত আগরওয়াল, গৌরী আগরওয়াল, নৈতিক সিংলা সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ, জমি বিক্রিতে সজ্জনরা সুকদেবকে সাহায্য করেন।

এই মামলা হওয়ার পরেই অভিযুক্তরা ২০২৩ সালের ১১ জানুয়ারি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে জামিনের আবেদন করেন। ডিভিশন বেঞ্চ অবশ্য জানিয়ে দেয় অভিযুক্তদের দুই কিস্তিতে ৫০ লক্ষ টাকা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের কাছে বাধ্যতামূলকভাবে জমা দিতে হবে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে তবেই জামিনের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। রায়ের পর সুকদেব ২৫ লক্ষ টাকার চেক রেজিস্ট্রারের কাছে পাঠান। তবে সেটি বাউন্স করে। এদিকে, সুকদেব সার্কিট বেঞ্চের আদেশের তথ্য গোপন করে জলপাইগুড়ি চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত থেকে জামিন নেন। অন্যদিকে, সজ্জন তথ্য গোপন করে সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন (এসএলপি) ফাইল করেন। এই বিষয়টি জানার পরেই মামলাকারীরা অভিযুক্তদের জামিন বাতিলের জন্যে সার্কিট বেঞ্চের ডিভিশন বেঞ্চে ফের আবেদন করেন। সবকিছু জানার পর সজ্জন ও তাঁর ভাই রবীন্দ্র আগরওয়ালকে তথ্য বিকৃতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতিরা সার্কিট বেঞ্চের রেজিস্ট্রারকে দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে পৃথকভাবে আইনি পদক্ষেপের নির্দেশ দেন। এই মামলায় তদন্তকারী আধিকারিক সুব্রত গুণকে তিরস্কার করেন। ডিভিশন বেঞ্চ এডিজিকে সুব্রতর বিষয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে বলেছে। সজ্জনকে তলব করে শুক্রবার সার্কিট বেঞ্চে হাজির করা হয়। সেখানেই সবটা শোনার পর বিচারপতিরা তাঁকে গ্রেপ্তারির নির্দেশ দেন। শুনানির শেষে সার্কিট বেঞ্চের বাইরে থেকে পুলিশ ওই ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৩০ নভেম্বর সার্কিট বেঞ্চে হবে। মামলায় তপন ভট্টাচার্য এবং নীলয় চক্রবর্তী সরকারি আইনজীবী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। জয়দীপকান্ত ভৌমিক সজ্জনের হয়ে মামলা লড়ছেন। দ্রুত সমস্ত নির্দেশ কার্যকর করতে আদালত আদেশ দিয়েছে বলে মামলাকারীদের আইনজীবী অর্জুন চৌধুরী জানিয়েছেন।

## রূপান্তরকামীরা সেনায়, চিন্তা করছে কেন্দ্র

*প্রথম পাতার পর*

অন্যান্য পরিকাঠামোগত দিক নিয়েও অনেক প্রশ্ন তুলেছে একাধিক ডিরেক্টরেট। রূপান্তরকামীদের জীবনসঙ্গীদের কীভাবে শনাক্ত করা হবে, কীভাবে অন্য কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন তৈরি করা হবে এসব নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রকের বক্তব্য, এই আইন রূপান্তরকামীদের সমান অধিকার দেওয়ার জন্য। সাধারণত সেনাবাহিনীতে নিয়োগ সবসময়ই শারীরিক সক্ষমতা এবং প্রতিভাভিত্তিক হয়ে থাকে। যদি রূপান্তরকামীদের জন্য সেনাবাহিনীতে নিয়োগের দরজা খুলে দেওয়া হয়, তাহলে তাঁদের জন্যও একই মাপকাঠি রাখা হবে।কেন্দ্রীয় সরকারের আরও দাবি, সেনাবাহিনী শুধু কর্মসংস্থানের জায়গা নয়। এখানে অনেক প্রশাসনিক জটিলতা রয়েছে। যেমন, তাঁদের জন্য ঘর, শৌচালয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হয়। এছাড়াও ফিল্ডে মোতায়েন নিয়েও সমস্যা হতে পারে।

# কালো চুলের নেতা অনেক

*প্রথম পাতার পর*

জেলা স্তরে তৃণমূলে সদ্য রদবদলে কিন্তু সর্বত্র সেই ভারসাম্য নেই। উত্তরবঙ্গের কথাতেই আসা যাক।

কোচবিহারের অভিজিৎ দে ভৌমিক, আলিপুরদুয়ারের প্রকাশ চিকবড়াইক, শিলিগুড়ির পাপিয়া ঘোষ তাজা রক্ত না হন, নবীন নিঃসন্দেহে। জলপাইগুড়ির মহুয়া গোপ অবশ্যই মহিলাদের প্রতিনিধি। এই চার জেলায় চেয়ারম্যানরা তুলনায় বয়স্ক বলে তারুণ্যের সঙ্গে অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন হয়েছে বলা যায়। কিন্তু মালদা, উত্তর দিনাজপুরে ভরসা সেই ষাট, এমনকি সত্তরোর্ধ্বরা।

উত্তর দিনাজপুরে জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের বয়স ৭০। জেলা কমিটির চেয়ারম্যান শচীন সিংহ রায় প্রায় ৬৫। মালদায় জেলা চেয়ারম্যান পদে অশীতিপর সমর মুখোপাধ্যায়কে ছাড়া কাউকে খুঁজে পেল না তৃণমূল নেতৃত্ব। সভাপতি পদে ৬০ ছুঁইছুঁই আবদুল রহিম বকসি। দক্ষিণ দিনাজপুরে জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল বা চেয়ারম্যান তোড়া হোসেন মণ্ডল, কাউকে তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি বলা যাবে না।

গল্পটা আসলে অন্য। চাইলেই তো আর ধরে কাউকে নেতা বানানো যায় না। রাজনীতিতে মালদার কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী কিংবা সাবিত্রী মিত্র ফসিল হয়ে গিয়েছেন। যদিও আশি ঊর্ধ্ব সমর মুখোপাধ্যায়কে দায়িত্বে রেখে দেওয়ার কারণটা রহস্য। কিন্তু এটাও ঠিক যে, মালদায় তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের দায়িত্ব নেওয়ার মতো কেউ নেই যুব প্রজন্মে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বিকল্প কে, প্রশ্ন করলে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন।

কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির জেলা সভাপতি পদে পুরোনোদের রেখে দেওয়ার কারণ একই। দায়িত্ব দিলে ঘুরে-ফিরে সেই পুরোনো নেতাদের পদ দিতে হয়। কোচবিহারের রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উদয়ন গুহ, বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, হিতেন বর্মন বা পার্থপ্রতিম রায়, আলিপুরদুয়ারের মৃদুল গোস্বামী কিংবা সৌরভ চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ির চন্দন ভৌমিক আর শিলিগুড়ির গৌতম দেবদের বাইরে নতুন-পুরোনো মিলিয়ে অন্য কাউকে জেলা স্তরের নেতা তৈরি করতেও ব্যর্থ তৃণমূল।

রেজ্জাক মোল্লার পুরোনো দলে কাঁচা চুলের আমদানি হয়েছে ইদানীং। যুব সংগঠন, ছাত্র সংগঠনে বেশ কিছু নতুন মুখ। জেলায় জেলায় পার্টিতেও কালো চুলের মাথা একেবারে কম নয়। সেই ভরসায় যুব ব্রিগেডের ডাক দেওয়া হয়েছে। ৭ জানুয়ারি ব্রিগেডে সিপিএমের যুব সংগঠনের সমাবেশ। তার প্রস্তুতিতে বাংলাজুড়ে হাঁটছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, কলতান দাশগুপ্তরা। ব্রিগেডের ইতিহাসে শুধু যুবদের সমাবেশ এই প্রথম। কিন্তু ব্রিগেডের জন্য এই হাঁটা কি খুব সাড়া ফেলল নতুন প্রজন্মে?

শিলিগুড়িতে আমার সহকর্মী যাঁরা ইনসাফ যাত্রার খবর সংগ্রহে গিয়েছিলেন, তাঁদের রিপোর্ট কিন্তু ভিড় বাড়াতে ভরসা সেই দীর্ঘদিনের কমরেডরা। কয়েকজন তরুণ বা তরুণীকে পদে বসিয়ে দেওয়া মানে দলে যুব প্রজন্মের ঢল নামা নয়। সাদামাঠা এ কথাটা বুঝেও বোঝে না কোনও রাজনৈতিক দল। সে সিপিএম হোক কিংবা তৃণমূল। বিজেপিতেও দেখুন। শিলিগুড়ির সভাপতি অরুণ মণ্ডল ব্যতিক্রম বটে। তার বাইরে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির সভাপতি পদে ঘুরে-ফিরে সেই পুরোনো মুখ।

অধিকাংশ জেলায় পুরোনোদের ঘাড়ে দায়িত্ব থাকায় নবীনরা গোসাঘরে। নিষ্ক্রিয়তার ব্যাধিতে আচ্ছন্ন। কোচবিহারে বিজেপির ডায়নামিক নেতা সঞ্জয় চক্রবর্তী হঠাৎ যেন হাওয়া হয়ে গিয়েছেন এই চক্করে। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল দলই ছেড়ে দিয়েছেন। জলপাইগুড়ির অতীতের জেলা সভাপতি দীপেন প্রামাণিক সুমনের পথে গিয়েছেন। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বিজেপি সভাপতিদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না সবসময়। সুকান্ত মজুমদার মাঝে মাঝে দক্ষিণ দিনাজপুরে এসে দলের বাতি জ্বালিয়ে রাখেন।

প্রশ্ন হল, নবীন বলে যাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, তাঁদের কাছে দলের কর্মী-সমর্থকরা কোনও দিশা পাচ্ছেন কি? যুব প্রজন্মই বা কেন আকর্ষিত হবেন? মীনাক্ষী ভাষণে বারবারই বলেন, 'আমরা এসেছি আপনাদের কাছে সাহস ধার করতে।' আরে সাহস থাকলে তো মানুষের প্রতিবাদ টের পাওয়া যেত। বাংলায় সমস্যার পাহাড়। সরকারের বিরুদ্ধে চাপা ক্ষোভের অন্ত নেই। অথচ প্রতিবাদের লেশমাত্র নেই। আসলে প্রতিবাদের দিশা দেখানোর কেউ নেই যে।

ভাষণে আগুন ঝরান যে মীনাক্ষী, তিনিও দলের, সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্পষ্ট করতে পারেন না। জনহিতে, মানুষের সমস্যার প্রতিকারে তাঁর দল কোন পথে যেতে চায়, সে শুধু মীনাক্ষী নন, জানা নেই তৃণমূলের নবীন-পুরোনো নেতাদেরও। দিশাটা হয়তো জানে না দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। ফলে দিশাহীনতা সংক্রামিত হয় দলের সর্বস্তরে। যুব প্রজন্মের কয়েকজনকে নেতা বানালে এই সংকট কাটে না। কোন কথা বললে, কোন দিশা দেখালে দলের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়বে, সে সম্পর্কে শিক্ষিত করতে না পারলে যুব নেতারা দেউলিয়া রাজনীতির ঘেরাটোপেই ঘুরপাক খাবেন।

মীনাক্ষীদের ভাষণে আগুন আছে। নেই দিশা, মানুষের চেতনায় আঘাত করার মতো ভাবনা, পরিকল্পনা।

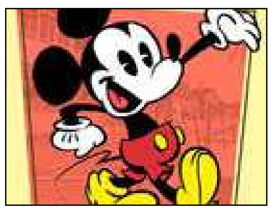

### মিকি মাউস বার্থ–ডে

ওয়াল্ট ডিজনির জনপ্রিয় চরিত্র মিকি মাউসের জন্মদিন বলে মানা হয় ১৮ নভেম্বরকে। ১৯২৮ সালের এই দিনেই এই চরিত্র প্রথম সিনেমায় দেখানো হয়।

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELEVERY
OUR SERVICES
MRI ● CT SCAN ● 4D USG
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 79087-26233 / 80012-22020

# ব্রতের অর্ঘ্য সাজাচ্ছেন সালমারা

**দেওয়ালের একপাশে নজরে ইসলামিক প্রতীক আর ঘরের অন্যপাশে সাদা ছাপা শাড়ি পরে ছটপুজোর জন্য নাহাও খাওয়ের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত মুসলিম ঘরের এক বধূ। তাঁর বাড়ির উঠোনও গোবর জলে নিকোনো। শিলিগুড়ি শহরের পাড়ায় পাড়ায় এমন ছবি এই পরবে ধর্মের সব প্রাচীর ভেঙে দিয়েছে। আলোকপাত করলেন শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** মুসলিম অধ্যুষিত ১ নম্বর ওয়ার্ডের ধরমনগর এলাকার একটি গলিতে ঢুকতে নজরে পড়ল টিনের ছোট ঘর। সামনেটা পরিষ্কার করা হয়েছে গোবর জল দিয়ে। ঘরে ঢুকতেই দেওয়ালের একপাশে নজরে পড়ল ইসলামিক প্রতীক। ঘরের এককোণে সাদা ছাপা শাড়ি পরে লাউ কাটতে ব্যস্ত ছিলেন সালমা বেগম। কিছুক্ষণ পরেই ঘরে ঢুকলেন সালমার ছেলে মহম্মদ তসলিম। জামা–প্যান্টে তখন বালি লেগে রয়েছে।

প্রশ্ন করার আগেই বললেন, ‘ছটপুজোর জন্য নিজেদের ঘাট তৈরি করে এলাম। তবে এখন আর সময় নেই। নমাজ পড়ার সময় চলে এসেছে।’ ব্যস্ততার মধ্যেই মাকে জিজ্ঞাসা করে দিলেন, ‘নাহাও খাও’–এর প্রস্তুতি কতদূর? সালমা উত্তর দিলেন, ‘লাউ কাটা হয়ে গিয়েছে।’

৩ নম্বর ওয়ার্ডের গুরুংবস্তি বাজারে দেখা হল বছর তিরিশের গুলনাজ বেগমের সঙ্গে। গুলনাজ ব্যস্ত ছটপুজোয় প্রয়োজনীয় উপচার কিনতে। গুরুংবস্তির চর সংলগ্ন এলাকাতে তাঁর বাড়ি। কত বছর ধরে ছটপুজো করছেন? প্রশ্ন শুনেই গুলনাজের উত্তর, ‘নয় বছর।’ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন গুরুংবস্তি ছটপুজোর কমিটির সদস্য বিকাশ সাহা। উৎসাহের সুরে বললেন, ‘আমরা যেভাবে ছটপুজোর সমস্ত রীতি পালন করি, তিনি ও তাঁর পরিবারও সেভাবে ছটপুজো করে আসছেন।’

মহম্মদ তসলিম, সালমা বেগমের সঙ্গে গুলনাজের পরিবারের কোনও পরিচয় নেই। তবে নিয়মমতো ৩৬ ঘণ্টার উপোস করে ছটপুজো করে থাকেন। যা করতে গিয়ে মাঝেমধ্যে বিদ্রুপের মুখেও পড়তে হয় তাঁদের। তবুও তাঁরা হিন্দু নিয়ম ও বিধি মেনে করছেন এই পুজো।

কেন হঠাৎ করে ছটপুজো?

প্রশ্নটা করার আগেই সালমা বলে দিলেন, ‘আমার ছয় সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। শেষ সন্তানের মৃত্যু ছটপুজোর এই সময়টায় হয়েছিল। শুনেছিলাম, ছটি মাইয়ার কাছে সবাই সন্তানের কথা বলে। আমিও মানত করে ফেলেছিলাম। এরপর আমার দুই মেয়ে ও এক ছেলে হয়েছে। সবাই সুস্থ রয়েছে।’ মানত করার পরের বছর থেকে সালমা ও তাঁর স্বামী মহম্মদ মোস্তাফা ছটপুজো শুরু করেন।

ইসলামপুর থেকে বছর এগারো আগে শহরে কাজের সূত্রে গুরুংবস্তিতে এসে থাকতে শুরু করেন গুলনাজ ও তাঁর স্বামী। দুজনেই বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। আট বছরের ছেলেকে দেখিয়ে তিনি বলেন, ‘বিয়ের পর সন্তান হচ্ছিল না। পাশেই ঘাট থাকায় দেখতাম ছটপুজো হচ্ছে। মানত করে ফেলেছিলাম। এরপর থেকে নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করছি।’

সালমার স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলে মহম্মদ তসলিম পুজোর দায়িত্ব নিয়েছে। নয়ডায় একটি বেসরকারি জায়গায় কাজ করলেও বছর পাঁচেক ধরে প্রতি বছর ছটপুজোর সময় তিনি শহরে নিজের বাড়িতে চলে আসেন।’ আবেগতাড়িত হয়ে তসলিম বলছিলেন, ‘দীপাবলি থেকে পাওয়া বোনাসের টাকা দিয়েই ছটপুজোর আয়োজন করি।’

ঘুরেফিরে এল, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথাও। তসলিম গলার স্বর চওড়া করে বলল, ‘আমার পরিবার সব সময়ই শিক্ষা দিয়েছে নিজের ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মকেও সমান সম্মান দিতে।’ একই উত্তর, গুলনাজেরও। বললেন, ‘আমার সন্তানের ভালো থাকার প্রার্থনা আল্লাহকেও করি। ছটি মাইয়াকেও করি।’ আর এসবের মধ্যেই নিঃশব্দে ছটপুজোকে সামনে রেখে শহরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলে যাচ্ছেন গুলনাজ, তসলিম ও সালমারা।

নদীর ঘাটে ব্রত উদযাপনের প্রতীকী ছবি।

### ধর্মের বেড়া টপকে

- ১ নম্বর ওয়ার্ডে ঘরের এককোণে লাউ কাটতে ব্যস্ত ছিলেন সালমা বেগম
- তাঁর ঘরে তখন ছটের নাহাও খাওয়ের জন্য প্রস্তুতি চলছিল
- ৩ নম্বর ওয়ার্ডের গুরুংবস্তি বাজারে গুলনাজ বেগমের তখন পুজোর উপচার কেনার ব্যস্ততা
- এই শহরে এই পরবে সাম্প্রদায়িক বেড়া ভেঙে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সম্প্রীতির বার্তা

### বেগমের কথা

আমার সন্তানের ভালো থাকার প্রার্থনা আল্লাকেও করি। ছটি মাইয়াকেও করি।

–গুলনাজ বেগম

Sunetra'z
Vision Redefined
চোখের যে কোনও সমস্যার জন্য
আজই চলে আসুন
Dr. Amitabha Chakraborty
Doctor is an Experienced Phaco Surgeon and Medical Retina Specialist
Ashrampara, Near Pakurtala, More, Siliguri
9002280804/7031532499

আদালতের নির্দেশ মেনে ছট পরবের জন্য তৈরি হচ্ছে মহানন্দার ঘাট। ছবি : তপন দাস

## নদীতে পরব নিয়ে তোলাবাজির জের

# পাড়ায় পাড়ায় অস্থায়ী ছটঘাট

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** ছটপুজোর জন্য শহরজুড়ে চলছে কৃত্রিম ঘাট তৈরির কাজ। শীতলাপাড়া, গোয়ালাপট্টিতে, সিধো কানহো সরণিতে সরকারি নির্দেশিকাকে মান্যতা দিয়ে নদীর পরিবর্তে কৃত্রিম ছটঘাট তৈরি করে পুজো করবেন সঞ্জয়, রাজু, প্রকাশরা। গোয়ালাপট্টিতে প্রায় ২০০ ফুট লম্বা ছটঘাট তৈরি হয়েছে। এখানে ৩০টি পরিবার একত্রিত হয়ে ছটপুজো করবে। সন্তোষীনগরেও তোড়জোড় চলছে ঘাট তৈরির। কেউ আবার বাড়ির ছাদেই ছোট্ট জলাশয় তৈরি করে পুজো করবেন। শিলিগুড়িতে ছটঘাট বিক্রি নিয়ে প্রতি বছরই চলে বহু টাকার খেলা। তাই প্রতি বছর শহরের মানুষ নদীর ঘাট থেকে ক্রমশ দূরে সরছেন। আর এই প্রবণতাকে পরিবেশকর্মীরা ইতিবাচক বলেই মনে করছেন। এতে নদী একটু হলেও দূষণ থেকে রেহাই পাবে। অন্যদিকে মানুষ সচেতন হলে ঘাট নিয়ে তোলাবাজিও কমবে।

শিবকুমার মাহাতো বলছিলেন কীভাবে তাঁদের এলাকায় শুরু হয় কৃত্রিম ঘাট তৈরির কাজ। তাঁর কথায়, ‘গোয়ালাপট্টিতে কয়েক বছর ধরে বালি, পাথর সব দিয়ে ঘাট তৈরির চেষ্টা করছি। এখানেই প্রায় ২০টি পরিবার শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে পুজো করছে। সবাই মিলে অনেক আনন্দ করি।’

ছটঘাটে জায়গা পাওয়া থেকে শুরু করে নদীর দূষণ সবকিছুর কথা মাথায় রেখেই নদীর পরিবর্তে এলাকায় ঘাট তৈরি করা হয় বলছিলেন ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ। তাঁর এলাকায় সুন্দর করে ঘাট তৈরি করা হয়। প্রায় ৩০টি পরিবার এই ঘাটে পুজো দেয়। এলাকার বাসিন্দা রাজীব পাসোয়ান বলছিলেন, ‘আমরা নিজেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নভাবে ঘাট তৈরি করি। মহানন্দার পরিবর্তে এই ঘাটে পুজো করাটাই ভালো।’

আর এক এলাকার বাসিন্দা শিবু শর্মার কথায়, ‘আগে মহানন্দার ছটঘাটে গিয়েই পুজো করতাম। তবে বেশ কয়েক বছর ধরে নিজেদের বানানো ঘাটেই পুজো করছি। এখানেই অনেক আনন্দ হয়, কৃত্রিম ছটঘাট হলেও নদীতে পুজোর মতোই আনন্দ হয়।’

শিলিগুড়ি হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন সিধো কানহো সরণির পুজো ঘিরেও উৎসাহ তুঙ্গে। এখানকার বাসিন্দারা বর্তমানে কৃত্রিম ঘাট তৈরির মধ্য দিয়েই ছটপুজো করছেন। এদিন ঘাট সাজানোর পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দা অমিত কুমার বলছিলেন, ‘গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশিকাকে মান্যতা দিয়েই আমরা নিজেরাই ঘাট তৈরি করছি। সবাই মিলে এই ঘাটেই আরতি করি।’

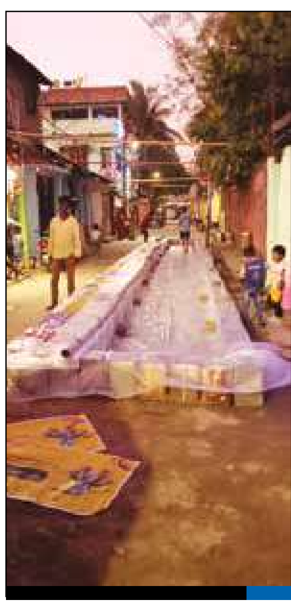

### বিরূপ প্রভাব

- শীতলাপাড়া, গোয়ালাপট্টিতে, সিধো কানহো সরণিতে কৃত্রিম ছটঘাট তৈরি হচ্ছে
- কেউ কেউ আবার বাড়ির ছাদেই ছোট্ট জলাশয় তৈরি করে পুজো করবেন
- ছটঘাট বিক্রি নিয়ে প্রতি বছরই বহু টাকার খেলায় ব্রতীরা এখন বিরক্ত
- প্রতি বছর শহরের ছটব্রতীরা নদীর ঘাট থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন

### বাসিন্দার কথা

আগে মহানন্দার ঘাটে গিয়ে পুজো করতাম। বেশ কয়েক বছর ধরে পাড়ায় বানানো ঘাটে পুজো করছি। এখানে অনেক আনন্দ হয়, কৃত্রিম ছটঘাট হলেও নদীতে পুজোর মতোই আনন্দ হয়।

– শিবু শর্মা

# লাউভাত দিয়ে শুরু ছটপুজো

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** শুক্রবার ‘নহাও খাও’ দিয়ে শুরু হল ছটপুজো। এদিন ভাত ও লাউ বানানোর পর ছটি মাইয়াকে উৎসর্গ করার মধ্যেই শুরু হল পুজোর প্রস্তুতি। শুধু বিহারি সম্প্রদায়ের মানুষই নন, বাঙালি–মাড়োয়ারিদের মধ্যেও এদিন সকাল থেকেই উৎসাহ দেখা গিয়েছে। অনীক ধর, ইপ্সিতা রায়কে এদিন লালমোহন মৌলিক ঘাটে এসে পুজো দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য শুনতে দেখা গিয়েছে। অঙ্কিত আগরওয়াল, মালতী গোয়েঙ্কাদেরও সকাল থেকে ব্যস্ত থাকতে দেখা গিয়েছে, ছটের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী কিনতে।

শুক্রবার কথা হচ্ছিল মহারাজ কলোনি ছটপুজো কমিটির সদস্য শিবকুমার মাহাতোর সঙ্গে। তিনি বলছিলেন, দিনে ভাত–লাউ খাওয়ার পর আমরা সারাদিন কিছু খাই না। একেবারে শনিবার রাতে পায়েস–রুটি খাব।’ পায়েস–রুটির এই প্রথাকে বলা হয় ‘খরনা’। এরপর একেবারে সোমবার ভোরে ঘাটে সূর্য দেবতাকে জল অর্পণ করার পরেই কিছু মুখে তোলেন ছটব্রতীরা।

গত ছয় বছরের মতো এবারেও লালমোহন মৌলিক ঘাটে বন্ধু বিজয় সাহানি, অজিত শর্মাদের সঙ্গে ঘাট তৈরি করছেন বিশ্বজিৎ বসাক । তিনি বলছিলেন, ‘আমরা বন্ধুরা মিলে একসঙ্গে ঘাট তৈরি করে আসছি। বন্ধুরাই আমাদের পরিবারকে ছটপুজোর রীতি শিখিয়েছে।’

প্রতিবেশী অঙ্কিতা সাহানির কাছে পুজো দেওয়ার জন্য নারকেল দিয়ে থাকেন মানসী বিশ্বাস। তিনি বোঝালেন, ‘এত কঠিন রীতি মেনে ঠিক চলা যায় না। তাই অঙ্কিতাকে প্রতিবার পুজোর জন্য নারকেল দিয়ে থাকি। পুজোর এই কয়েকটা দিন নিরামিষ খেয়ে থাকি।’

এদিন বাজারে লাউয়ের দাম ছিল কেজি প্রতি ২৫ থেকে ৩০ টাকার মধ্যে। উনুনের দাম এদিন চারশো টাকার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। এদিন বর্ধমান রোডে মাটির ওই উনুন কিনতেই এসেছিলেন মিনতি গোয়েঙ্কা। বলছিলেন, ‘দীপাবলির পর এই পুজোও এখন আমাদের কাছে উৎসবের সমান হয়ে গিয়েছে।’

ছটের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। শুক্রবার শিলিগুড়িতে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

### খরনা ও দুই অর্ঘ্য

- শনিবার রাতে হবে খরনা, দেবতাকে পায়েস–রুটি নিবেদনের ব্রত
- রবিবার বিকেলে নদীর ঘাটে গিয়ে সূর্যকে প্রথম অর্ঘ্য নিবেদন
- সোমবার ভোরে সূর্য দেবতাকে জল অর্পণ করে উপবাস ভাঙবেন ছটব্রতীরা

# বয়েজ হাইস্কুলের পুনর্মিলন উৎসব

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** শতবর্ষ প্রাচীন শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের পুনর্মিলন উৎসবে বসতে চলেছে চাঁদের হাট। জানুয়ারির ১৩ ও ১৪ তারিখ স্কুল প্রাঙ্গণেই হতে চলেছে দু’দিনের কর্মসূচি। স্কুলের ছাত্রদের শোভাযাত্রায় পাঁচ কিংবা ছয়ের দশকের ছাত্রদের পাশাপাশি বর্তমান ছাত্ররাও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নেবে স্কুলের ইউনিফর্ম নীল প্যান্ট, সাদা শার্টে। স্থানীয় ও স্কুলের ছাত্রদের অনুষ্ঠান তো থাকছেই, সঙ্গে থাকছে সংগীত শিল্পী জয়তী চক্রবর্তী ও অঞ্জন দত্তর অনুষ্ঠান।

শিলিগুড়ির এই প্রাচীন স্কুলে পুনর্মিলন উৎসব ঘিরে এখন গোটা শহরেই প্রায় হইচই। কারণ শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব থেকে শুরু করে প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য এই স্কুলেই পড়াশোনা করতেন। এই স্কুলে পড়াশোনা করেই বিভিন্ন সময়ে যারা দেশ ও বিদেশে সুনাম অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান সাহা, টেবিল টেনিস তারকা সৌম্যজিৎ ঘোষ, শুভজিৎ সাহা, বিজ্ঞানী পার্থসারথি চক্রবর্তী, বিচারপতি আনন্দময় ভট্টাচার্য, অনুপ দেব, শিল্পী সৌম্যজ্যোতি ঘোষ সহ আরও অনেকে।

আগে বিভিন্ন বছরের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের তরফে পৃথকভাবে পুনর্মিলন উৎসব করা হলেও এবারই প্রথম বড় আকারে এই উৎসব হচ্ছে। এদিন পুরো বিষয়টি জানিয়ে উৎসব কমিটির সভাপতি তথা মেয়র বলেন, ‘প্রত্যেক প্রাক্তন শিক্ষকদের আমরা আমন্ত্রণ করব। পুনর্মিলন উৎসব ঘিরে একটি স্মারকপত্রিকা প্রকাশ করা হবে।’

উৎসবকে ঘিরে প্রাক্তন ছাত্রদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এদিন স্কুলের একটি ওয়েবসাইটেরও উদ্বোধন করেন মেয়র। প্রথমদিন ম্যাগাজিন প্রকাশের পাশাপাশি একটি শোভাযাত্রাও শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করবে। ওই দিন সব ছাত্রের জন্য মিড–ডে মিলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দু’দিনে শিক্ষক, ছাত্র কিংবা প্রাক্তন ছাত্রদেরও বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে। ১৪ তারিখ প্রাক্তন শিক্ষকদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে স্কুলে। তাছাড়া থাকছে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানও।

মেয়র বলেন, ‘আমরা চাই বয়েজ হাইস্কুল হেরিটেজ তকমা পাক। কিন্তু হেরিটেজ হতে গেলে বেশ কিছু গাইডলাইন রয়েছে। তবে সবকিছু মিলিয়ে যদি স্কুল হেরিটেজ তকমা পায়, তবে আমি খুবই খুশি হব।’ মেয়র বলেন, ‘আমরা চাই সবাই স্কুলে আসুক। তাঁরা যে সময় স্কুলে ছিলেন সেই সময়ের স্কুল আর এখনকার স্কুল তাঁরা নিজেরা এসে দেখুন। দায়িত্ব নেওয়ার পর স্কুলে বেশ কিছু কাজ করেছি। আরও বেশ কিছু কাজ বাকি রয়েছে। স্কুলের অডিটোরিয়ামকে আমরা ভালো করে তৈরি করব।’

# রহস্য চুরি নিয়ে থানায় নালিশ

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** ভোররাতে বাড়িতে ঢুকে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়িতে। শুক্রবার ভোর তিনটে নাগাদ ঘটনাটি ঘটে শিবমন্দির মেডিকেল মোড় সংলগ্ন এলাকায়। অভিযোগ, রণজিৎ ঘোষ নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। ঘরের আলমারি থেকে নগদ ১৫ হাজার টাকা এবং বেশ কিছু সোনা, রুপোর গয়না চুরি গিয়েছে।

তবে আলমারির তালা ভাঙা ছিল না। চাবি দিয়ে খোলা হয়েছে লকার। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির মালিক বিষয়টি দেখতে পান। এরপরেই খবর দেওয়া হয় থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করেছে। রণজিৎবাবু ইতিমধ্যে মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখোমুখি বাড়ির সিসি ক্যামেরার ফুটেজে যে ছবি ধরা পড়েছে তাতে বৃহস্পতিবার রাতে ওই বাড়িতে কাউকে ঢুকতে এবং বের হতে দেখা যায়নি। তাই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখছেন পুলিশকর্মীরা।

শুক্রবার সকালে থানায় খবর আসে মেডিকেল মোড় সংলগ্ন একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে প্রথমে টহলদারি ভ্যান ও পরে পুলিশ গিয়ে দেখে আলমারির তালা খুলে চুরি করেছে চোর। এরপরেই থানায় জানানো হলে দুপুরে সাদা পোশাকের পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশ গিয়ে বাড়ির লোকজনের সঙ্গেও কথা বলেছে।

# সোনা প্রতারণায় ধৃত ৫

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** নকল সোনা দিয়ে প্রতারণা করে ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল দুষ্কৃতীদের একটি চক্র। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অসমের বাসিন্দা পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতরা হল একাদিল খান, সানওয়ার আলি, জয়নাল আলি খান, জালাল আলি খান, নুরুজ জামান। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছে পুলিশ। শুক্রবার ধৃতদের আদালতে তুলে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

পুলিশের কাছে কিছুদিন আগে মাটিগাড়া থানার এক গৃহবধূ অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগে তিনি দাবি করেছেন কয়েকজন যুবক কিছুদিন আগে তাঁর বাড়িতে আসে। তারা সোনা বন্দক রাখার কথা বলে কিছু সোনার মতো চকচকে বস্তু দেয় এবং টাকা নিয়ে যায়। পরে তিনি জানতে পারেন নকল সোনা দিয়ে পালিয়েছে অভিযুক্তরা। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেই পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজ শুরু করে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে অভিযুক্তরা অসমের দিকে রয়েছে। এরপরেই মাটিগাড়া থানার পুলিশের একটি দল গিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে।

# শিলিগুড়িতে বইমেলা

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** গ্রেটার শিলিগুড়ি পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৪১তম বইমেলার আসর বসছে। ৮ ডিসেম্বর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন মেলা ময়দানে এই বইমেলা শুরু হবে। কলকাতা, গুয়াহাটি, দিল্লি, মুম্বই, এলাহাবাদ সহ প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে বিভিন্ন প্রকাশনী সংস্থা এই মেলায় শামিল হচ্ছে। ১০ ডিসেম্বর মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বইমেলা চলবে। মেলায় প্রতিদিন সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও আলোচনা সভার ব্যবস্থা থাকছে।

রংদার রোববার

প্রচ্ছদ কাহিনী ক্রিকেট

বিশ্বকাপ ক্রিকেট ফাইনাল কাল। রংদার রোববারের প্রচ্ছদ কাহিনীতে কী থাকতে পারে ক্রিকেট ছাড়া? বর্তমান ক্রিকেটকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হল এবারের প্রচ্ছদে।

প্রচ্ছদ কাহিনী : অলোক দাশগুপ্ত, গৌতম ভট্টাচার্য, অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতীক ও পিনাকী চট্টোপাধ্যায়

ছোটগল্প : প্রবীর ঘোষ রায় ও অনুভা নাথ

প্রবন্ধ : কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বাড়ি নিয়ে দেবাশিস তেওয়ারী

কবিতা : স্নেহাংশু বিকাশ দাস, জয়গোপাল মণ্ডল, হাসি বসু, মাধবী দাস, গণেশচন্দ্র রায়, উমা মাজী মুখোপাধ্যায় ও অমিয় কুমার চৌধুরী

## খাই খাই

# সবজি খিচুড়ি

### যা যা লাগবে

পোলাওয়ের চাল ২ কাপ, মসুর ডাল ১/২ কাপ, মুগডাল ১/২ কাপ, ঘি ২ টেবিল চামচ, সবজি (মটরশুঁটি, বরবটি, গাজর ও ফুলকপি) ২ কাপ, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা লংকা ৮/১০টা, হলুদের গুঁড়ো ১ চা চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা চামচ, জিরাগুঁড়ো ১/২ চা চামচ, আদাবাটা ১/২ চা চামচ, রসুন বাটা ১/২ চা চামচ, সাদা এলাচ ২টা, লবঙ্গ ১টা, দারুচিনি ২টি, গোলমরিচ ৬টি, পেঁয়াজ কুচি ৪ টেবিল চামচ ও রান্নার তেল ৩ টেবিল চামচ।

### যেভাবে তৈরি করবেন

মুগডাল হালকা করে ভেজে নিতে হবে। মুগডাল, মসুরডাল ও পোলাওয়ের চাল একসঙ্গে ভালোভাবে ধুয়ে জল ঝরাতে হবে। এবার ওভেনে একটি পাত্র বসিয়ে তাতে তেল, পেঁয়াজকুচি ও কাঁচালংকা দিয়ে ভালোভাবে ভাজতে হবে। পেঁয়াজ হালকা বাদামি হয়ে এলে এতে ধুয়ে রাখা চাল, ডাল দিয়ে তাতে গরমমশলা, আদাবাটা, রসুনবাটা, হলুদের গুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, জিরাগুঁড়ো দিয়ে ৪/৫ মিনিট ভেজে নিতে হবে। এবার এতে আগে থেকে ধুয়ে রাখা সবজি, ৫ কাপ পরিমাণ গরম জল, স্বাদমতো লবণ দিয়ে নেড়ে ওভেনের আঁচ বাড়িয়ে দিতে হবে। জল যখন কমে আসবে তখন ঘি ছড়িয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মৃদু আঁচে ১০ মিনিটের জন্য রান্না করলেই হয়ে যাবে মজাদার সবজি খিচুড়ি।

চাল কিছুটা সেদ্ধ হয়ে এলে একে একে বাকি সব উপকরণ দিয়ে নাড়তে থাকুন। সব উপকরণ ভালোভাবে মিশে বেশিরভাগ মিহি হয়ে এলে নামিয়ে ঠান্ডা করে পছন্দমতো পাত্রে ঢেলে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

# নবাবি খিচুড়ি

### যা যা লাগবে

বাসমতি চাল ১ কাপ, মুগডাল ১/৪ কাপ, মসুর ডাল ১/৪ কাপ, ঘি ১/৪ কাপ, কাজুবাদাম ২ টেবিল চামচ, কিশমিশ ২ টেবিল চামচ, কেওড়া জল ১/২ চা চামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা ১/৪ কাপ, তরল দুধ ১/২ কাপ, লবণ স্বাদমতো, কাঁচালংকা ৫/৬টা, হলুদের গুঁড়ো ১/৪ চা চামচ, আদা-রসুন বাটা ১/২ চা চামচ, সাদা এলাচ ২টি, দারচিনি ২টি, ও লবঙ্গ ৩টি।

### যেভাবে তৈরি করবেন

চাল ও ডাল ৫ মিনিটের জন্য একসঙ্গে জলে ভিজিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখতে হবে। এবার ওভেনে পাত্র বসিয়ে তাতে ঘি দিয়ে বাদাম ও কিশমিশ হালকা করে ভেজে উঠিয়ে নিতে হবে। সব গরম মশলা, কাঁচালংকা, আদা-রসুন বাটা হালকা ভেজে চাল-ডাল দিয়ে তাতে হলুদের গুঁড়ো সহ মিনিট খানেকের মতো ভেজে ২ কাপ পরিমাণ গরম জল ও স্বাদমতো লবণ দিয়ে হালকা আঁচে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে সাত মিনিটের জন্য। এবার জল শুকিয়ে এলে এতে দুধ, পেঁয়াজ বেরেস্তা, ভেজে রাখা বাদাম, কিশমিশ, কেওড়া জল ও ১ টেবিল চামচ ঘি দিয়ে হালকা করে নেড়ে আবারও মৃদু আঁচে ঢেকে রাখতে হবে ১০ মিনিটের জন্য। ১০ মিনিট পরে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে মজাদার নবাবি খিচুড়ি; যা মাছ ভাজা কিংবা মাংস, আচার দিয়ে খেতে দারুণ স্বাদের হয়।

# মশলা খিচুড়ি

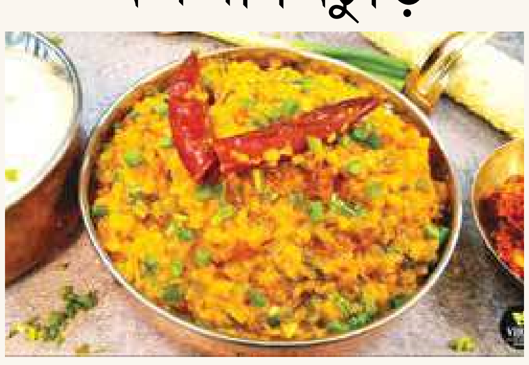

### যা যা লাগবে

চাল ১ কাপ, মসুর ও মুগডাল ১/২ কাপ, আলু ৩টা, লবণ স্বাদমতো, কাঁচালংকা ৭/৮টা, হলুদের গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, ধনেগুঁড়ো ১/২ চা চামচ, জিরাগুঁড়ো ১/২ চা চামচ, আদাবাটা ১/২ চা চামচ, রসুন বাটা ১/২ চা চামচ, ঘি ২ টেবিল চামচ, গরমমশলা গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১/৩ কাপ, রসুন কুচি ২ টেবিল চামচ, টমেটো ১টি, শুকনো লংকা ২টি, সাদা এলাচ ২টি, গোটা জিরা ১ চা চামচ, গোটা ধনে ১ চা চামচ, মৌরি ১/২ চা চামচ, ধনেপাতা ৩ টেবিল চামচ ও রান্নার তেল ৩ টেবিল চামচ।

### যেভাবে তৈরি করবেন

মুগডাল হালকা ভেজে এর সঙ্গে মসুর ডাল ও চাল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। এবার এতে ৭ কাপ পরিমাণ জল দিয়ে তার সঙ্গে লবণ, মরিচ, হলুদের গুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, জিরাগুঁড়ো, গরমমশলা গুঁড়ো, আদাবাটা, রসুনবাটা, টমেটো ও আলু দিয়ে ওভেনে বসিয়ে রান্না করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আলু, চাল-ডাল সেদ্ধ হয়ে আসে। এবার আলাদা একটি পাত্রে শুকনো লংকা, সাদা এলাচ, গোটা জিরে, ধনে ও মৌরি দিয়ে হালকা সেঁকে নিয়ে ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করে রান্না হতে থাকা খিচুড়িতে দিতে হবে। এখন আলাদা আরেকটি পাত্রে তেল দিয়ে তাতে পিঁয়াজ ও রসুন কুচি সোনালি করে ভেজে খিচুড়ির পাত্রে ঢেলে দিতে হবে। এবার সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে খিচুড়ি থকথকে ঘন হয়ে আসলে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে ওভেন থেকে নামিয়ে নিতে হবে। পরিবেশনের পাত্রে খিচুড়ি ঢেলে উপরে ঘি ছড়িয়ে পরিবেশন করতে হবে দারুণ স্বাদের পাতলা মশালা খিচুড়ি।

# দুল দোল দুলুনি

সেই সময়ের কথা বলি। আমাদের মা-কাকিমা, বউদি-মামিরা সোনার গয়না পরলে তাঁদের শরীরে ফুটে উঠত হাঁসুলি, গোলাপ, পাশা, হাতের বালা প্রভৃতি। নতুন বউদের কোমরে থাকত বিছা আর পায়ে রিনিঝিনি মল ও কানে দুল। কানে দুল পরা অনেক পুরোনো ঐতিহ্য। প্রাচীনকাল থেকে সভ্যতার সঙ্গে এই ঐতিহ্য মিশে আছে। আগেকার দিনে সৈন্যদের মধ্যে কানে দুল পরাটাকে বেশ সম্মানজনক মনে করা হত।

কারণ, যাদের কানে দুল থাকত ধরে নেওয়া হত তারা একবার সারা বিশ্ব ভ্রমণ করে এসেছে অথবা বিষুব রেখা অতিক্রম করেছে। বঙ্গদেশে সাধারণত মেয়েদের পাঁচ বছর বয়স পেরোলে বেশ ধুমধাম করে আনুষ্ঠানিকভাবে কানে দুল পরানো হয়। এক সময়ের ঐতিহ্যই পরবর্তীকালে ফ্যাশনে পরিণত হয়। মেয়েদের মধ্যে অনেকেরই কিন্তু ঈর্ষার কারণ হয়ে ওঠে, কানের দুল। অন্যের দুল দেখলে মনে হয়, ইস্ আমার কানের দুলটাও যদি অমন হত, তাহলে বেশ হত। তাহলে সমাধান কি!

### যেমনটি আপনার চাই

আপনার কেমন দুল চাই এটা যতটুকু নির্ভর করে আপনার ইচ্ছার ওপর, ঠিক ততটুকুই নির্ভর করে আপনার চেহারার আদলের ওপর।

এখানে যেসব টিপসের উল্লেখ করা হল, সেগুলি মেনে চলুন। তাহলেই দেখবেন অনেকটা সমাধান হয়ে যাবে।

লম্বাটে মুখ হলে লম্বাকৃতির দুলে মুখ আরও লম্বা দেখাবে। আবার গোলমুখের কেউ গোলাকৃতির দুল পরলে তার মুখ আরও গোল মনে হবে।

লম্বাটে মুখের অধিকারী টপ, ছোট ঝুমকা কিংবা রিং পরলে ভালো দেখাবে।

যাদের মুখ চৌকো চৌকোনা রিং, পাশা বা বেশি ছড়ানো দুল তাদের না পরাই ভালো।

টপ, ছোট গোল, ঝুলন্ত খাড়া দুল তারা বেছে নিতে পারেন স্বাচ্ছন্দ্যে।

যাদের মুখ গোলাকৃতি তারা ঝুলন্ত, চৌকোনা দুলে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। আর যাদের মুখের আকৃতি পানপাতার তাদের যেকোনো আকৃতির দুলেই ভালো লাগবে।

### কেমন হবে রং

কোন রংটা কার সঙ্গে যাবে, এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে মাথা ঘামান না এমন জন খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর।

কারণ, প্রায় সব মহিলার মধ্যে এই দ্বিধা কাজ করে—এই রংটা না ওটা! এই নিয়ে ঘটে নানা বিড়ম্বনা।

পোশাকের নানা রঙের মাঝে কোন রঙে মেলাবেন আপনার কানের দুল?

কিছুদিন আগেও পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে পরার ফ্যাশন ছিল। এখন তার পাশাপাশি চলছে কনট্রাস্ট বা বৈপরীত্যের চল।

টিপ, ওড়নার পাড়, শাড়ির আঁচল অথবা জুতার ফিতা যেকোনো কিছুর সঙ্গেই মিলিয়ে দুল পরা যায়। তবে যাই পরুন, তা যেন আপনার মুখের আদলের সঙ্গে ঠিকভাবে যায়।

এই নির্বাচনটা যদি আপনি নিজে নিজে না-ও করতে পারেন, তাহলে অন্য কোনো রূপ সচেতন মহিলাকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, ছবি তুলে অন্যান্য বিখ্যাত সিনেমা আর্টিস্টদের সঙ্গে তুলনা করেও জেনে-বুঝে নিতে পারেন, ঠিক কেমন দুলে আপনাকে আরও আকর্ষণীয় লাগবে। কোন দুলের দুলুনিতে আপনি অন্যদের চোখে ঈর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারবেন!

### কেমন পোশাকে কেমন দুল

কেমন পোশাকের সঙ্গে কেমন দুল পরবেন এই নিয়েও চিন্তার বোধ করি অবকাশ নেই। এই নিয়ে আলাপ-আলোচনারও শেষ নেই।

সাধারণত সুতি, তাঁতের শাড়ির সঙ্গে কাঠ, পিতল, কাঁসা, মাটি, পুঁতি বা শোলার দুল মানাবে। হাতে বোনা কাপড়ের দুলও মানিয়ে যায় বেশ। ঝলমলে বুননের শাড়ির সঙ্গে মিলবে ধাতু ও পাথরের দুল। কর্পোরেট পোশাকের সঙ্গে অবশ্যই টপ ভালো লাগে।

### নানা রূপে দুল

শেষকথা হচ্ছে কানের দুল আপনার চেহারা এবং ড্রেসের সঙ্গে মিলে ফ্যাশনে কতটা বৈচিত্র্য আনতে পেরেছে। বর্তমানে সোনা, রুপার চেয়ে হীরা, রুবি ও সাধারণ স্টোনের ছোট কানের দুল ড্রেসের সঙ্গে মিলিয়ে পরতে বেশি পছন্দ করছে।

আপনার সাজ-পোশাকের সঙ্গে ছোট একজোড়া কানের দুল এনে দিতে পারে আপনার সুরুচির পরিচয়।

# চুলের আগা ফেটে যাচ্ছে? সমাধান

অনেকেরই মাথার চুলের আগা ফেটে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যার পেছনে অনেক কারণ থাকে। আর কারণগুলো বুঝেই তখন মূলত ঘরোয়া সমাধান, প্রাকৃতিক রূপচর্চা বা আয়ুর্বেদিক রূপচর্চার পথ নিতে হয় তখন।

তাহলে চলুন জেনে নিই চুলের আগা ফেটে যাওয়ার জন্য দায়ী বিষয়গুলো।

### অতিরিক্ত গরম জলে চুল ধুলে

প্রতিদিন অতিরিক্ত গরম জল দিয়ে চুল ধোয়া বাজে অভ্যাস। যারা রাতে স্নান করেন তারা অনেক সময় ঠান্ডা লাগার ভয়ে গরম জল ব্যবহার করেন। এই অভ্যাসে চুলের ন্যাচারাল ময়েশ্চার ধীরে ধীরে কমে যেতে শুরু করে এবং এর ফলস্বরূপ চুলের আগা ফেটে যেতে থাকে।

### তোয়ালে বা গামছায় চুল ঝেড়ে শুকোনোর বদভ্যাস

অনেকেরই তোয়ালে বা গামছা দিয়ে চুল ঝেড়ে শুকানোর অভ্যাস থাকে। তারা মনে করেন, হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করার চাইতে এভাবে চুল শুকোলে চুলের ক্ষতি হবে না। আপনারা হয়তো জেনে অবাক হবেন চুলের আগা ফাটার পেছনে এই অভ্যাসটি প্রধানভাবে দায়ী।

### চুল আঁচড়ান সঠিক উপায়ে

চুল আঁচড়ানোর সময় ধীরে ধীরে জট ছাড়িয়ে না আঁচড়ে যদি দ্রুত আঁচড়ান, সেক্ষেত্রেও চুলের আগা ফেটে যায়। বিশেষ করে যারা চুলের নীচের দিকের জট ছাড়াতে তাড়াহুড়ো করেন, তাদের চুলের আগা বেশি ফাটে।

### হেয়ার স্টাইল নিয়মিত করেন?

যারা নিয়মিত চুলে বিভিন্ন হেয়ার স্টাইলিং টুলস, যেমন: ব্লো ড্রায়ার, হেয়ার স্ট্রেইটনার অথবা হেয়ার কালার ব্যবহার করেন। আর এই সব টুলস থেকে নির্গত তাপের কারণেও চুলের ন্যাচারাল ময়েশ্চার কমে যায় এবং আগা ফাটার সমস্যা দেখা দেয়।

### চুল রাঙাতে হাড়কিপটেমি

একটু আলাদাভাবে চুল সাজিয়ে তুলতে অনেকেই নিম্নমানের হেয়ার কালার বা অন্যান্য প্রোডাক্ট ব্যবহার করেন। দেখা যায়, এগুলোতে থাকা কেমিক্যালের কারণে চুল প্রচণ্ড রুক্ষ হয়ে যায় এবং সেইসঙ্গে চুলের আগাও ফেটে যায়।

# শাড়ি পরলে মোটা দেখায়?

অনেকে শাড়ি পরতে চান না। শাড়ি পরলেই নাকি মোটা দেখায়। এই সমস্যার সমাধান কী?

শাড়ি পরার পদ্ধতিতে কিছু বিষয় যুক্ত করা। হ্যাঁ, শাড়ি পরার ধরনেও আপনাকে মোটা দেখাতে পারে। আপনাকে শুধু শাড়ি পরার পদ্ধতিটা বুঝতে হবে।

শাড়িতে জমকালো কারুকাজ কিংবা বড় নকশা থাকলে তা এড়ানো ভালো। চওড়া পাড়ের শাড়ি নয়, সরু বর্ডারের শাড়ি বাছাই করলে মোটা দেখাবে না।

গাঢ় রঙের শাড়ি বাছাই করুন। এক্ষেত্রে প্যাস্টেল শেড যেমন কালো, মেরুন, গাঢ় নীলের মতো শেড বাছাই করুন।

শাড়ি একটু উঁচু করে পরুন। এভাবে পরলে শাড়িতে আপনাকে লম্বা দেখাবে, আর স্লিমও। শাড়ির সঙ্গে উঁচু হিল জুতা পরুন।

মোটা কাপড়ের পেটিকোট পরলে শাড়িতে আপনাকে ফোলা ফোলা দেখায়। এই সমস্যা এড়াতে শেপওয়ার দিয়ে শাড়ি পরুন।

শাড়ির সঙ্গে ডিজাইনার ব্লাউজ পরতে চাইলে ডিপ নেক কিংবা ব্যাকলেস ব্লাউজ পরতে পারেন।

আড়াআড়ি প্যাটার্নের শাড়ি পরলে চেহারা ভারী দেখায়। লম্বালম্বি প্যাটার্ন বা ডিজিটাল প্রিন্টের শাড়ি পরলে আপনাকে মোটা দেখাতে পারে।

# মোদি স্টেডিয়ামের পিচ নিয়ে নাটক

## বিতর্কে পিচ কমিটির প্রধান

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

**আহমেদাবাদ, ১৭ নভেম্বর :** মুম্বইয়ের পর আহমেদাবাদ। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের পর এবার ফাইনাল!

দিন বদলেছে। শহরও বদলে গিয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে প্রত্যাশা এভারেস্টের উচ্চতাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরও যাবতীয় আকর্ষণের কেন্দ্রে সেই বাইশ গজ। নাটক চলছে, হয়তো চলবেও!

শুক্রবারের দুপুর। কর্মব্যস্ত আহমেদাবাদ শহর। কাজের ব্যস্ততা নিয়ে ভুল ভাঙবে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের সামনে হাজির হলেই। অন্তত পাঁচশো মানুষ হাজির মূল গেটের সামনে। সবারই চাহিদা রবিবারের ফাইনালের টিকিট। সঙ্গে দোসর হিসেবে যদি ভারতীয় দলকে দেখা যায়, তাহলে তো কথাই নেই।

মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে মোদি স্টেডিয়ামে ঢুকলেই নজরে আসবে চারিদিকে থিকথিক করছে পুলিশ। স্থানীয় গুজরাট ক্রিকেট সংস্থা সূত্রের খবর, ফাইনালের দিন অন্তত ১১ হাজার পুলিশকর্মী হাজির থাকবেন মাঠের নিরাপত্তায়। আর ভিভিআইপি ও ফাইনালের দুই দলের জন্য থাকছে এনএসজি কমান্ডোর নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। ঠিক যেমন ছিল ভারত–পাক মহারণের সময়।

দুপুর ৩.২০ নাগাদ ঐচ্ছিক অনুশীলনের জন্য মোট ছয় ভারতীয় ক্রিকেটার যখন হাজির হলেন মোদি স্টেডিয়ামে, তখন শঙ্খধ্বনির পাশে ভারত মাতা কী জয় চিৎকার এমন মায়াবী পরিবেশ তৈরি করেছিল যে, রোহিত শর্মা, ঈশান কিষানরা পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। যদিও চমকের তখনও অনেক বাকি ছিল। কারণ, মাঠে ঢোকার পরই সরাসরি মোদি স্টেডিয়ামের বাইশ গজের সামনে হাজির হন ভারত অধিনায়ক ও কোচ রাহুল দ্রাবিড়। পিচের উপর থাকা চটের কভার সরিয়ে তুলে খুঁটিয়ে দেখেন পিচ। তারপরই স্থানীয় কিউরেটর জয়েশ প্যাটেলের ডাক পড়ল রোহিত–দ্রাবিড়ের সামনে। হন্তদন্ত হয়ে বাইশ গজের ধারে তিনি হাজির হতেই রোহিত–দ্রাবিড়রা যেভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন, দেখে মনে হল না পিচ নিয়ে তাঁরা খুব একটা সন্তুষ্ট বলে।

অন্তত তিন ঘণ্টা মোদি স্টেডিয়ামে ছিল ভারতীয় দল। তার মধ্যে অন্তত চার–পাঁচবার পিচের ধারে হাজির হয়ে বারবার খুঁটিয়ে দেখেছেন অধিনায়ক রোহিত ও কোচ দ্রাবিড়। শেষ বিকেলে ভারতীয় দলের অনুশীলনের প্রায় শেষে রবিচন্দ্রন অশ্বীনও আচমকা হাজির হয়েছিলেন পিচ দেখতে। মোদি স্টেডিয়ামের বাইশ গজ দেখে ভারতীয় দল যে খুব একটা সন্তুষ্ট নয়, রোহিত–দ্রাবিড়দের শরীরীভাষাতেই সেটা স্পষ্ট। যদিও মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সেমিফাইনালের সময় পিচ নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়ে যাওয়ার পর ভারতীয় দল বা বিসিসিআইয়ের তরফে মোদি স্টেডিয়ামের বাইশ গজ নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এমনকি নাম না লেখার শর্তেও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বা টিম ইন্ডিয়ার তরফে কেউ কোনও মন্তব্য করেননি। কিন্তু তারপরও ফাইনালের পিচ নিয়ে নাটক চলছে। যার পিছনে রয়েছে একাধিক কারণ। এক, সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কোচ দ্রাবিড়ের নির্দেশে ফাইনালের সম্ভাব্য বাইশ গজের উপর ভারী রোলার চালানো হল। সেই রোলার চালানোর সময় স্থানীয় কিউরেটর একটি বল হাতে নিয়ে পিচের বাউন্স বুঝে নিতে চাইলেন বারবার। দুই, আজ সন্ধের দিকে শোনা গিয়েছিল, আইসিসি–র পিচ কমিটির প্রধান অ্যান্ডি অ্যাটকিনসন নিজের দেশে ফিরে গিয়েছেন। যদিও গভীর রাতের দিকে কাহানি মে টুইস্ট! জানা গিয়েছে, তিনি দেশে ফেরেননি, ভারতেই আছেন। আগামীকাল তিনি আহমেদাবাদে পৌঁছাচ্ছেন ফাইনালের পিচ পরিদর্শন করতে।

এদিকে, মোদি স্টেডিয়ামের বাইশ গজ নিয়ে নতুন নাটক শুরুর মাঝেই রবিবারের ফাইনালের মঞ্চে নানা অনুষ্ঠানের মহড়াও চলল শুক্রবার সারাদিন ধরে। জানা গিয়েছে, রবিবার রোহিত–প্যাট কামিন্সদের টসের পরই ভারতীয় বায়ুসেনার সূর্যকিরণ অ্যারোবেটিক দলের বিশেষ শো হবে। যেখানে আকাশে উড়বে মোট নয়টি যুদ্ধবিমান। খেলা শুরুর আগে আকাশে ভারতের জাতীয় পতাকার রং করে দেওয়া হবে। ভারতীয় বায়ুসেনার অভিনব শো–এর পাশে মুম্বইয়ের একটি নাচের দল পারফর্ম করবে। ইনিংসের বিরতিতে প্রীতম ও জোনিতার গানের অনুষ্ঠানও রয়েছে সাড়ে বারো মিনিটের।

সবমিলিয়ে সবরমতির পাড়ে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে পিচ নিয়ে নয়া নাটক শুরুর দিন ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালের মঞ্চকে আরও রঙিন, মায়াবী করে তোলার জন্য প্রস্তুতিও চলছে এখন জোরকদমে। অপেক্ষার এখন শেষ প্রহর বলে কথা।

*নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ফাইনালের পিচ দেখছেন রোহিত শর্মা। শুক্রবার।*

# পিচ নিয়ে চাপের খেলায় স্টার্করা

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
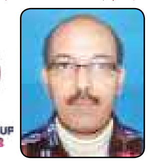
সঞ্জীবকুমার দত্ত

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** নিজের শেষ ওডিআই বিশ্বকাপ।

২০২৭ সালের পরবর্তী মেগা শোয়ে খেলার সম্ভাবনা নেই। ওডিআই কেরিয়ার নিয়ে আগেই সেই সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন মিচেল স্টার্ক। শেষ আসরকে রঙিন করে রাখার বাড়তি তাগিদ প্রত্যাশিত।

ঘরের মাঠে ২০১৫ সালে দলকে বিশ্বসেরার মুকুট এনে দেওয়ার অন্যতম কারিগর। পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চান রবিবাসরীয় ফাইনালে। প্রতিপক্ষ টুর্নামেন্টের সবচেয়ে ধারাবাহিক, শক্তিশালী ভারত। রোহিতদের সমীহ করলেও সাফল্যের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী স্টার্ক।

রবিবার বাইশ গজে মেন ইন ব্লু–র টক্করের পাশাপাশি থাকবে এক লক্ষ তিরিশ হাজারি স্টেডিয়ামের গগণভেদি আওয়াজের মুখোমুখি হওয়ার চ্যালেঞ্জ। বৃহস্পতিবার রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা–বধের পর ইডেন গার্ডেন্সে ‘ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া’ চিৎকারে যার ট্রেলার দেখেছেন।

স্টার্ক অবশ্য পিছনের দিকে তাকাতে নারাজ। গ্রুপ পর্বে হারানো ছন্দ অনেকটাই ফিরে পেয়েছেন গঙ্গাপাড়ের নন্দনকাননে। নতুন বলে জোশ হ্যাজেলউডকে নিয়ে সেমিফাইনালের ভাগ্য কার্যত গড়ে দেন। ষষ্ঠ খেতাবের লক্ষ্যপূরণের ম্যাচে রবিবার সেই দাপট বজায় রাখার আত্মবিশ্বাস অজি বাঁহাতি পেস তারকার।

বল হাতে সাফল্য পেলেও ইডেনের পিচে সন্তুষ্ট নন স্টার্ক। তাঁর মতে, পিচ মোটেই প্রত্যাশামফিক ছিল না। বৃষ্টির ফলে মাঝে কিছু সময় পিচ ঢাকা ছিল। সে কারণে চরিত্রগত কিছু রদবদল হলেও হতে পারে। তবে স্টার্কের অভিযোগের ইডেন পিচে বাউন্সের সামঞ্জস্য ছিল না। সুইং থাকলেও ব্যাটারদের সবচেয়ে ভুগিয়েছে পিচের অনিয়মিত বাউন্স, গতি। এরপর রবিবাসরীয় ফাইনালের মাঝের জমি নিয়ে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের পুরোনো বিতর্কের প্রসঙ্গ উসকে দিলেন। ইঙ্গিতপূর্ণভাবে স্টার্ক জানান, আগে আহমেদাবাদের উইকেট দেখতে হবে। পুরোনো না নতুন কোন পিচে খেলা হবে সেটা জানার পরই কিছু বলা সম্ভব হবে। অভিযোগ, ভারত–নিউজিল্যান্ড ওয়াংখেড়েতে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনালের পিচ রাতারাতি বদল করা হয়েছে। নতুন উইকেটের বদলে ভারতকে সুবিধা পাইয়ে দিতেই নাকি খেলা হয় ব্যবহৃত পিচে।

আহমেদাবাদের ফাইনাল টক্করে তেমন কিছু অপেক্ষা করবে কিনা, সেই প্রশ্নটাই ইডেনে বসে গতকাল উসকে দিলেন স্টার্ক। প্রসঙ্গত, বুধবার প্রাক–ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনেও অধিনায়ক প্যাট কামিন্স জানান, আইসিসি–র পিচ পর্যবেক্ষক রয়েছেন। আশাবাদী তিনি পক্ষপাতহীন পিচের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। মোদ্দা কথা মোতেরায় পা রাখার আগেই পিচ নিয়ে চাপ তৈরির কৌশল পরিষ্কার স্টার্কদের।

ভারতীয় দলকেও অবশ্য সমীহ করছেন স্টার্ক। অজি পেসার মানছেন টুর্নামেন্টের সেরা দল এখনও পর্যন্ত। ফাইনালের চ্যালেঞ্জ উতরাতে গেলে নিজেদের সেরাটা বের করে আনতে হবে। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্টের শুরু। রবিবার শেষ ম্যাচেও সামনে রোহিত শর্মা ব্রিগেড। স্টার্ক আশাবাদী, শুরুর ধাক্কা

## স্পিন বোলিংয়ে ফের ভরসা দিতে চান হেড

কাটিয়ে শেষটা রঙিন করে রাখতে সক্ষম হবেন।

এদিকে, ইডেন ম্যাচে সেরা ট্রাভিস হেড আবার স্বপ্নেও ভাবেননি, চোট কাটিয়ে বিশ্বকাপে আসরে নামবেন এবং ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে খেলবেন। ৮ অক্টোবর চেন্নাইয়ে ভারতের কাছে হেরেই অভিযান শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে হার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। সেমিতে প্রোটিয়াদের ছুটি করার পর এবার ভারতের পালা?

ভবিষ্যদ্বাণীর রাস্তায় না হাঁটলেও হেডের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন। আর স্বপ্নটা সফল করতে আহমেদাবাদেও দল তাঁর অলরাউন্ড দক্ষতার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে। ইডেনের মতো পিচ হলে হেডের স্পিনও বিকল্প অজিদের কাছে। ওপেনিং ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি অ্যাডাম জাম্পা–গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে স্পিন ব্রিগেডের দায়িত্বও তাঁর ওপর বর্তাবে, ভালোমতোই জানেন হেড।

# ফাইনালে ধারাভাষ্য দেবেন সৌরভ

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

**আহমেদাবাদ, ১৭ নভেম্বর :** প্রস্তাব পেয়েছিলেন আগেই। তবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। শেষপর্যন্ত নিয়ে ফেলেছেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা।

বড় অঘটন না হলে রবিবার আহমেদাবাদের মোতেরার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ ফাইনালে বহুদিন পর ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় দেখা যেতে চলেছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। মহারাজ নিজে এই ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কিছু না জানালেও কলকাতায় তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে এমনই ইঙ্গিত মিলেছে। জানা গিয়েছে, রবিবারের ফাইনালে মাঠে হাজির থাকার জন্য আগামীকাল বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে তিনি আহমেদাবাদে পৌঁছে যাচ্ছেন। ফাইনালের দিন প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে তাঁকেও ধারাভাষ্য দিতে দেখার সম্ভাবনা প্রবল।

বিশ সাল বাদ!

২০০৩ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপ এখনও ভোলেনি ক্রিকেট মহল। ভারতীয় ক্রিকেটকে সমস্যামুক্ত করে সৌরভের নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়া নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিল। দলের অধিনায়ক হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেটকে নয়া দিশা দেখিয়েছিলেন মহারাজ। ফাইনালে শেষপর্যন্ত পন্টিংয়ের অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারতে হয়েছিল সৌরভের ভারতকে। সৌরভ আজও সেই পরাজয় মেনে নিতে পারেননি। তাই ২০ বছর পর পরশু যখন নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ফের ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ ফাইনালে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে, তখন তাঁর মনের মধ্যে ঘুরছে ‘বদলার’ ভাবনাও। যদিও সরাসরি মুখে সেকথা বলতে নারাজ মহারাজ। আজ দুপুরের দিকে কলকাতায় সৌরভের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি

### ‘ভারতকে হারানো প্রায় অসম্ভব’

উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছেন, ‘পুরো বিশ্বকাপজুড়েই রোহিত শর্মারা দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছে। এই দলকে হারানো কঠিন। বলা যেতে পারে, অঘটন না হলে ভারত বিশ্বকাপ ফাইনালে হারবে না।’

ফাইনালের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ একদিনের বিশ্বকাপে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন। দলে স্টিভেন স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, ডেভিড ওয়ার্নারদের মতো বিখ্যাত ক্রিকেটার রয়েছেন। তাছাড়া রোহিতরা যেমন টানা দশ ম্যাচ জিতে বিশ্বকাপ ফাইনালে, তেমনই অজিরাও টানা আট ম্যাচ জিতে খেতাবি দৌড়ে। এমন দলের বিরুদ্ধে কী করা উচিত টিম ইন্ডিয়ার? জবাবে মহারাজ বলছিলেন, ‘চলতি বিশ্বকাপে ক্রিকেটের সব বিভাগে যে ছন্দ দেখিয়েছে ভারত, ফাইনালে সেটা ধরে রাখতে পারলে সমস্যার কোনও কারণ নেই। আমার ধারণা, রোহিতরা ফাইনালেও জিতবে। তবে হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচটা ভারতের সহজ নাও হতে পারে। শেষপর্যন্ত ভারতই জিতবে, এই বিশ্বাস রয়েছে আমার।’

এদিকে, রবিবারের ফাইনালের জন্য ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি–র তরফে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিসকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, তিনি রবিবার মোদি স্টেডিয়ামে হাজির থাকার ব্যাপারে সম্মতিও জানিয়েছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাশে বসেই সম্ভবত ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল দেখবেন তিনি।

> “চলতি বিশ্বকাপে ক্রিকেটের সব বিভাগে যে ছন্দ দেখিয়েছে ভারত, ফাইনালে সেটা ধরে রাখতে পারলে সমস্যার কোনও কারণ নেই। আমার ধারণা, রোহিতরা ফাইনালেও জিতবে। তবে হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচটা ভারতের সহজ নাও হতে পারে। শেষপর্যন্ত ভারতই জিতবে, এই বিশ্বাস রয়েছে আমার।
>
> –সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

# জয়ের কাছে ক্ষমা চাইল শ্রীলঙ্কার সরকার

**কলম্বো, ১৭ নভেম্বর :** কয়েকদিন আগে বিসিসিআই সচিব ও এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি জয় শা–র উদ্দেশে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়ক অর্জুন রণতুঙ্গা। তিনি অভিযোগ করেছিলেন, ক্ষমতার জোরে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটকেও নিয়ন্ত্রণ করছেন জয়। যার ফলে বোর্ড একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শুক্রবার শ্রীলঙ্কার সংসদীয় অধিবেশন চলাকালীন মন্ত্রী হরিণ ফার্নান্দো ও কাঞ্চনা বিজেশেখরা বিষয়টির উত্থাপন করেন। কাঞ্চনা বলেছেন, ‘এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান জয় শা–র কাছে সরকারিভাবে ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে। আমরা আমাদের সংস্থার ব্যর্থতার জন্য অন্য কোনও দেশকে দায়ী করতে পারি না। এটা ভুল ধারণা।’

# নয়া পাক মুখ্য নির্বাচক রিয়াজ

**লাহোর, ১৭ নভেম্বর :** অনেক জল্পনা ও ভাবনার পর প্রাক্তন পেসার ওয়াহাব রিয়াজকে মুখ্য নির্বাচক হিসেবে নিয়োগ করল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। অনেক বিতর্কের পর গতমাসের শেষে পদ ছাড়েন প্রাক্তন নির্বাচক ইনজামাম–উল–হক। সেই শূন্যস্থান পূরণে শুক্রবার রিয়াজকে দায়িত্ব দিল বোর্ড। চলতি বছর আগস্ট মাসেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন তিনি। এদিন দায়িত্ব পেয়ে রিয়াজ বলেন, ‘দলের ডিরেক্টর মহম্মদ হাফিজের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক রয়েছে ও আমরা একসঙ্গে দলের উন্নতির জন্য কাজ করব। আমার প্রাথমিক নজর থাকবে ঘরোয়া ক্রিকেটের পারফরমারদের গুরুত্ব দেওয়া ও তাদের স্কিলসেটের ভিত্তিতে সর্বসম্পন্ন দলগঠন করা।’

অন্যদিকে, চলতি বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর বুধবার তিন ফরম্যাটের অধিনায়ক বাবর আজম নেতৃত্ব ছাড়েন। তারপর টেস্টে শান মাসুদ

> “আমি কখনোই এই ধরনের সিদ্ধান্তে জড়াতে চাইনি কারণ আমি জানতাম সবাই আমার ও শাহিনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে লবিবাজির অভিযোগ আনবে। সেই রকম হলে আমি চেয়ারম্যানের সমালোচনা করতাম না। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি আমি শাহিনের নেতৃত্ব পাওয়ার বিষয়কে সমর্থন করিনি।
>
> –শাহিদ আফ্রিদি

## নেতৃত্বে শাহিন, কাঠগড়ায় শাহিদ

ও টি২০–তে শাহিন শা আফ্রিদি দায়িত্ব পেয়েছেন। নেতৃত্বে বদলের পর এই বিষয়ে মুখ খুললেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক ও শাহিনের শ্বশুর শাহিদ আফ্রিদি। একটি টিভি শো–য়ে তিনি বলেন, ‘আমি বলছিলাম এত তাড়াতাড়ি নেতৃত্বে পরিবর্তন আনার কোনও প্রয়োজন নেই। প্রধানমন্ত্রী আমায় এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় তাঁকেও একই কথা জানিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম বাবর টেস্টে অধিনায়কত্ব করতে থাকুক ও সাদা বলের নেতা দরকার পড়লে মহম্মদ রিজওয়ান তার জন্যে উপযুক্ত। যদিও আমি বলব এটা মহম্মদ হাফিজ ও চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত।’ অনেকেই শাহিদের দিকে আঙুল তুলছেন যে তিনি নিজের জামাই শাহিনকে অধিনায়কত্ব পাইয়ে দিয়েছেন। সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তাঁর বক্তব্য, ‘আমি কখনোই এই ধরনের সিদ্ধান্তে জড়াতে চাইনি কারণ আমি জানতাম সবাই আমার ও শাহিনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে লবিবাজির অভিযোগ আনবে। সেই রকম হলে আমি চেয়ারম্যানের সমালোচনা করতাম না। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি আমি শাহিনের নেতৃত্ব পাওয়ার বিষয়কে সমর্থন করিনি।’

# অজি সিরিজে অধিনায়ক হয়তো সূর্য

**মুম্বই, ১৭ নভেম্বর :** ১২ বছরের অপেক্ষার অবসানের স্বপ্নে বুঁদ আসমুদ্র হিমাচল। রবিবার রোহিত শর্মার হাতে ওডিআই বিশ্বকাপ দেখতে চাইছে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ। তারমাঝেই পরবর্তী সিরিজের ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। বিশ্বকাপ ফাইনালের চারদিন বাদে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজে নেমে পড়বে টিম ইন্ডিয়া। ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা সেই সিরিজে নেতৃত্বের দায়িত্ব পেতে পারেন সূর্যকুমার যাদব।

বিশ্বকাপের ধকল সামলাতে আসন্ন সিরিজে রোহিত, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, লোকেশ রাহুল, শুভমান গিলদের বিশ্রামে থাকা প্রায় নিশ্চিত। যার ফলে অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচকমণ্ডলী টি২০ সিরিজের জন্য মূলত দ্বিতীয় সারির দল বাছতে চাইছে। গোড়ালির চোটের জন্য বিশ্বকাপের মাঝপর্বে ছিটকে যান হার্দিক পান্ডিয়া। টি২০ সিরিজেও তাঁকে পাওয়া যাবে না। যার ফলে সূর্যকে অজিদের বিরুদ্ধে অধিনায়ক করার ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে গত টি২০ সিরিজে সূর্য সহঅধিনায়ক ছিলেন। সূত্রের মতে, ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেও টি২০ ও ওডিআই সিরিজ সম্ভবত মিস করতে চলেছেন। অন্য একটি মহলের খবর, এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী দলের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় নেতৃত্ব পাওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন। একাধিক নতুন মুখকেও আসন্ন সিরিজে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম সদ্যসমাপ্ত সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০–তে দুরন্ত পারফর্ম করা মিডল অর্ডার ব্যাটার রিয়ান পরাগ। প্রত্যাবর্তন হতে পারে বর্ষীয়ান পেসার ভুবনেশ্বর কুমারেরও। রোহিতরা বিশ্রামে থাকলেও চলতি বিশ্বকাপে সেভাবে সুযোগ না পাওয়া ওপেনার ঈশান কিষান ও হার্দিকের বদলে স্কোয়াডে আসা পেসার প্রসিধ কৃষ্ণাকে অজিদের বিরুদ্ধে দলে রাখা হতে পারে।

# পরিকল্পনা বদলের প্রয়োজন নেই : শাস্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর :** স্বপ্নপূরণের শেষ ধাপে রোহিত শর্মা ব্রিগেড। আর একটা ম্যাচ। রবিবাসরীয় মহারণে অজি চ্যালেঞ্জে উতরে গেলেই তৃতীয় ওডিআই বিশ্বজয়ের ইতিহাস নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। লক্ষ্যপূরণে গত দশ ম্যাচের সফল স্ট্র্যাটেজিতেই আস্থা রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন রবি শাস্ত্রী।

রোহিত, বিরাট কোহলিদের প্রাক্তন হেডস্যরের মতে, গ্রুপ লিগ এবং সেমিফাইনালে যে পরিকল্পনা ছিল। খেতাবি যুদ্ধেও তা বজায় রাখুক ভারত। এদিন বলেছেন, ‘ওরা এখন ফুরফুরে মেজাজে রয়েছে। ঘরের মাঠে খেলছে। অত্যন্ত অভিজ্ঞ দলও। যেভাবে সবকিছু চলছে তা চলুক। নতুন কিছু করার কোনও প্রয়োজন নেই। সেমিফাইনালে যেখানে শেষ করেছিল, সেখান থেকে ফাইনালে শুরু করুক।’

বর্তমানে বিশ্বকাপের ধারাভাষ্য টিমের অন্যতম শাস্ত্রীর দাবি, রবিবারও ফেভারিট হিসেবে নামবে মেন ইন ব্লু। আর বাইশ গজে ফেভারিট তকমার মর্যাদা রেখে কাপও উঠতে চলেছে রোহিতের হাতে। গোটা টুর্নামেন্টে যেভাবে দাপিয়ে বেড়িয়েছে ভারতীয় দল, তাতে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের পক্ষেও সেই দাপট থামানো কঠিন। তবে ফাইনালের চাপ সরিয়ে মাথাটা ঠান্ডা রাখতে হবে। ফাইনাল বলে বাড়তি উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই।

ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের প্রতি

## ফাইনালে গম্ভীরের গেমচেঞ্জার শ্রেয়স

প্রাক্তন হেডকোচের পরামর্শ, সবাই জানে তাদের ভূমিকা কী। সেটাই ঠিকঠাক পালন করতে হবে। আর দল কোনও এক–দুজনের ওপর এই মুহূর্তে নির্ভরশীল নয়। ৮–৯ জন প্লেয়ার ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে চলেছে। ফাইনালের আগে যা নিশ্চিতভাবে ভারতীয় দলের জন্য স্বস্তির জায়গা।

*দলে পরিবর্তনের সম্ভাবনা উসকে দিচ্ছে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের লম্বা অনুশীলন।*

বাড়তি প্রশংসা তুলে রাখলেন মহম্মদ সামির জন্য। শাস্ত্রীর কথায়, প্রথম বল থেকেই একেবারে নিখুঁত, বিপজ্জনক। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সুইং, পেস স্কিলের মিশ্রণে সামি কার্যত আনপ্লেয়বল। অনায়াস দক্ষতায় বল মুভ করাচ্ছে দুইদিকে। সেমিফাইনালে মুম্বইয়ের ব্যাটিং পিচেও যার অন্যথা হয়নি। দাবি, সামির সঙ্গে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ। বৈচিত্র্য, স্কিল এবং বর্তমান ফর্মের বিচারে এটাই ভারতের সেরা পেস আক্রমণ।

গৌতম গম্ভীরের মতে আবার রোহিতের দলের ‘গেমচেঞ্জার’ শ্রেয়স আইয়ার। গত কয়েক ম্যাচে বিধ্বংসী ফর্মে রয়েছেন ভারতের চার নম্বর। কয়েকদিন আগেও দলে জায়গা ধরে রাখা নিয়ে টানাটানি চলছিল। চোট কাটিয়েও সবে ফিরেছে। সেখান থেকে নকআউটে ৭০ বলে সেঞ্চুরি। অসাধারণ। ফাইনালেও গ্লেন ম্যাক্সওয়েল–অ্যাডাম জাম্পার স্পিন সামলাতে শ্রেয়স ‘কি ফ্যাক্টর’ হতে চলেছে, ভবিষ্যদ্বাণীও করলেন গম্ভীর।

## শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ আয়ান্স (আদি) : তোমার তৃতীয় জন্মদিনে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ ও ভালোবাসা। তুমি সুস্থ থাকো, ভালো থাকো ও বড় মানুষ হও। শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানায়– বাবা–মা, দাদা, আম্মা ও কাকাজান।


# ‘স্মিথ–জাম্পাকে নিয়ে সতর্ক থাকুক ভারত’

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

## একান্ত সাক্ষাৎকারে সুরেশ রায়না

**আহমেদাবাদ, ১৭ নভেম্বর :** ২৪ মার্চ ২০১১। স্থান আহমেদাবাদের মোতেরা স্টেডিয়াম। বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও অস্ট্রেলিয়া।

২৮ বলে অপরাজিত ৩৪ করেছিলেন তিনি। কঠিন সময়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রেজিয়ারের সামনে তিনি খেলেছিলেন মহাকাব্যিক ইনিংস। ভারত পৌঁছে গিয়েছিল বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে। তিনি, সুরেশ রায়না হতে পারতেন ম্যাচের সেরা। হননি। ম্যাচ সেরার সম্মান পেয়েছিলেন যুবরাজ সিং। আর যুবির সঙ্গেই পার্টনারশিপ গড়ে মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারতকে রায়না পৌঁছে দিয়েছিলেন বিশ্বকাপের সেমিতে। বাকিটা আজ ইতিহাস।

মাঝে দীর্ঘসময় পার। রায়না এখন প্রাক্তন ক্রিকেটার। কিন্তু আহমেদাবাদে অজিদের বিরুদ্ধে খেলা সেই ইনিংসের কথা ভাবলে তিনি এখনও আবেগে ডুবে যান। ফিরে যান অতীতে। সেই অতীতের সরণিতে ডুব দিয়েই আজ পরশুর বিশ্বকাপ ফাইনালে ইন্দো–অজি মহারণের আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদ–কে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন রায়না। প্রাক্তন অজি অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ ও লেগস্পিনার অ্যাডাম জাম্পাকে নিয়ে রোহিত শর্মার ভারতকে সতর্ক করলেন তিনি।

### ১২ বছর আগের কোয়ার্টার ফাইনাল

২০১১ সালের অস্ট্রেলিয়া দল হিসেবে খুব শক্তিশালী ছিল। লিগের ম্যাচের পর ওদের বিরুদ্ধে যখন কোয়ার্টার ফাইনাল খেললাম আমরা, চেষ্টা ছিল জেতার। যুবিভাই আর গোতি দারুণ খেলেছিল। ধোনি আউট হওয়ার পর জানতাম মাঠে গিয়ে পারফর্ম করতে হবে। ভাজ্জু পাজি সাজঘরে বলেছিল জিতিয়ে ফিরতে। সেদিন আগ্রাসী অজিদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলেছিলাম। দিনটা আজও ভুলিনি। কারণ, অজিদের ব্যাক ফফ ক্রিকেট মানেই স্লেজিং। সেই স্লেজিং সামলে ম্যাচ

### ২০১১ ও ২০২৩–এর ফারাক

২০১১ সালে ওদের দলে তারকার ছড়াছড়ি ছিল। রিকি পন্টিং, শেন ওয়াটসন, ব্রেট লি, মিচেল জনসন, শন টেট, মাইকেল ক্লার্ক, মাইকেল হাসি– কত আর নাম বলব। ওদের কাছে পেস ও স্পিন, দুই–ই ভালো ছিল। টেট–জনসনরা ১৫০–১৬০ কিলোমিটারে বল করছিল। মোতেরার পুরোনো মাঠে এমন আক্রমণের বিরুদ্ধে রান করা সহজ ছিল না। কিন্তু আমরা পেরেছিলাম।

### বর্তমান অজি দল

ফিয়ারলেস দল। ট্রাভিস হেড, ডেভিড ওয়ার্নার দারুণ ফর্মে। তবে অজিদের বড় তুরুপের তাস স্টিভেন স্মিথ। ৫০ ওভার খেলার জন্য সবসময় তৈরি ও। সঙ্গে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্নাস লাবুশেনরা তো রয়েছেই। ওদের বোলিংও দারুণ। মিচেল স্টার্ক–প্যাট কামিন্স–জোশ হ্যাজেলউডদের পেস আক্রমণ দুর্দান্ত। স্পিনার হিসেবে অ্যাডাম জাম্পাও অসাধারণ। অজিরা শুরুতে ছন্দে ছিল না। পরে যেভাবে ফাইনালে পৌঁছেছে, শেষ কয়েকটি ম্যাচ টানা জিতেছে। তারপর অজিদের নিয়ে সতর্ক থাকতেই হবে। বিশেষ করে স্মিথ–জাম্পাকে নিয়ে। জানি না ভারতীয় দলের ভাবনা কী। হয়তো ভারত ফাইনালেও একই দল খেলাবে। কিন্তু অজিদের স্পিন দুর্বলতার কথা ভেবে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের কথাও ভাবা যেতে পারে।

### রোহিতের ফিয়ারলেস ব্যাটিং

রোহিত ভারতীয় দলের হয়ে দারুণ শুরু করছে। ২৫ বলে ৪০ রান অথবা ৪০ বলে ৭০ রানই ভারতীয় ইনিংসের ভিত গড়ছে। শুরুর ৮–১০ ওভারে ৮৫–৯০ রান হয়ে গেলে বাকিদের কাজটা সহজ হয়ে যায়। ভারতকে বিশ্বকাপ জিততে হলে জাম্পাকে সামলাতে হবে সফলভাবে। ভারতীয় দলকে এবার তেমন ভালো লেগস্পিনার সামলাতে হয়নি এখনও।

### এক্স ফ্যাক্টর সামি

আমার মতে শ্রেয়স আইয়ার। সোজাব্যাটে খেলছে। দুটো সেঞ্চুরি হয়ে গিয়েছে। স্বপ্নের ব্যাটিং করছে। বিরাট, রোহিতের পাশে শ্রেয়সও এই দলটাকে টানছে। মোদি স্টেডিয়ামে সোজা ব্যাটে যারা শ্রেয়সের মতো খেলে, তাদের রান পাওয়া সহজ। আর এই পিচে রান রয়েছে। মহম্মদ সামির কথাও বলতেই হবে। প্রথম বল থেকেই স্ট্যাম্পে রাখছে। বিপক্ষের বাঁহাতি ব্যাটার থাকলে শুরুতেই রাউন্ড দ্য উইকেট করছে। সবমিলিয়ে দারুণ ফর্মে সামি।

### বিপক্ষের ত্রাস বিরাট

বিরাট বিগ ম্যাচ প্লেয়ার। বড় মঞ্চে সবসময় সেরাটা দেয়। মনে রাখবেন, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে বিরাট পছন্দ করে। আর ব্যাট হাতে ও কী করতে পারে, সবাই জানে। ফাইনালের আগে বিরাটের ফর্ম অবশ্যই অজিদের চাপে রাখবে।

### বিরাট–রোহিত দোস্তি

দুইজনই দারুণ ছন্দে রয়েছে। রানও করছে। ওদের যে কেউ একশো বল খেলে দিলে ভারত বড় রান পাবেই। ওরা থাকলে স্কোরবোর্ড কখনও থেমে থাকে না। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফাইনালের বড় ম্যাচে ওদের এই ছন্দ খুব জরুরি।

## সতীর্থ ডি ককের কিংবদন্তি আখ্যা বাভুমার

# চোকার কটাক্ষ মানতে নারাজ প্রোটিয়া কোচ

সঞ্জীবকুমার দত্ত

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** ১৯৯৯ সালের বার্মিংহাম।

আর বৃহস্পতিবারের ইডেন গার্ডেন্স। আবারও বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল। সময়, মঞ্চ বদলে গেলেও দুই যুগের ব্যবধান মিলেমিশে একাকার। সেদিন একরাশ যন্ত্রণা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল ল্যান্স ক্লুজনারদের। এবার ডেভিড মিলার, কুইন্টন ডি ককদের।

সেমিফাইনালে অজি–গাঁটে ফাইনালে ওঠার স্বপ্নভঙ্গের রাত। খারাপ শুরু, মাত্র ২১২ রানের পুঁজি নিয়েও জয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্য ফের বিরূপ। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে প্যাট কামিন্সের ক্যাচ ডি কক না ফেললে কী হত, বলা কঠিন।

’৯৯ সালের হতাশার রাতে স্টিভ ওয়ার ক্যাচ মিসের খেসারত আজও চুকোতে হচ্ছে হার্সেল গিবসকে। ‘ক্যাচ নয়, তুমি তো বিশ্বকাপটাই ফেলে দিলে’ স্টিভের বিখ্যাত উক্তি এখনও চর্চিত। কামিন্সের ফেলা ক্যাচ হয়তো আগামী বহুবছর তাড়া করবে ডি কককেও।

ইডেনের সবুজ ঘাসের গালিচা প্রস্তুত ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার নয়া ইতিহাসের সাক্ষী হতে। গ্যালারি ভর্তি দর্শকের বেশিরভাগই গলা ফাটাচ্ছিল ‘অধরা’ স্বপ্নের পিছনে দৌড়োনো স্প্রিংবকদের সমর্থনে। ২১২ রানের পুঁজি নিয়ে প্রোটিয়া বোলারদের লড়াইয়ের মধ্যে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল গোটা নন্দনকানন।

কিন্তু বিধিবাম। ভাগ্য–বিড়ম্বনা, স্বপ্নভঙ্গ, চোকার শব্দগুলি যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে। ১৯৯২ বিশ্বকাপে কুখ্যাত বৃষ্টিনিয়মে ব্রায়ান ম্যাকমিলানদের কান্না কিংবা ১৯৯৯ সালে ক্লুজনার–ডোনাল্ডদের যন্ত্রণা। ২০১৫ সালে শেষ চারে দুরন্ত লড়াইয়ের পরও জেতা ম্যাচ হাতছাড়া হওয়া।

ট্র্যাজিক নায়ক হয়ে ফেরা প্রোটিয়াদের সেই তালিকায় যুক্ত ইডেন। আবারও মেগা ম্যাচে চোক করা। যদিও নিজেদের ‘চোকার’ শব্দে প্রবল আপত্তি ডি ককদের হেডকোচ রব ওয়াল্টারের। ম্যাচ শেষে তাঁর যুক্তি, জেতা ম্যাচ মোটেই তারা তুলে দেননি অস্ট্রেলিয়ার হাতে। বরং হারা ম্যাচেই জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন। ইডেন–হারের সঙ্গে চোকার

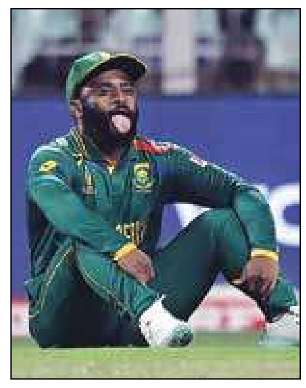

*হতাশ, বিধ্বস্ত অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা।*

শব্দটা মোটেই যায় না।

মিচেল স্টার্ক–জোশ হ্যাজেলউডদের সামনে ব্যাটিংয়ে ধসের পর দক্ষিণ আফ্রিকা হারের স্ক্রিপ্ট তৈরি হতেই ঘুরতে থাকে চোকার শব্দ। ২১২ রান নিয়ে যা উলটে দেওয়ার সম্ভাবনা অবশ্য তৈরি করেছিলেন কেশব মহারাজ–তাবরেইজ শামসিরা। ডি ককদের হেডস্যারের মুখে সেই প্রচেষ্টার কথা। সম্মিলিত লড়াই নিয়ে ইডেন ছাড়ার আগে বলছিলেন, ‘আমরা কিন্তু ম্যাচে ফেরার সমস্ত চেষ্টা চালিয়েছি। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। দুইটি ভালো দলের ম্যাচে এটাই প্রত্যাশিত। এর মধ্যে চোকার শব্দটা আসছে কোথা থেকে?’

শব্দের মারপ্যাঁচ নিয়ে আপত্তি থাকলেও যন্ত্রণার ছবিটা সেই একই। কালের সঙ্গে শুধু চরিত্রগুলিই বদলেছে। সমালোচিত টেম্বা বাভুমা, ট্র্যাজিক নায়ক ডেভিড মিলার কিংবা গোটা টুর্নামেন্টে দুরন্ত ব্যাটিং করা ডি কক–সবই একই সারিতে। সবুজ ইডেনে অজি হলুদের বিজয়োৎসবের মাঝে অমাবস্যার আঁধার প্রোটিয়া শিবিরে।

আবারও চার বছরের প্রতীক্ষা। নতুন করে দল সাজিয়ে নতুন মঞ্চে অধরা স্বপ্ন পূরণের জন্য ঝাঁপানো। ডি কক–বাভুমাদের জায়গায় নতুন কেউ? কোচ ওয়াল্টার যাই বলুন না কেন, সঙ্গী হবে গায়ের সঙ্গে সেঁটে যাওয়া চোকার তকমাও। অধিনায়ক বাভুমার কথায়, ব্যাটিং এবং বোলিং, শুরুর লড়াইয়েই তাঁরা পিছিয়ে পড়েন। শত চেষ্টাতেও যা বদলানো যায়নি।

বাভুমার কথায়, হতাশা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। বলেছেন, ‘ব্যাটিং ও বোলিংয়ে আমাদের শুরুটা খারাপ হয়েছে। ওখানেই ম্যাচটা কার্যত হেরে গিয়েছি। মিলার–হেনরিচ ক্লাসেনরা দলকে ম্যাচে ফেরানোর দারুণ চেষ্টা চালিয়েছিল। তৈরি হয় জয়ের সম্ভাবনাও। কিন্তু কয়েকটা সুযোগ হাতছাড়া করে বসি আমরা।’

বিদায়ি বিশ্বকাপে সাফল্যের শিখরে পা রাখা হল না ডি ককের। গোটা টুর্নামেন্টে বোলারদের ওপর ছড়ি ঘোরালেও, ফাইনালে ওঠার ম্যাচে স্তব্ধ ব্যাট। শেষদিকে কামিন্সের ক্যাচ মিস করা যন্ত্রণা দ্বিগুণ করেছে। যে যন্ত্রণা ভাগ করে নিয়ে অধিনায়ক বাভুমা বলেন, ‘দক্ষিণ আফ্রিকা শুধু নয়, বিশ্ব ক্রিকেটে গ্রেটদের তালিকায় অন্যতম ডি কক। একটা ব্যর্থতায় যা মুছে ফেলা যাবে না।’

# কাসিমভদের মিস করব : চেরনিশভ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** অ্যালেক্সিস গোমেজ ও মিরজালোল কাসিমভের অভাব কে পূরণ করবে? দিল্লি এফসি–র বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে দুই বিদেশি ফুটবলারই লাল কার্ড দেখার পর থেকে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সমর্থকদের মনে প্রশ্নটা ঘুরেফিরে আসছে। ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যের নিরিখে লিগ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছে মহমেডান। শনিবার রাজস্থান ইউনাইটেড এফসি–র বিরুদ্ধে শীর্ষস্থান ফিরে পাওয়ার ম্যাচে নামার আগে এই নিয়ে চিন্তায় সাদা–কালো শিবিরও।

কাসিমভদের না থাকাটা যে চাপে রাখবে সেকথা স্বীকার করে কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ বলেন, ‘দলের দুই নিয়মিত ফুটবলারের অভাব আমরা অনুভব করব। ওদের ছাড়া অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলা চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু এটা আমাদের মেনে নিয়েই মাঠে নামতে হবে। স্কোয়াডে একই পজিশনের দুই থেকে তিনজন ফুটবলার আছে। ওদের জায়গা কে নেবে, সেটা রাতেই ঠিক করব।’ ম্যানেজমেন্ট সূত্রে খবর, পরিবর্ত হিসেবে প্রথম একাদশে তন্ময় ঘোষ ও সুমিত শেরপা কিংবা লালমুয়ানপুইয়ার অন্তর্ভুক্তি হতে পারে।

এদিকে, জয়পুরে রাজস্থানের স্টেডিয়াম এখনও নির্মীয়মাণ হওয়ায় ম্যাচটি হায়দরাবাদে ডেকান এরিনায় হবে। শুক্রবার রাতে বিমানবন্দর থেকে স্কুলবাসে দলকে হোটেলে নিয়ে যাওয়ায় আয়োজকদের ওপর ক্ষিপ্ত সাদা–কালো ম্যানেজমেন্ট। এই নিয়ে এআইএফএফ–এর কাছে তারা অভিযোগ দায়ের করেছে বলেও জানা গিয়েছে।

## আই লিগে আজ

রাজস্থান ইউনাইটেড এফসি বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

**স্থান :** ডেকান এরিনা, হায়দরাবাদ

**সময় :** সন্ধ্যা ৭টা

# ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে আইএফএ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** সন্তোষ ট্রফির ব্যর্থতা নিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন আইএফএ কর্তারা। ক্রীড়ামন্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছু নির্দিষ্ট রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। আগামী বছর সন্তোষ ট্রফির জন্য কোচ নির্বাচন আরও আগে করা হবে, যাতে কোচ দল সাজানোর জন্য আরও কিছুদিন সময় পান। সেইসঙ্গে সন্তোষ ট্রফির জন্য একটি নির্বাচক কমিটি তৈরি করা হবে। এদিন কন্যাশ্রী কাপের জন্য অংশগ্রহণকারী দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। ওই কর্মশালায় ফুটবলের আইনকানুন সম্পর্কে দলগুলির প্রতিনিধিদের অবহিত করেন কলকাতা রেফারিজ সংস্থার প্রতিনিধিরা।

## খেলবে না ভবানীপুর

এদিকে, কলকাতা লিগে শনিবার ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ভবানীপুরের ম্যাচটি হচ্ছে না। ম্যাচ পিছোনোর দাবি জানিয়ে আগেই চিঠি দিয়েছিল ভবানীপুর। কিন্তু আইএফএ তা শোনায় ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

# জয়ে খুশি হলেও অবাক নন স্টিমাক

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** বিরাট কোহলিরা যখন ওডিআই বিশ্বকাপের লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকবেন আহমেদাবাদে তখন তাঁর বন্ধুর নতুন করে কাতারকে কীভাবে আটকে দেওয়া যায় সেই পরিকল্পনা শুরু হবে। শুক্রবার কুয়েত সিটি থেকে দেশে ফিরে এল ভারতীয় ফুটবল দল। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে ভুবনেশ্বরে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ভারত। নিশ্চিতভাবেই গ্রুপের সবথেকে শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ২১ নভেম্বর নিজেদের ঘরের মাঠে ম্যাচ খেলতে নামবে ভারত। গতকাল রাতে কুয়েতকে হারানোর পর মনবীর সিং–লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেদের মনোবল বাড়বে, এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দলের একাধিক চোট–আঘাত নিয়ে চিন্তিত ইগর স্টিমাক অবশ্য আদৌ অবাক নন তাঁর দলের এই জয়ে। তিনি ম্যাচের পর বলেছেন, ‘এই জয়ে আমি অন্তত অবাক হইনি। কারণ নিজের দলের উপর আমার সবসময়ই আস্থা ছিল। গত সাড়ে চার বছর ধরে আমাদের ছেলেরা যে পরিশ্রম করেছে, তারপর ওদের ওপর আস্থা রাখতেই হবে। এটাই স্বাভাবিক। তবে দলে বেশ কিছু চোট–আঘাত ছিল। সেটা নিয়েই কিছুটা চিন্তায় ছিলাম।’

বৃহস্পতিবার জাবের আল আহমেদ স্টেডিয়ামে প্রচুর সংখ্যায় ভারতীয় ছিলেন। ৬০ হাজার দর্শক আসন বিশিষ্ট পুরো স্টেডিয়াম ছিল ভর্তি। যার মধ্যে সিংহভাগ কুয়েতি থাকলেও ভারতের সমর্থকরা সমানে পাল্লা দিয়েছেন গোটা ম্যাচে। এমনকি ৭৫ মিনিটে গোলের সময় তো বটেই সারা ম্যাচে যখনই ভারত আক্রমণে উঠেছে তখনই ভারতীয়দের গর্জনে কেঁপেছে গ্যালারি। অ্যাওয়ে ম্যাচ বলেই প্রথমার্ধে খানিকটা সতর্ক হয়ে খেলেন সুনীলরা। তবে বিরতির পর রীতিমতো দাপুটে ফুটবল খেলেন স্টিমাকের ছেলেরা। অ্যাওয়ে ম্যাচ তাও আবার মধ্য প্রাচ্যের কোনও দেশের বিরুদ্ধে এতটা দাপট অন্তত সাম্প্রতিক অতীতে না ভারতের জাতীয় দল, না ক্লাব দল কেউই দেখাতে পারেনি। এমনকি ম্যাচের পরের ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ভারতীয় দলকে অভিবাদন জানাতে থাকেন এমনকি কুয়েতের মানুষও। সারা স্টেডিয়ামে তখন শুধুই ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া ধ্বনি। স্টিমাক বলেছেন, ‘গ্যালারি থেকে যে সমর্থন আমরা পেয়েছি তার প্রশংসা করতেই হবে। মনে হচ্ছিল যেন ঘরের মাঠে খেলছি।’ ম্যাচ শেষেও সমর্থকরা স্টেডিয়াম থেকে ভারতের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে বেরোচ্ছেন, এই ভিডিও নিজেই পোস্ট করেছেন স্টিমাক।

*কুয়েত সিটিতে জয়ের পর মাঠ ছাড়ছেন সন্দেশ ঝিংগান, রাহুল ভেকেরা।*

একাধিক সুযোগ হাতছাড়া করার পর ৭৫ মিনিট মনবীর সিংয়ের গোলে জিতে গ্রুপে আপাতত দ্বিতীয় স্থানে ভারত। গোলপার্থক্যের বিচারে এগিয়ে কাতার। কারণ তারা আফগানিস্তানকে ৮–১ গোলে হারিয়েছে। মনবীর নিজে খুশি দেশকে এই জয় এনে দিতে পেরে। মোহনবাগানের এই তারকা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেছেন, ‘একটা ভালো গোল করতে পেরে আমি খুশি। সতীর্থদের পরিশ্রম ও একাগ্রতার ফসল এই জয়। আমার সৌভাগ্য সেটা আমার গোলে এসেছে। পরের ম্যাচগুলোতেও আশা করি আরও গোল করার সুযোগ পাব। দলকে জেতানোর অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।’ আগামী মঙ্গলবার নিজেদের মাঠে কাতারকে আটকে রাখার লক্ষ্য নিয়েই নিশ্চিতভাবে নামবেন সন্দেশ ঝিংগান–রাহুল ভেকেরা। কাজটা কঠিন। কিন্তু অসম্ভবকেও যে সম্ভব করা যায়, এই কোচের অধীনে সেই চেষ্টার কসুর করছে না মেন ইন ব্লু।

## তৃতীয় রাউন্ডে বিকাশ–বিজয়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের ননীবালা রায় ও নিত্যানন্দ রায় ট্রফি অকশন ব্রিজে শুক্রবার দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা হয়েছে। তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন বিকাশ চৌধুরী–বিজয় সরকার, অভিজিৎ হালদার–প্রণব দাস, নয়ন দত্ত–স্বপন মজুমদার, পরিমল মিত্র–কমলেন্দু গুহ, দেবাশিস কর–সুবল অধিকারী, মৃগাঙ্ক রায়–বিজয় বিশ্বাস, সুভাষ পাল–সন্তোষ দাস ও হাবু রায়–জয়গোপাল সাহা।

## প্রথম ডিভিশন শুরু ২৬ তারিখ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ ২৬ নভেম্বর শুরু হবে। পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, লিগে ২১ দল অংশ নেবে। খেলা দেওয়া হয়েছে চাঁদমণি মাঠে।

## রত্না অনূর্ধ্ব–১৫ বাংলা দলে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** অনূর্ধ্ব–১৫ বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছে শিলিগুড়ির অফস্পিনার অলরাউন্ডার রত্না বর্মন। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, শুক্রবারই রত্না হরিয়ানা রওনা হয়েছে। সেখানেই তার সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব করার কথা।

## ইউরোর মূলপর্বে হাঙ্গেরি

# জয় স্পেনের, পর্তুগাল জিতল রোনাল্ডোর গোলে

*গোলের পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে নিয়ে মেতে রয়েছেন সতীর্থরা। – এএফপি*

**ফাডুজ ও নিকোসিয়া, ১৭ নভেম্বর :** ইউরো কাপের মূলপর্ব আগেই নিশ্চিত করেছিল পর্তুগাল। শুক্রবার লিচেনস্টাইনের বিপক্ষে ম্যাচটি ছিল নিয়মরক্ষার। কিন্তু তাতেও ২–০ গোলে জয় পেল পর্তুগাল। গোল পেলেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ৪৬ মিনিটে তিনি দলকে এগিয়ে দেন। ৫৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান জোয়াও ক্যান্সেলো। ইতিমধ্যে পর্তুগাল যোগ্যতা অর্জন পর্বের ৯টি ম্যাচ খেলে ৯টিতেই জয় তুলে নিয়েছে।

পর্তুগালের পাশাপাশি জয় পেয়েছে স্পেনও। তারা সাইপ্রাসকে হারিয়েছে ৩–১ গোলের ব্যবধানে। ৫ মিনিটে বার্সেলোনার বিস্ময় বালক লামিনে ইয়ামল স্পেনের হয়ে গোলের খাতা খোলেন। গোল প্রসঙ্গে ইয়ামল বলেছেন, ‘সুন্দর গোল করে দলকে সাহায্য করতে পেরে আমি খুশি।’ ২২ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান মিকেল ওয়ারজাবাল। ৬ মিনিট বাদেই গোল পান রিয়াল মাদ্রিদ স্ট্রাইকার জোসেলু। ৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ইউরোর যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত হওয়ার পর স্পেনের লক্ষ্য গ্রুপ শীর্ষে থাকা।

অন্যদিকে, শেষলগ্নে অ্যালেক্স পেটকোভের আত্মঘাতী গোলে ২০২৪ ইউরোর টিকিট নিশ্চিত করল হাঙ্গেরি। এদিন বুলগেরিয়ার সঙ্গে ২–২ গোলে ড্র করেছে তারা। ১০ মিনিটে মার্টিন আদামের গোলে এগিয়ে যায় ফেরেঙ্ক পুসকাসের দেশ। ২৪ মিনিটে ডেলেভ বুলগেরিয়াকে সমতায় ফেরান। ৭৮ মিনিটে দেসপোদেভ পেনাল্টি থেকে গোল করে বুলগেরিয়াকে এগিয়ে দেন। তবে শেষরক্ষা হল না। শেষলগ্নের আত্মঘাতী গোলে ম্যাচ বাঁচায় হাঙ্গেরি।


## OBITUARY

In Memory of Late Ranglal Baul

Demise : 17.11.1997

Painfully Remembering you.

– Sujata Baul (Daughter)

## PUBLIC NOTICE

This is to inform all the concerned persons that if any individual or any organization has any outstanding dues from LIFELINE Medical Research and Cancer Institute, By Pass Road, Near 2nd Mile, Siliguri- 734001, he / they / it should inform the undersigned within 7 days alongwith supporting documents, failing of which claims will not be entertained in the near future.

Sd/-

SANJIB DEY

(Authorized Signatory)

Mobile No:- 9832165376

## স্মরণে

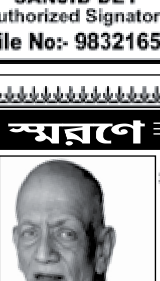

স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সরকার (ভোলা)

আসা : ০১.০১.১৯৩৪

যাওয়া : ১৮.১১.২০২২

‘রইলো ঝোলা, চল্লো ভোলা’, আমাদের ভোলাকে ভোলা যায় না। তোমার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তুমি ভীষণভাবেই ভালো থাকবে। – পরিবারবর্গ, ০৭ নম্বর ওয়ার্ড, ধূপগুড়ি।


# কলম্বিয়ার ঐতিহাসিক জয়ে নায়ক লুইস

**বোগোটা ও বুয়েনস আয়ার্স, ১৭ নভেম্বর :** অপহৃত বাবার সঙ্গে দুইদিন আগেই তাঁর পুনর্মিলন হয়েছে। সেই ২৬ বছরের লুইস দিয়াজের পরাক্রমে ঘরের মাঠে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে অঘটন ঘটাল কলম্বিয়া। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও তাঁর জোড়া গোলে ২–১ ফলে ব্রাজিলকে হারাল হামেস রডরিগেজরা। সেইসঙ্গে সেলেকাওদের বিরুদ্ধে ৮ বছর জিততে না পারার শাপমোচনও হল। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে ঘরের মাঠে ২–০ গোলে হারাল উরুগুয়ে।

৪ মিনিটে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের পাস থেকে গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি যখন সেলেকাওদের এগিয়ে দেন তখন ধরেই নেওয়া হয়েছিল, নেইমারের অভাব ঢেকে দেবেন তরুণরা। ৬৮ মিনিটে রাফিনহার শট পোস্টেও লাগে। এরপরই

*গোল করে কলম্বিয়ার লুইস দিয়াজ।*

ম্যাচে প্রত্যাবর্তন ঘটায় কলম্বিয়া। ৭৫ মিনিটে ক্রিশ্চিয়ান বোরহার ক্রস থেকে অরক্ষিতে হেডে সমতা ফেরান দিয়াজ। এর ৪ মিনিটের মধ্যে অধিনায়ক রডরিগেজের সেন্টার থেকে ফের হেডে গোল করে কলম্বিয়াকে এগিয়ে দেন তিনি। দর্শকাসনে বসে ছেলের সাফল্য দেখে আবেগে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি দিয়াজের বাবা। ম্যাচের নায়ক বলেছেন, ‘জীবন তোমায় সাহসী ও শক্তিশালী বানায়। আমার মনে হয় ফুটবলও এমনই শেখায়। এই জয় আমি তাঁদের উৎসর্গ করলাম যাঁরা আমার পাশে ছিলেন।’ দলের জয়ের ধারা বজায়ে ব্যর্থ লিওনেল মেসিও। ২১ মিনিটে নাহুয়েল মলিনার ভুলে উরুগুয়েকে এগিয়ে দেন রোনাল্ড আরাউহো। ৫৭ মিনিটে মেসির ফ্রি কিক ক্রসপিসে লাগে। ৮৭ মিনিটে ডারউইন নুনেজ তাদের ম্যাচে ফেরার সম্ভাবনা শেষ করেন।

## হার বিশ্বসেরাদের

ম্যাচের মাঝে আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার রডরিগো ডি পলের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় উরুগুয়ের ম্যানুয়েল ইগারতের। যা নিয়ে মেসি বলেছেন, ‘কোয়ালিফায়ারের ম্যাচে এই ধরণের ঘটনা স্বাভাবিক। উরুগুয়ের বিরুদ্ধে এমনটা হতেই পারে। কিন্তু বড়দের কীভাবে সম্মান করতে হয় সেটা তরুণদের শেখা উচিত। ম্যাচে নানা পরিস্থিতি তৈরি হতেই পারে। তবে সম্মান বজায় রাখা প্রয়োজন।’

**সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার।** স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in